আলোর পরশ
ইকবাল মুজাহিদ

আলোর পরশ

ইকবাল মুজাহিদ

সমাহার পাবলিকেশন্স

উৎসর্গ

মজিবুর রহমান মন্‌জু
শেখ আবুল কাশেম মিঠুন
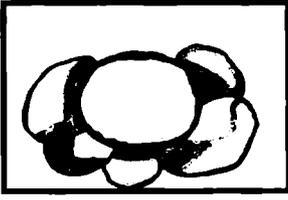
সুইডেনের পোর্টল্যান্ড- সমুদ্র উপকূল।

ইয়ানডাল কন্ডোলিসা কালো সানগ্লাস চোখে। ঠেস দিয়ে আছে আন্দালিবের পিঠে ।

দু'জনেই বসে আছে বিপরীত মুখী হয়ে।

প্লিজ, কথা বল। কন্ডোলিসা সুললিত কণ্ঠে বললো।

ইউ ফার্স্ট স্টার্ট তুমি বলো। আন্দালিব বললো।

তোমরা ইন্ডিয়ানরা লাইফ এনজয় বুঝ না।

আহ! কন্ডোলিসা আমরা 'ডার্ক' যুগ পেরিয়ে এসেছি।

হাউ প্লেড, সুইট।

'ডার্ক' যুগ বলতে কী বুঝ?

ধর- স্বাধীনতা, প্রেম, যৌনতা, যুবক-যুবতীর ফ্রি মুভিং্এর ব্যাপারে স্টিক কনট্রোল আর রিলিজিয়ন থিংকিং এ বরাবরই প্রাধান্য বুঝলে কন্ডোলিসা।

আচ্ছা, আমরা এখানে কেন এসেছি বলতে পারো? লাইফ এনজয় তাই না ?

আচ্ছা, তোমাদের দেশে কি যুবক-যুবতীদের জন্য আই মিন ইয়াংগ জেনারেশনের জন্য সেক্স এরিয়া রয়েছে?

নো, নো, কন্ডোলিসা ইট ইজ আউট অফ থিংকিং অফ আওয়ার ব্যাকডেটেড কান্ট্রিম্যান। তবে-

বল। স্মিত হেসে বললো কন্ডোলিসা।

তবে ইতস্তত: করছিলো আন্দালিব।

বল। ইস্ বল না! অভিনয়ের সুরে বললো ক্রনি।

হ্যাঁ, বলছিলাম আমাদের দেশে এ ব্যাপারে একটা জেনারেশন সৃষ্টি হচ্ছে -যেমন ধর আমি। আমি প্রগতিশীল ফ্যামেলির সন্তান। ইন্ডিয়ান ভূ-সংলগ্ন ক্ষুদ্র দেশ -বাংলাদেশ আমার জন্মভূমি। এদেশের ধান- নারিকেলের জেলা

-নোয়াখালী হলো আমার ড্যাডির আদি বাসস্থান। **আমার ফ্যামিলিতে** আম্মা আর আব্বা ছাড়া সবাই মডার্ন।

নিউক্যালি! বিস্ময় ভরা চাহনিতে জিজ্ঞেস করলো ক্রনি।

ইয়েস। নিউক্যালি আন্দালিব ক্রনির কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে বললো, **শ-শ- শ-** আই মিন- ওখানে আমার ফ্রেন্ড সেট্টারের বাড়ী।

প্লিজ, আমি বুঝতে পারছি তুমি সেট্টারের কথা বলছো। কিন্তু ওর নাম উচ্চারণ করবে না।

কন্ডোলিসা বললো, আমিও সাত্তারকে চিনি।

হোয়াট? উত্তেজিত হয়ে বললো ক্রনি।

কারণ-সে একজন কুখ্যাত সন্ত্রাসী।

তাই নাকী। আবাক হয়ে প্রশ্ন করলো ক্রনি।

হানড্রেড পারসেন্ট নিশ্চিত। আত্মবিশ্বাস ফুটে উঠলো যেন আন্দালিবের চোখে মুখে।

হ্যাঁ বল ক্রনি।

কিন্তু সেতো বিয়াডেড ম্যান, তাছাড়া টুপি মাথায় পরে, পাঞ্জাবী পায়জামা পরে। পাগড়ীও আছে, আইমিন সেট্টার একটি ধর্মীয় অনুভূতির নাম। আই অনার হিম। তাছাড়া তার মধ্যে কোন মৌলবাদী জীবাণু পাওয়া যায়নি। হি ইজ এন আইডোলজিকেল বয়।

ক্রনি আর আন্দালিবের আলাপ চলছিল। এরি মধ্যে লরেন এইচ সোয়ার্ড ছুটে এলো। হন্ত দন্ত ভাব। উত্তেজিত চেহারায় হিংস্রতার মূর্তি। খুব জোরে চেঁচিয়ে লরেন বললো, আই কিল ইউ ক্রনি। এতোক্ষণ আমি খুঁজে খুঁজে হয়রান হয়ে পড়েছি। বলতে না বলতেই লরেন সজোরে ঝাঁকুনী দিল ক্রনির দু'হাত ধরে। চল, তোমাকে টাইম লস করতে কে বলেছে? সবাই তৈরী শুধু মাত্র তুমি বাকী।

সময় সকাল দশটা পেরিয়ে গেছে। পোর্টল্যান্ড আজ হাজার হাজার তরুণ-তরুণীদের পদচারণায় মুখরিত। উচ্ছল তারুণ্যে উপচে পড়া তরঙ্গে আপ্লুত সমুদ্রের অযুত বালুকা রাশি। দীপ্তিত সূর্য্য কিরণ। এখানে কোন নিয়ন্ত্রণ নেই। নেই কোন বন্ধন। বছরের নির্দিষ্ট সময়ে তরুণ-তরুণীরা ঝাকে ঝাকে এ সমুদ্র উপকূলে আসে। সঙ্গে করে নিয়ে আসে ফ্যামিলী প্লানিং এর উপায় উপকরণ ও

লাইফ এনজয়ের নানা পর্ণ ভিডিও ক্যাসেট ও পর্ণ ছবির নায়ক- নায়িকাদের অটোগ্রাফ।

সুইডেন সরকারের কিছু নিরাপত্তা পুলিশ ছাড়া গোটল্যান্ডে আর কোন নিরাপত্তা কর্মী নেই । অবশ্য প্রয়োজনও হয় না আইনের কড়াকড়ির। কেননা- এটা হলো উন্মুক্ত সেক্স এরিয়া। এখানে আইন হলো একজন উৎসাহী দর্শক মাত্র ; ধর্ম হলো অনর্থক কিছু বাণীর মধ্যযুগীয় ধারণা। তাই এখানে ধর্ম নেই, শিক্ষক নেই, চোখ রাঙ্গানো শাসক নেই, আব্বা -আম্মার নিয়ন্ত্রণ নেই; এখানে আছে পাশবিকতার অবিনাসী বিকার গ্রস্থতা, আছে জীবনের বন্ধন ছাড়ার লাখো বিদ্রোহের অসংখ্য লাফালাফি।

সব কয়টি 'লাভ কোচ' তরুন -তরুণীদের ঠাসা-ঠাসি করে নিয়ে এসেছে। অনেকেই লাফিয়ে নেমে পড়ছে। সমুদ্রের উত্তাল জলরাশির শিয়রে- যেখানে লাখো লাখো তরঙ্গ শিশু জন্ম নেয় আবার নিমিষে নিঃশেষ হয়ে যায়। কেউ চলে যায় উপকূলে অপেক্ষমান বিলাস বহুল স্প্রীডবোডে। অন্যরা চলে যায় পাইন আর ইউকেলিপটাসের ছায়াঘেরা খোলামেলা চত্বরে।

ক্রুনিকে এক রকম টেনে হেঁচড়ে লরেন নিয়ে আসে বিলাস তরী প্লাওয়ার কুইনে।

কিন্তু আন্দালিব! শত প্রগতিশীল হলেও সুদূর সুইডেনে আপন কর্তৃত্ব চলে না। যত সুন্দর করেই টাই পরা থাকনা কেন আন্দালিবের, যত আটসাট করে জিন্‌স প্যান্ট পরুক, যত স্টাইল করে ইংরেজী বলুক, যেমনি করে নিজকে প্রকাশ করুক। ইউরোপীয়রা - আন্দালিবদের অত সহজে ছাড় দেয় না। পার্টি অনুষ্ঠান, সেক্স এরিয়া, সূর্য স্নান, হানিমুন, নাট্যমঞ্চ, গেইমস্পট যেখানেই আন্দালিবের মত বাঙ্গালী প্রগতিশীলগণ যাবেনা কেন ইউরোপীয়দের অশ্রদ্ধা অবহেলা- পাবেই পাবে, আন্দালিব আর তার উত্তরসূরীগণ।

ক্রুনিকে জোর করে লরেন দখল করে নেয়, এটা যেন - নোয়াখালীর চর দখলের মত।

সন্দীপ হাতিয়ার সমুদ্র স্নাত সমতলের জমি ভূখণ্ডে 'মাইট ইজ রাইট' চলে। সেখানে ভদ্রতা অচল, শালীনতা বিসর্জিত, মানবতা লাঞ্ছিত। সুইডেনের গোটল্যান্ড উপকূলেও তাই। তবে ভূখণ্ড দখলের লড়াই নেই। এখানে যে লড়াই তা আদিম মাদকতার লড়াই, বর্বর পাশবিকতার বিশ্রি অন্তঃদ্বন্দ্ব; যৌবন আর

জীবনের অসভ্য মাতলামী, মানবতার করুণ আর্তনাদ, নারীত্বের অসহায় পরাজয় বরণ। প্রেমের অকথ্য ভরাডুবি- দেহের নির্লজ্জ আষ্ফালন।

চুপ-চাপ বসে আছে আন্দালিব। মনে মনে লরেনের উপর মানবীয় আক্রোশ ঝাড়ে; প্রতিশোধের অংক কষে, মনের সাথে শলাপরামর্শে আন্দোলিব হয়ে উঠে কখনো আন্দালিবের উড়তি যৌবনের জৌলুসবিলাস্ তরী- 'ফ্লাওয়ার কুইনে' প্রশান্তি আর লরেনের খোলা নৃত্যের তালে তালে সমুদ্রের মাঝেও যেন নৃত্যের নেশা জাগে। লরেন আর ব্রুনি নেচে নেচে গেয়ে যাচ্ছিল-

ইউ লাইক স্প্রি: কাক্কো

ও ও ব্রারবো। ও ও ও ব্রারবো।

আই লাইক ইউ বাই মাই হার্ট

আহ্! আহ্! প্লিজ ডেন্স বাট....।

আন্দালিব তীরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে লরেন আর ব্রুনির নৃত্য দেখছিলো।

আর হাত নেড়ে নাচার ষ্টাইল প্রদর্শন করে বলতে থাকে -প্লিজ গিভ মি চাক, ব্রুনি প্লিজ আই ওয়ান্টটু টেইক পার্ট টু ইউ।

কিন্তু ওরা নেচেই যাচ্ছে।
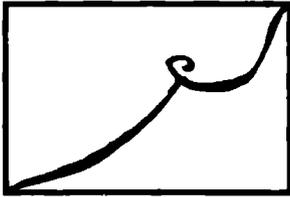
আর্কিটেক্চারে পি .এইচ. ডি করতে যায় আন্দালিব সুইডেনে। পি. এইচ. ডি শেষ করে সুইডেনের এক প্রাইভেট কোম্পানীতে বিশ হাজার ডলারের চাকরী নেয়। দীর্ঘ দশ বছর আন্দালিব সুইডেনে বসবাস করছে। আন্দালিবের আব্বা বেঁচে নেই। মা মিসেস সোহেলী রহমান একটা টাইটেল মহিলা মাদ্রাসার অধ্যক্ষা। একমাত্র সন্তান আন্দালিব। কিন্তু বিদেশে পাড়ি দেওয়ার পর থেকে আন্দালিব দেশকে ভুলে যায়। আন্দালিবের আব্বা ছিলেন কোটিপতি। সেই অর্থ প্রাচুর্য আন্দালিবকে মাতাল করে দেয়, ভুলে যায় মা, মাতৃভূমি আর আপন ধর্মকে।

এমনকি আইরিনকেও।

দু'বছর আগে টেলিফোনের মাধ্যমে বিয়ে হয় আন্দালিব আর আইরিনের। মা সোহেলী রহমানের একান্ত ইচ্ছায়।

আইরিনের পিতা এস আলম খান সদ্য প্রতিষ্ঠিত শিল্পপতি। কিন্তু আইরিন ব্যতিক্রমধর্মী মনের অধিকারিনী। পিতার অর্থ প্রাচুর্যে তার কোন আগ্রহ নেই। পদার্থ বিজ্ঞানে এম.এস.সি আইরিন একটা গবেষণাগার প্রতিষ্ঠা করেছে। গবেষণাগারের সে নির্বাহী পরিচালক। ৫১জন তরুণ-তরুণী বিজ্ঞানী, ১৪জন গবেষক, ৫জন স্কিপ্ট লেখক, ৮জন অফিস কর্মী আর দ্বিতল একটা সুরম্য পাকা দালান -এ হলো আইরিনের জীবনের স্বপ্ন। আইরিনের গবেষণাগারটির নাম হলো, 'কুরআনিক থট এন্ড সাইন্টিফিক রিসার্চ সেন্টার' সংক্ষেপে কে. টি . আর.এস।

গবেষণাগারটি পরিসরে ক্ষুদ্র হলেও অল্প কয় দিনে অত্যন্ত জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। পাঁচ বছরের স্বল্প সময়ে প্রতিষ্ঠানটি অনেক অসম্ভব কাজ সম্পন্ন করেছে। কাজের একটা খতিয়ান :-

১ম বছর:-*দেশের তিনজন শীর্ষস্থানীয় পদার্থ বিজ্ঞানীকে পুরস্কার ও সম্বর্ধনা প্রদান।

* তরুণ বিজ্ঞানীদের একটি দল গঠন। যাতে রয়েছে ১০জন তরুণ বিজ্ঞানী।

* বিজ্ঞান মেলার আয়োজন।

* নিউ প্রজেক্ট গ্রহণ ইত্যাদি।

২য় বছর:-*পদার্থ বিজ্ঞান বিষয়ক কুরানিক ধারণা সম্বলিত পুস্তক প্রণয়ন ও প্রকাশ।

* মাসিক বিজ্ঞান পত্রিকা দি আর্থ এন্ড ইউনিভার্স' প্রকাশ।

* নবীন মহিলা বিজ্ঞানীদের দল গঠন। এতে ৫০জন ক্ষুদে মহিলা বিজ্ঞানী সদস্যা হিসাবে রয়েছেন।

* গ্রামে গ্রামে বিজ্ঞান ক্লাব গঠন ।

এভাবে অপর তিনটি বছরের অগ্রগতিও অবিশ্বাস্য হারে বেড়ে গিয়েছিল। মুসলিম বিশ্বে বিজ্ঞান চর্চার নেটওয়ার্ক তৈরি করাই আইরিনের এ পরিকল্পনার উদ্দেশ্য।

বিয়েতে আইরিনের মোটেই আগ্রহ ছিল না। তবু পিতার ইচ্ছায় সে সম্মতি দিয়েছে। পিতাকে নারাজ করা কোনভাবেই সম্ভব ছিল না আইরিনের। কারণ আইরিনের জীবনের স্বপ্ন গবেষণাগারটির অর্থ তার আব্বা এস আলম খানই সরবরাহ করেছিল। এ প্রকল্পে তার খরচ হয়েছিল ১ কোটি ২০ লাখ টাকা।

আন্দালিব চেয়েছিল আইরিনকে সুইডেন নিতে। কিন্তু আইরিন রাজী হয়নি। তার স্বপ্নের গবেষণাগার ছেড়ে সে কোথাও যাবে না। এমনকি ঘর থেকেও না। শেষটায় আন্দালিব জিদ ধরেছে। টেলিফোনে ধমক দিয়েছে, আমি তোমাকে ডিভোর্স করবো। তাছাড়া তুমি নাকি মৌলবাদীদের বিজ্ঞানী কুরআনের কনভেনর।

আন্দালিব একটা ইহুদী ডাটা কালেকশন প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে আইরিনের নাম জানতে পারে। ঐ প্রতিষ্ঠানে মৌলবাদী দর্শনে বিশ্বাসী বিশেষ ব্যক্তিদের বায়োডাটা সংগ্রহ করে তা ইউরোপের বিভিন্ন দেশে প্রকাশ করে। উদ্দেশ্য আদর্শ অনুভূতিশীল সংস্থাগুলোকে সাইজ করা।

আন্দালিব আর আইরিনের এমন কষা-কষিতে সোহেলী বেগম ভীষণ আঘাত পান। একটামাত্র সন্তান আন্দালিব। দেশের মেয়েকে ঘরে এনেছেন শুধু পোষ মানানোর জন্য। আর আন্দালিবকে ঘরমুখী করার উদ্দেশ্যে। তাছাড়া আইরিন শান্ত, ধীর-স্থির, পরিশ্রমী, প্রতিভাময়ী ও অসম্ভব ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মেয়ে। তার খ্যাতি দেশ ছাড়া বহির্বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে, কিন্তু সোহেলী রহমান কি এদের সুখ দেখে যেতে পারবেন? আন্দালিবের সুখময় জীবন দেখে তৃপ্ত হবেন না? নাকি সোহেলী রহমানের এ আশা অপূর্ণ থেকে যায় আল্লাহ্ তা ভাল জানেন।

অফিসের কাজ-কর্ম সেরে আপন মনে সাহিত্য পত্রিকা পড়ছিলো। এমন সময় সোহেলী রহমান রুমে এসে ঢুকলো। বোরকা গায়ে। পুরু কাঁচের চশমা পরা। চশমার ভিতর যে দুটো চোখ রয়েছে তাতে যেন কি হারানোর অভিব্যক্তি। কী এক ব্যথার কষ্টকর যন্ত্রণা।

আইরিন সালাম করলো, আসসালামু আলাইকুম। আম্মাজান ভাল আছেন? বলেই চেয়ার থেকে উঠে বসতে দিল শাশুড়ীকে। আইরিনের আচরণে অবিশ্বাস্য শ্রদ্ধা-প্রকাশ পাচ্ছিল। কলিং বেল টিপে পিয়নকে ফ্যানের সুইচ দিতে বললো। অত্যন্ত বিনীতভাবে বললো, কি খাবেন আম্মাজান? আমি কিছু খেদমত করতে

চাই। যদি আপনার অনুমতি পাই মুখ তুলে শাশুড়ির পরবর্তী কথার অপেক্ষায় রইলো আইরিন।

না, মা- আমি আপাততঃ কিছু খাচ্ছি না। আমি খুব ক্লান্ত। তাছাড়া কয়দিন ধরে মনের অবস্থা কী যে হলো আন্দালিবের কথা মনে পড়তেই--- আর বললেন না। কিছুক্ষণ চুপ থেকে আবার বললেন, তোমার সাথে আমার জরুরী আলাপ আছে তাই এলাম মা। তোমার কি সময় হবে?

বলুন। শান্ত স্বরে আইরিনের অপেক্ষা।

হ্যাঁ মা বলছি। আন্দালিব তোমাকে ফোন করে? মাঝে মাঝে তোমাকে লেখে? আমার তো মনে হয় ঐ হতচ্ছাড়া তোমার মত মেয়েকে বুঝতে পারেনি। কি বল মা তোমার খোঁজ নেয় আন্দালিব।

ধরেন মাঝে মাঝে, অন্য মনস্ক হয়ে বলে আইরিন।

সেই প্রকাশের মধ্যে বিরক্তি, তিক্ততা, অবজ্ঞা এবং ঘৃণার চরম বহিঃপ্রকাশ। আইরিনের সমগ্র চেহারা সেই অনুভূতির সাক্ষী।

তুমি লেখ তাকে? আদর মাখিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন মিসেস সোহেলী রহমান।

কেন আম্মাজান এ প্রশ্ন? আমাকে এ প্রশ্ন না করে আন্দালিবকে করতে পারতেন। তার কাছে আমি কতটুকু প্রয়োজন এতো আমার ব্যাপার নয়।

মানে তোমার তো কর্তব্যবোধ থাকা উচিত। দু'জন মিলে জীবন। দু'জনেরই সদ ইচ্ছা রহমতের প্রকাশ। তাছাড়া তুমিতো সচেতন, বুদ্ধিমতী মেয়ে। তোমার ব্যাপারে আমার নিশ্চিত আস্থা রয়েছে। তুমি আমার বিপথগামী আন্দালিবকে সুস্থ করতে পারবে। তাই তো লেখার কথাটা তুললাম।

জ্বীনা। আমি লিখি না। আর লিখার প্রয়োজনও মনে করি না। আন্দালিব বর্তমানে পুরোপুরি হেরার রশ্মি দেখেও অস্বীকার করেন।

প্রচণ্ড উত্তেজিত হয়ে ঝড়ের গতিতে কণ্ঠ কেঁপে উঠল সোহেলী রহমানের, কি? এমন স্পর্ধা তার! একটু নীরব থেকে আবার বললো, একারণেই তুমি লিখছো না তাই তো?

হ্যাঁ, তবে আরো কারণ আছে। কিন্তু আমি আপনার কাছে পারসোনাল লাইফ সম্পর্কে বলতে পারি?

হ্যাঁ, তা পারো, মা–কারণ আলোকিত বাণী মায়ের পরে শাশুড়ীর স্থান। সেকেণ্ড মাদার বলতে পারো শাশুড়ীকে। তাছাড়া আমি তো তোমাকে বেশ স্নেহ, মহব্বত করি মা। তুমি নির্দ্বিধায় বলতে পারো। আমি জানতাম না আন্দালিব একটা অন্ধ সুড়ঙ্গে প্রবেশ করছে। আমি জানতাম না আমার আন্দালিব হেরার রশ্মি দেখেও অন্ধত্বে বেঁচে থাকতে চায়।

আপনি কি মাইণ্ড করবেন–আম্মা? তাহলে আমি আরো একটু বলবো। নম্র, সম্মানের স্বভাবে উপস্থাপন করলো আইরিন।

নারে মা, কখনো মাইণ্ড করবো না। তুমি বল। আমাকে ভাল করে জেনেই তো সিদ্ধান্ত নিতে হবে। নয়তো ঐ কুলাঙ্গারকে ত্যাজ্য করে দিতে পারি।

আপনার ছেলে অন্ধত্ব, কর্দমাক্তের জলাশয়ের মাঝে বসবাস করছে। অথচ আপনি ভালো করে জানেন, আমি এই থেকে সম্পূর্ণ বিপরীত। তাছাড়া সত্যকে সত্য বলে বিশ্বাস করি, স্বীকৃতি দেই। এই বিশ্বাস হৃদয়ে লালন করি, এই বিশ্বাসে শ্বাশত বোধ আছে।

বল। বল মা। কোন সংকোচ করো না। অভয় দিয়ে বললেও কী যেন কেন সোহেলী রহমানের চোখে অশ্রু নেমে আসছে।

দেখুন আম্মা, কুরআনে বলা হয়েছে– "হে নবী! আপনার স্ত্রীগণ, কণ্যাগণ ও ঈমানদার নারীদের বলে দিন তারা যেন নিজেদের চাদরের আঁচল ঝুলিয়ে দেয়। এটা অধিক উত্তম রীতি যেন তাদের চিনতে পারা যায়। ফলে তাদেরকে উত্যক্ত করা হবে না। প্রভু ক্ষমাশীল পরম দয়ালু।" পড়া শেষ হতে না হতেই দু'ফোটা চোখের পানি গড়িয়ে পড়লো আইরিনের চোখ যুগল থেকে। সাথে সাথে চেহারায় ফুটে উঠলো একটা অজানা বেদনার ছায়া। অবাঞ্ছিত একটা ঘৃণার তরঙ্গ প্রবাহিত হয়ে গেল আইরিনের হৃদয় সমুদ্রের উপকূলে।

মা তুমি কাঁদছো! সোনামণি মা আমার। সোহাগে জড়িয়ে ধরলেন সোহেলী রহমান। তুমি আমার মুখের দিকে চেয়ে দেখ মা– তোমার কি একটুও দরদ লাগে না। আমি যে তোমার একমাত্র শুভাকাঙ্খী মায়ের মত। কতদিন তোমার জন্য আমি হাত তুলেছি দয়াময়ের কাছে- "হে আল্লাহ! এ মেয়েকে তুমি আমার পুত্রবধু হিসেবে কবুল কর।" আল্লাহ তা কবুল করেছেন। কত অপূর্ব নেয়ামত তোমার মত মেয়ে পাওয়া! তুমি কাঁন্না বন্ধ কর মা আইরিন।

মাথায় হাত বুলিয়ে সোহেলী রহমান বললেন, এবার বল মা কাঁদলে কেন? কী দুঃখ আন্দালিব তোমাকে দিয়েছে। কেন তুমি এমনভাবে ভেঙ্গে পড়ছো?

আইরিন আবার ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। চোখের পানি মুছে দিচ্ছে সোহেলী রহমান। কিছুক্ষণ পর সোকেচ থেকে একটা এ্যালবাম বের করে শাশুড়ী সোহেলী রহমানের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললো, দেখুন আপনার ছেলের কাণ্ড। এ এ্যালবাম ও আমার জন্য পাঠিয়েছে। মানুষ কি পশুর পালে বসবাস করবে? একি অসভ্যতা! বলেই হু হু করে কেঁদে দেয় আইরিন আর বলতে থাকে– না, আম্মা আমি কিছুতেই তা সহ্য করবো না। আমি তার মুখ দেখতে চাই না। এতো রুচীহীন! আপনার মত একজন স্বনামধন্যা মহিলা আলেমার ঘরে এমন পাপিষ্ঠ মৌলবাদ! ছিঃ ছিঃ আমি লজ্জায় মরে যাচ্ছি। আম্মা আমার দু'চোখ ছিটকে বের হয়ে আসছে। প্লিজ আমার জীবন বরবাদ করবেন না।

সোহেলী রহমান তার ছেলে আন্দালিবের দেওয়া এ্যালবামটা খুলে খুলে দেখছেন। কিন্তু একি! সোহেলী রহমানের হাত কাঁপছে কেন! শরীরটা কাঁপুনী দিচ্ছে কেন? বড় কষ্টে তিনি নিজকে সামলিয়ে নিলেন। তারপর এ্যালবামটাকে আবার নিরীক্ষণ করে দেখতে লাগলেন। কি আশ্চর্য! এ্যালবামে আন্দালিব আর ব্রুনির যুগল ছবি। কোনটি পার্কে তোলা, কোনটি সমুদ্র সৈকতে। এভাবে হোটেল, ন্যাট্যমঞ্চ, বিউটি পার্লার, ক্লাব, ব্রুনিদের নিজস্ব ফ্লাট বাড়ী, খোলা আকাশে, ছাদে, ফ্লোরে সকল স্থানে আন্দালিব আর ব্রুনির ছবি। শুধু কি তাই, ছবিগুলো রুচিহীন, আদিম ও অসভ্য-সংস্কৃতির পরিচয় বহন করে।

সোহেলী রহমান এ্যালবামটি দূরে ছুড়ে ফেলে দেয়। বুকের ভিতর টেনে নেয় আইরিনকে। আর বলে, এসো মা-আমার বুকে এসো। আমি দুঃখিত তোমার জীবনের বড় ক্ষতি করে। মা আইরিন, তুমি আমাকে লজ্জা দিলে।

সত্যিই আম্মা, আমি তা চাইনি। কিন্তু আমি যদি আপনাকে এটা না দেখাতাম তাহলে হয়তো আমি হার্টফেল করে মরতাম।

এখন তোমার সিদ্ধান্ত? শান্ত অথচ অসহায় সুরে বললেন, মিসেস সোহেলী রহমান।

আমার সিদ্ধান্ত হলো, কান্না চেপে ধরে আইরিন! আমার সিদ্ধান্ত হলো, আমার পক্ষ থেকে, মানে ঢোক গিলে আবার বললো, আমার পক্ষ থেকে ডিভোর্স লেটার এতটুকু বলতেই আইরিনের পিতা রুমে প্রবেশ করতে করতে বললেন,

হ্যাঁ বেয়াইন সাহেবা, আমার মেয়ে তাই করবে। এ ছাড়া তার আর কিছু করার উপায় নেই। একটা বার্বারিয়ান এটি চুয়েটেড ছেলে- আমাকে দিলেন। আফ্সোস। আমি বিশ্বাস করতে পারছি না কি করে আপনি আমার একমাত্র মেয়ের জীবন নষ্ট করলেন। বসে পড়লেন- এস. আর খান।

তিনজনের মধ্যে পিন পতন নীরবতা। পাঁচ-সাত মিনিটে কারো থেকে কোন কথা বের হয়ে এলো না। শুধুই নীরবতা। সে নীরবতার ভাষাও নীরব। বাইরে ঝমাঝম বৃষ্টি। ইতিমধ্যে ঘড়ির কাটাও সময়কে নিয়ে যাচ্ছে কর্তব্যের বৃত্তে।

আইরিন কলিংবেল টিপলে পিয়ন কাশেম এসে সালাম জানালো। আইরিন নাস্তার অর্ডার দেয়। পিয়ন আদেশ পেয়ে দ্বিতীয় সালাম দিয়ে চলে যায়। হঠাৎ এক সময় নীরবতা ভেঙ্গে গেলো। মিসেস সোহেলী রহমান বললেন, বেয়াই সাহেব আমি বড় অসহায়। একমাত্র সন্তানকে আজ হারিয়ে ফেলতে যাচ্ছি।

পিয়ন এসে গেল। খবর দিল আইরিনকে, বিজ্ঞানী ইবনে সিনার মৃত্যু দিবস আজ, অনুষ্ঠানে যেতে হবে। আইরিন তা কেন হারাবেন বলুন? মিসেস সোহেলী রহমানকে আইরিনের আব্বুর প্রশ্ন। আবার বললো, আমি একমাত্র আপনার দীনদারী, ইসলামী জ্ঞান এবং কুরআন হাদীসের দক্ষতা দেখে আমার মেয়েকে ... কিন্তু এখন দেখছি আমার মেয়ের জীবন বরবাদ। একটা বন্য, বর্বর, একটা আদিম মানসিকতার ছেলে দিয়ে কি করবে আমার মেয়ে?

তা আমি স্বীকার করি বেয়াই সাহেব। আমাকে আর লজ্জা দিবেন না। আমি লজ্জিত এবং দুঃখিত। এমন সময় পিয়ন কাশেম এসে নাস্তা দিয়ে গেল। দশ বারো আইটেমের নাস্তা। সদ্য ফ্রিজ থেকে নেওয়া। সুঘ্রাণ বের হচ্ছে, আলাউদ্দিনের মিষ্টি থেকে।

নাস্তা খেতে খেতে মিসেস সোহেলী রহমান ও জনাব এস. আর খানের মধ্যে আলোচনা চলতে থাকলো দীর্ঘক্ষণ। সে আলোচনা ছিল আন্দালিব আর আইরিনের ভবিষ্যত নিয়ে। মিসেস সোহেলী রহমানের বক্তব্যে আবেগ ও মমত্ববোধ কাজ করছিল বেশী। অপর দিকে এস. আর. খানের বক্তব্যে রাগ আর যুক্তির মার প্যাচ প্রকাশ পাচ্ছিল তীব্রভাবে।

সত্যিই বলছো?
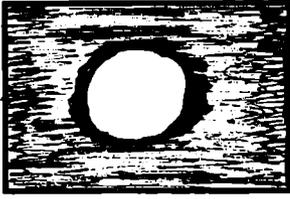
ইয়ান ডাল কন্ডোলিসা অবাক হয়ে প্রশ্ন করলো আন্দালিবকে। কন্ডোলিসার চোখে মুখে বিস্ময়ের ছাপ।

হ্যাঁ। সত্যিই তো! আমাদের সমাজে বর্তমানে মোল্লাদের আই মিন মৌলবাদীদের কোন স্থান নেই। তারা এখন মোস্টলী রিজেকটেড। মৌলবাদ শুনলেই আমাদের দেশের মানুষ দূর দূর করে তাড়িয়ে দেয়। এদের সামাজিক অস্তিত্ব বিপন্ন।

কিন্তু আমি তো দেখছি। মানে তোমাদের বাংলাদেশে।

বল। কুইকলী ছে।

তোমাদের দেশে মৌলবাদী দলগুলোর যে উত্থান-আমার ভীষণ ভয় হচ্ছে। বিশেষ করে বাংলাদেশে মৌলবাদী গ্রুপ খুব স্ট্রং। শুনলাম একজন বাম কবিকে সিলেটে যেতে দেয়া হয়নি। বি. বি. সি বলেছে মৌলবাদীরা নাকি হরতাল, গাড়ী ভাঙচুর, প্রতিরোধ আর দাঙ্গা-হাঙ্গামা করে প্রগতিশীল কবিকে সিলেটে উঠতেই দেয়নি।

হ্যাঁ। তবে এদের দিন ফুরিয়ে গেছে। বললো আন্দালিব।

তবুও আমার ভয় হয়? বললো কন্ডোলিসা।

প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আন্দালিব জানতে চাইল, কেন?

মৌলবাদীরা তো নারীদের বাক্স বন্দী করবে। স্বাধীনতা, প্রগতি, রুচি আর বিজ্ঞান এসব তো মানে এসব তো মুখ থুবড়ে পড়ে যাবে। সভ্যতার গতি রুদ্ধ হয়ে যাবে। বিশ্বে মুক্ত বুদ্ধি চর্চার কেউ থাকবে না।

আমরা ট্রাই করছি ওদের রুখে দেবার জন্য। আত্মবিশ্বাসী হয়ে আন্দালিব বললো। তাছাড়া এ ব্যাপারে বিদেশী হেল্পও আমরা পাবো।

তাই নাকি?

হ্যাঁ।

আচ্ছা আগামী কাল নাকি তোমরা আমাদের দেশে বাঙ্গালী উৎসব করছো। এ উৎসব কি ইন্ডিয়ানরা করে?

না- তা করে না।

আমি কি ইনভাইট পাবো? আবদারের সুরে বললো, কন্ডোলিসা।

অফকোর্স। তাছাড়া তুমি তো আই মিন- আমার মানে ইয়ে বুঝলে না কন্ডোলিসা।

আর বলতে হবে না, ক্রুনি তো তোমার জন্য আই মিন- ক্রুনি তোমাকে এনজয় করতে চায়। লিভ টুগেদারে ও রাজী। বুঝলে? তাহলে আমি কেটে পড়ি।

না-ক্রুনি ভিন্ন প্রকৃতির মেয়ে। আমার মনে হয় সে তার নারীত্বও হারায়নি। বড়ই চালাক, চতুর মেয়ে সে। তাছাড়া একটু আদর্শবাদী বলে মনে হয় তাকে। আমি বুঝি না ক্রুনি একটা ... সে এমন হলো কী করে। এমন সময় কোথা থেকে ক্রুনি ছুটে এলো। সাথে লরেনও রয়েছে। উভয়ের মাঝে তারুণ্যের চাপ যেন উপচে পড়ছে।

খোলামেলা সবুজ চত্বরে সবাই বসে পড়ে। ক্রুনি, আন্দালিব, লরেন ও কন্ডোলিসা। আকাশ মেঘলা। প্রকৃতি যেন খুব অসুখী। টিপ টিপ বৃষ্টি। সাথে হিমেল হাওয়ার মৃদু ইমেজ। আশে পাশের বৃক্ষলতায় শীত আগমনের ভীরুতা। রাস্তায় গাড়ী চলার শা-শা শব্দ। সামান্য দূরে কচি কচি বাচ্চাদের স্কুল ছুটির আনন্দ। প্রত্যেকেই সমস্বরে চিৎকার দিচ্ছে, হুররে! টুমরো আওয়ার স্কুল ইজ ক্লোজ। কেউ শীষ দেয়, কেউ নাচে, কেউ দৌড়ায়, কেউ বা মল্ল যুদ্ধে লিপ্ত হয়।

পোর্টল্যান্ডের উৎসব আর মাত্র সাতদিন বাকী। তারপর শেষ হয়ে যাবে। বন্যতার-ঘৃণ্য দৃশ্যাবলী। নিস্তেজ হয়ে আসবে তরুণ-তরুণীদের যৌবনের নিষিদ্ধ শয়তানীর অশ্লীল মুখরতা। অশালীন জীবনের অসভ্য ছায়াচিত্র। বাঁধনহারা জীবনের কল্লোলিত উচ্ছ্বাসের নিয়ন্ত্রণহীন মাতলামী। সব ফুরিয়ে যাবে। একাকী পড়ে থাকবে সুইডেনের পোর্টল্যান্ড সমুদ্র উপকূল। তীরে আছড়ে পড়বে সমুদ্রের লাখো কোটি তরঙ্গ।

লরেন আজও ক্রুনিকে কন্ট্রাক করেছে। আন্দালিব কন্ট্রাক না করলেও ক্রুনির চয়েস আন্দালিব। আজকের অনুষ্ঠান ভিন্নধর্মী। তা মানব চোখ বিশ্বাস করবে না। এ যেন পশু পালের উদ্যম যৌন বিলাস। মানুষের জীবনে এ যেন অমানুষের নগ্ন

আধিপত্য। ইউরোপীয় সভ্যতার কদর্য দৃশ্যাবলী। কিন্তু অবস্থাদৃষ্টে মনে হয় এদের জন্য এইডসই সেরা মলম।

সকল তরুণ-তরুণী বন্যতার রূপ ধারণ করে অশালীন পোশাক পরিধান করে অশ্লীল নৃত্য করে; বাজে শব্দের উচ্চারণে সঙ্গীত গেয়ে বন্ধন হারা হয়ে ওয়ান বিটুইন এনাদার- এই প্যাটার্নে পরস্পরকে গ্রহণ করবে। ফলে জীবন হয়ে যাবে পাশবিক তাড়নার চোরাগলি। এদের তাই প্রত্যেকের করতে হবে। আর এদের জন্য সমাজ ব্যবস্থায়ই সরবরাহ করবে বড় বড় ডাণ্ডা। রাখাল ছেলেদের হাতে যে লাঠি তা পশু পালের পাশবিকতা নিয়ন্ত্রণের জন্য। আর ইসলামের শরীয়াত চালু এদের জন্য উদ্যত বেত্রাঘাত। তাই এরা ইসলামকে ভয় পায়। এরা জানে ইসলাম আসলে এদের এ যৌন বিলাস কেয়ামত পর্যন্ত বন্ধ হয়ে যাবে। তাইতো ইউরোপে ইসলামতন্ত্র শুরু হয়েছে।

কন্ডোলিসা আন্দালিবকে বললো, ইয়াংগ বেংগালী, চল আমরা আগেই চলি। টেইক চান্স, ফিল এনজয় ড্রিঙ্ক অল, ইউগো- এগুগো দা বেস্ট বিউটি হল। গানের ছন্দে বললো, কন্ডোলিসা।

নো- লরেন বললো, একত্রে যাব। আমাকে কাউন্ট করবে না বুঝি? আমি তো তোমাদের সকলের।

ব্রুনি চুপ, কোন কথা সে বলছিল না। হঠাৎ প্রশ্ন করলো আন্দালিবকে, আচ্ছা, সেট্টার কি দেশে ফিরে গেছে? তাকে ইদানীং দেখছি না যে, না কোন নতুন শহরে ইসলাম প্রচার প্রসারে চলে গেল?

নো, উদাসীনভাবে হতাশ সুরে জবাব দিল আন্দালিব। তারপর বললো, দেশে যাবে কেন? তার কাজ তো ইউরোপে মৌলবাদী নেটওয়ার্ক চাঙ্গা করা। তোমার সাথে ইউরোপে চলে যাবে। তাছাড়া নতুন শহরেও যেতে পারে- কারণ সেট্টারতো ভবঘুরে, সন্যাসব্রতে বিশ্বাসী। তাছাড়া যারা দ্বীনের তাবলীগ করে এদের বৌ বাচ্ছা অন্যের সাথে চলে যায়, এমন একটা ধারণা আমাদের দেশে গ্রো হয়েছে।

কিন্তু সেট্টারের তো কোন বৌ বাচ্চা নেই। তার যাবে কে? কাকে সে হারাবে? মানে ব্রুনিকে হারাবে অট্টহাসি দিয়ে লরেন বললো।

কন্ডোলিসা বললো, ব্রুনি সাত্তার তো মধ্যযুগীয় আরবীয় বেদুইন। ইয়া লম্বা জোব্বা, ঘন জঙ্গলের মত দাঁড়ি কি বিশ্রী! হাতে লিটল স্টিক থাকে ওটাকে দিয়ে

নাকি দাঁতের ব্রাশ চলে। আমার মনে হয় ওটাকে দিয়ে দাঁতের বারোটা বাজানো হয়।

কণ্ডোলিসা ব্রুনিকে থামিয়ে বললো, কারো ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত দেওয়া তোমার উচিত হবে না 'তাছাড়া সেট্‌টারকে আমি দীর্ঘদিন ফলো করছি। শুচি শুভ্র জীবন। অবিশ্বাস্য ব্যক্তিত্ব, অভিনব আচরণ কিন্তু চোখ সেটটারকে এনজেলে পরিণত করেছে।

লরেন বললো, তবু ওরা মুসলিম। ওদের রক্তেই গোড়ামী! ওদের চিন্তাধারাই বিপদজনক ওরা প্রগতির শত্রু আধুনিকতার দুশমন।

কণ্ডোলিসা বললো, ইয়েস ইউ আর রাইট। মুসলিম শব্দটাই ফেনটিক। আমি ওদের হেইট করি। ওরা আমাদের যৌবন এনজয় করতে দেয় না। কি বিশ্রী।

আন্দালিব লাফিয়ে বললো, মুসলমানদের বাড়াবাড়িটা আমি একদম টলারেট করতে পারি না। অসহ্য অজু, রোজা, নামাজ, যত্‌ত সব– মানুষকে মধ্যযুগীয় ভাবধারায় নিয়ে যাওয়া ওদের কাজ। ওদের মধ্যে সংকীর্ণতা এতো বেশী যা অবিশ্বাস্য।

ব্রুনি বললো, যত কথাই বলো তোমাদের ক্ষুদ্র বাংলাদেশ সেকেণ্ড মক্কা, কত আলেম ওখানে! আমি ইরানী টিভি চ্যানেলের ইংরেজী অনুষ্ঠান শুনি। বাংলাদেশ তো ইসলামের পবিত্র ভূমি। শত শত আউলিয়াদের বিশ্রাম স্থল। কিন্তু আন্দালিব তুমি ভুল করছো।

তুমি কী করে জানলে? কন্ডোলিসা জানতে চাইলো। কন্ডোলিসার দৃষ্টিতে বিস্ময়তার ছাপ ফুটে উঠলো।

আমি সেট্‌টার থেকেও জেনেছি। আমার সাথে জার্নালীজমে সেট্‌টার পি. এইচ. ডি করেছে। আমি বাংলাদেশের কনডিশান জানি। উহু! ইসলামের কি শক্ত ঘাঁটি এদেশ! ভারত এদেশকে কখনো স্পেন -এ পরিণত করতে পারবে বলে আমার মনে হয় না। যদিও নাটকের প্লট তৈরী করে এবং শান্তি বাহিনীকে উস্কানী দিয়ে ফারাক্কা সমস্যা সৃষ্টি করে এবং ট্রানজিট মাধ্যমে কোটি কোটি বাংলাদেশীকে মারার কৌশল করছে।

ব্রুনি তুমি এত জানলে কী করে? আন্দালিবের জিজ্ঞাসা।

বললাম তো সেট্টার বলেছে। আর ইরানী টিভি চ্যানেল থেকে জেনেছি। বিরক্ত হয়ে বললো, ক্রুনি।

ওহ! মৌলবাদী সন্ত্রাসীদের কাজটাই হচ্ছে ওটা। না হয় স্বাধীনতা যুদ্ধে ভাতৃপ্রতীম বন্ধু ভারতের নামে অপবাদ। এ সুস্পষ্ট গীবত। অথচ সূরা মাউনে আল্লাহ্ গীবতকে হারাম বলেছেন। বুঝলে ক্রুনি? কিছু কিছু হলেও কুরআন জানি।

একি বলছো আন্দালিব। কুরআন-হাদীস সম্পর্কে তোমার কোন জ্ঞান নেই। আমি তোমাদের আল-কুরআন অধ্যয়ন করেছি। হাদীস গবেষণা করেছি। সূরা ফাতিহা থেকে ফীল পর্যন্ত অর্থসহ মুখস্থ পারি। কিন্তু সূরা মাউনে গীবতের কথা কোথাও নেই। তুমি মিথ্যা বলছো। আমি তাফসীর কুরআন অধ্যয়ন করেছি। কিন্তু তোমার এত দুর্ভাগ্য আন্দালিব।

ক্রুনি বাড়াবাড়ি করছো কেন ঐ যে ছোট কালে মুন্সির কাছে আলিফ,বা, তা পড়েছি আর কিছুই তো জানি না। আমার মনে হয় এ তিনটি শব্দই কুরআন; এর বাইরে আমি আর চিন্তা করতে পারি না।

গিভ আপ। লরেন বললো।

ক্রুনি তো দেখছি মৌলবাদ চর্চা করে। মৌলবাদের আগোগোড়া সব জানে। তাছাড়া ডেনজার ম্যান ইসলামের অপব্যাখ্যা কারী মৌলবাদীর বই পড়েছে। মৌলবাদীর বই পড়লে সন্ত্রাসী হয়ে যাবে বুঝলে ক্রুনি। হেসে বললো কণ্ডোলিসা।

দেখ কন্ডোলিসা, আমরা ইউরোপীয়রা ইসলাম বলতেই মৌলবাদ বুঝি। কিন্তু এটা ভুল ধারণা। তাছাড়া মুসলিম নেতৃবৃন্দকে ভুল বুঝি। জানো বেশ কিছু মুসলিম আলেম তৈরি হয়েছে যাদের মতো প্রতিভা আমাদের ইউরোপে নেই বললে চলে। আমাদের ইউরোপীয় নেতারা ভোগবাদী আর মুসলিম ধর্মীয় নেতারা আদর্শবাদী হতে শিক্ষা দেয়। দেখবে হয়তো সারা ইউরোপ একদিন মুসলিম দর্শন লুপে নেবে।

আন্দালিব বললো, তোমার ধারণা পুরোপুরি ঠিক নয় ক্রুনি। তাসলিমা নাসরীনের মত প্রগতিশীল লেখিকা আজ তোমাদের দেশে নির্বাসিত জীবন যাপন করছে। এটাই তো মৌলবাদের জঘন্য রূপ। তাছাড়া মৌলবাদ মানেই সন্ত্রাসী, মৌলবাদ মানে উগ্রতা। বুঝালে ক্রুনি।

ইয়েস চারমিং এক্সজাম্পল। কন্ডোলিসা বললো।

দেখ আন্দালিব, তাসলিমার “লজ্জা” আমি পড়েছি। তাছাড়া ইণ্ডিয়ার বোম্বাই থেকে প্রকাশিত “সণ্ডি” পত্রিকার সাথে তাসলিমার সাক্ষাৎকারও পড়ে দেখেছি। এটা একটা আত্ম বিকারগ্রস্থ্ নারীর স্বধর্মের প্রতি প্রতিহিংসা ছাড়া আর কিছু নয়। কোন পাণ্ডিত্য সাহিত্য বোধ ও মননশীলতা তার সাহিত্যে অনুপস্থিত। তাছাড়া একটা পুরুষ বিদ্বেষী ভাব তার সাহিত্যে রয়েছে। সে মানব মানবীয় নেগেটিভ ও অবাঞ্চিত ফ্যক্টরগুলো উচকে দিয়েছে। এটা ভাল সাহিত্যিকের লক্ষণ নয়।

আন্দালিব বললো, তবু তাসলিমা জনপ্রিয় লেখিকা। তার বই বেস্ট সেলারের তালিকায় রয়েছে। এ জনপ্রিয়তা ইন্ডিয়ান পত্রিকার উদ্দেশ্যমূলক প্রচারণায় হাসিল করেছে। এটা কোন তাসলিমার মেধার স্বীকৃতি নয়। বরং ভাড়াটে একটা নারীর কষ্টকর খাটুনীর পারিশ্রমিক মাত্র। তাছাড়া ভারতীয় বাম পত্রিকাগুলোও কভার দিয়েছে। এমনকি বিজেপি তাসলিমাকে দিয়ে এ বই লিখিয়েছে।

আন্দালিব চুপ হয়ে কথাগুলো শুনলো। মনে হয় যেন তাসলিমাকে আশ্রয় দানকারী দেশ সুইডেনের অধিবাসী ব্রুনির বক্তব্যই তার জন্য যথেষ্ট। অবশ্য অনেক লোক সাধারণ কথা সহজে বুঝে না তাদের আঙ্গুলের ইশারা। হাতে ধাক্কা, চোখের ভঙ্গি এবং কথার ভাব চোখে আঙ্গুল দিয়ে বুঝাতে হয়। তবুও ওরা বুঝে না। অবশ্য আন্দালিবের মত মুসলমানরা “সত্য” কে সহজে বুঝবেও না আর বুঝলেও মানবে না আর মানলেও রীতিমত আমল করবে না। তাই কালামে পাকে আল্লাহ বলেন, ছুম্মুন বুকমুন, উম্ইউন ফাহুম লা-ইয়ারজিউন।

চল অনুষ্ঠানে। লরেন ঘড়ি দেখিয়ে বললো।

হ্যাঁ, চল। সবাই একসাথে বললো ।

“ওয়ান বিটুইন এনাদার” অনুষ্ঠান শুরু। কি এক উচ্ছল মানবীয় আর্তচিৎকার , কি বিশ্রী চেতনার নগ্নরূপ। সে কি ভয়ানক বন্যতা। এ যেন পোর্টল্যান্ড উপকূলে মানুষের স্বাধীনতা আর প্রগতির ন্যাটানুষ্ঠান। এখানে সবই সম্ভব! যার যা ইচ্ছা। কিন্তু এ উপকূলে একটি ও অশিক্ষিত নারী পুরুষ আছে বলে মনে হয় না। তরুণ-তরুণীরাই যৌবনের উন্মত্ত ভাবাবেগের অন্ধ শিকার। শুধু সুইডেনে কেন সমগ্র ইউরোপে আজ নারী স্বাধীনতার নামে নারী উপভোগের কি অপূর্ব বাজার বসেছে, পোর্টল্যান্ডের সমুদ্র উপকূল এর সাক্ষী। কিন্তু আজকের নারী সমাজের সহজে ইউরোপকে বরণ করা উচিৎ নয়; কেননা ইউরোপ নারীদের দেহ অপবিত্র করছে। মন দখল করছে, মর্যাদা ভূলুণ্ঠিত

করছে, শালীনতা নস্যাৎ করছে, নারীত্বের আবরণকে উন্মুক্ত করছে। নারীদের রূপের ফেরী করছে। নারী বেচাকেনার দোকান খুলেছে। সেই দোকানে নারীরা অসহায় দোকানী। আর ইউরোপ হলো, দুর্ধর্ষ-খরিদ্দার। তোষামোদ জানে, আদর জানে । কলাকৌশল জানে এবং নারীর স্বাধীনতার মেলা গান জানে, এদের ফাঁদে পা দিয়েছে আজকের নারীরা। মুসলিম মেয়েরাও সেদিকে ধাবিত হয়েছে। হয়রান হয়ে পড়ছে যুবক-যুবতীরা।

হয়রান হবে না কেন! এখানে কোন সুইচ নেই, নেই কোন রিমোট কন্ট্রোল। বরং যা আছে তা পাশবিকতার দাহনিক শক্তি বাড়ায়, মানবীয় ইন্দ্রিয়ের বিদ্রোহী সুরের ঝংকার তোলে- অবাধ, বন্ধনহীন, শাসন বহির্ভূত জীবনের দীক্ষা দেয়। কিন্তু এরা কারা! এরা সেই যৌবনের প্রতীক, যারা সুইডেনকে নেতৃত্ব দেবে। তাই তো এ জাতি বাংলাদেশের কলগার্ল হোমো সেক্সয়েলিটির প্রবক্তা। ডগএমব্রেসিং এর একনিষ্ঠ সমর্থক এবং নারীবাদী এবং পুরুষ বিদ্বেষী লেখিকা তাসলিমাকে আশ্রয় দিয়েছে।

বড়ই বিচিত্র দুনিয়া! এখানে ভাল কেউ বুঝে না। ভালর প্রতি মানুষের তীব্র আক্রোশ থাকে। কিন্তু মন্দ মানুষের কতই আপন! জীবনের শুরু যে দেখেনি যার কাছে সৃষ্টির ক্যাটালগ নেই যার বুদ্ধি সীমিত তা কি করে মানবীয় ইতিহাসের সাক্ষী হতে পারে? ইতিহাসের রূপকার একমাত্র মহান আল্লাহ্ জ্ঞান ও প্রজ্ঞার উৎস- একমাত্র সেই কালজয়ী চিরঞ্জীব সত্তা যার কুদরতী তদারকীতে চলছে বিশ্বলোক।

জনা পঞ্চাশ তরুণ -তরুণী। নেচে গেয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। কেউ হেলান দিয়ে ঘাসের উপর শুয়ে আছে। কেউবা হাঁটুতে মাথা গুজে নীরবে জমিন মুখী হয়ে আছে। আবার কেউ ফিস্ ফিসিয়ে কথা বলছে পাশের সেক্স কলিকের সাথে। এ যেন খেলার মাঠ একটা নিরীহ চামড়ার ফুটবল ঘুরে ঘুরে আনন্দ দিচ্ছে দর্শককে । কিন্তু দর্শক চলে যায় বলটার খবর আর কেউ রাখে না। একটা ছোট্ট জায়গায় বলটা পড়ে থাকে। কেউ বলের সুনাম করে না। সবাই খেলোয়াড়ের হাত পায়ের সুনাম করে। সুটের সুনাম করে, কেচিং এর কথা বলে। পোর্টল্যান্ডের তরুণ- তরুণীরাও সমুদ্রের উপকূলের খবর নেবে না। ওরা চলে গেলে একা পড়ে থাকবে সমুদ্র উপকূল। কিন্তু এ ভুখণ্ড একদিন সাক্ষী দেবে মহান আল্লাহ তা'য়ালার কাছে এদের এ পাশবিক মাদকতার ব্যাপারে। তাই

আল্লাহ কুরআনে বলেন " অ আলক্কাত মাফিহা অতাখাল্লাত" আর্থাৎ এবং যা কিছু এর ভিতরে আছে তা বাইরে ফেলে দিয়ে সে খালাস হয়ে যাবে।

শ্বেত-শুভ্র পোশাক পরিহিত শুশ্রুমণ্ডিত ত্রিবিশোধ এক আবির্ভাব হলো। মাথায় টুপি। হাতে তজবি। সাথে চার পাঁচজন সফর সঙ্গী। তারাও একই পোষাকে সুসজ্জিত।

আগন্তুককে দেখে তরুণ-তরুণীদের অনেকেই বিস্মিত হয়ে গেল। কেউ শোয়া থেকে উঠে বসে গেল। এমন কি কেউ 'স্বপ্নবাস' টেনে টুনে বৃথা চেষ্টা চালিয়ে আগন্তুকের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করলো। আগন্তুক ঐ তরু-.-তরুণীদের উদ্দেশ্যে একটা সংক্ষিপ্ত তাৎপর্যপূর্ণ যুক্তিধর্মী বক্তৃতা দিতে শুরু করলেন। আলহামদুলিল্লাহ, আছছালাতু আচ্ছালামু আলা সাইয়্যেদুল মুরসালিন! প্রিয় তরুণ-তরুণী ভাইবোনেরা, শুভ সকাল জানাচ্ছি। এটা খুব আশ্চর্যের কথা যে, আমি কেন এখানে এলাম! আমি আমার সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহ্ তায়ালার ইচ্ছায় এখানে এসেছি। প্রিয় ভাই-বোনেরা, আপনাদের পরিচয় মানুষ। এ মানুষ হলো সৃষ্টির সেরা। এদের চিন্তা, সংস্কৃতি এবং জীবনবোধ পশুদের থেকে আলাদা। আল্লাহ ঘোষণা করেছেন, ইন্নি জায়িলুন ফীল আরদি খালিফা। বস্তুতঃ আমরা সবাই আল্লাহর প্রতিনিধি। আমাদের তাই অনেক কাজ করতে হবে। কাজের মধ্যে আমাদের জীবনের ২টি স্তরকে দেখতে হবে। ১টি বীজ বপনের জীবন , অন্যটি উপভোগের জীবন। বীজ বপন করতে হবে ইহকালে আর ফল ভোগ করবেন পরকালে। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, আল্লাযিনা ইউমিনুনা বিমা উনযিলা ইলাইকা ওমা উনযিলা মিন কাবলিকা ওয়াবিল আখিরাতি হুম ইউকিনূন। অর্থাৎ "যারা বিশ্বাস করে সেসব বিষয়ের প্রতি যা কিছু তোমার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে এবং তোমার পূর্ববর্তীদের উপর অবতীর্ণ হয়েছে। আর আখেরাতকে যারা নিশ্চিতরূপে বিশ্বাস করে।"

প্রিয় ভাই-বোনেরা! এ জীবন চিরস্থায়ী নয়। এখানে জীবনের নিশ্চয়তা নেই। কিন্তু সময়ের সমুদ্রে আমরা সবাই মহা জাগতিক ঘূর্ণনের অনিশ্চয়তার যাত্রী। বস্তু বলুন আর প্রাণীর জীবন বলুন সবকিছু এখানে একাকার। শেষ পরিণতি একটা আছে। যা আমাদের জীবনের ভালো মন্দ প্রতিফলিত করবে। আজ আপনারা এখানে আছেন কাল এখানে থাকবেন না। পৃথিবীর যাত্রা বিরতি

তাই। এটা একটা ফিলিংস্টেশন। একটা গাড়ী তেল নিতে ফিলিংস্টেশনে যে কয় মিনিট থামে আমাদের জীবনের হিসাবও হুবহু তাই।

প্রিয় শুভার্থীবৃন্দ, আমাদের প্রিয় নবীজী (সঃ) বলেছেন, "বুনিয়াল ইসলামু আলা খামছিন শাহাদাতু আন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু ওয়া ইকামাছ ছালাতা ওয়াইতা আয যাকাতা-ওয়াল হাজ্জি ওয়া সাওমি রামাদান," অর্থাৎ ৫টি জিনিষের উপর ইসলামের ভিত্তি স্থাপন করা হয়েছে- আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই। মুহাম্মাদ (সঃ) তার বান্দা ও রাসূল এই কথা সাক্ষ্য দেওয়া, নামায কায়েম করা, যাকাত দেওয়া, হজ্জ করা ও রমযানের রোজা রাখা।

তাই আমি আপনাদের ইসলাম ধর্মের প্রতি দাওয়াত দিচ্ছি। আল্লাহ তায়ালার দ্বীনের দিকে আহবান করছি। রাসূল (সাঃ)-এর সুন্নাহর প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আসুন জীবনের নাজাতের পথে। আমীন! আল্লাহ আপনাদের কবুল করুন। আমীন!

এমন সময় একজন যুবতী হাত তুলে বললো-আই ওয়ান্ট টু বি এ মুসলিম। প্লিজ আমাকে তোমাদের মন্ত্র পাঠ করাও আমি পূর্বে ইসলাম স্টাডি করেছি। কোন প্রচারক পাইনি। তাই মুসলিম হতে পারিনি। সাত্তার শান্ত স্বরে বললো, বলুন কালেমায়ে তাইয়্যেবা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই হযরত মুহাম্মদ (সঃ) আল্লাহর বান্দা ও রাসূল।

তরুণীটি হুবহু উচ্চারণ করলো। তার সাথে আরো চৌদ্দজন ইসলামের সুমহান ছায়া তলে আশ্রয় নিল। হঠাৎ ক্রুনি ছুটে এসে সাত্তারকে সম্বোধন করে বললো ইউ, সেট্টার হাউ এক্সিলেন্ট! এখানে তুমি! আমি কি স্বপ্নে দেখছি নাতো।

তুমি এমন নিষিদ্ধ সেক্স এরিয়ায় আসতে পার?

হ্যাঁ।

কেন এসেছো? এটা কি তোমার জন্য উচিত হলো? তাছাড়া তোমার মত অনেস্ট, পিউ এবং রিলিজিয়াস চেঙ্গের আইমিন এখানে আসতে চিন্তাও করবে না।

ক্রুনি তুমি আমার ইউনিভার্সিটির বান্ধবী। তোমাকে আমি বুদ্ধিমতী বলেই জানি। একই বিষয়ে দু'জন পি. এইচ. ডি করেছি। তাছাড়া ইসলাম সম্পর্কেও তুমি স্টাডি করেছ। আমি কি আমার আসার কারণ ব্যাখ্যা করতে পারি ক্রুনি?

হ্যাঁ বল সেট্টার।

হ্যাঁ-আমি বলতে চাচ্ছি ইসলামের দাওয়াত সর্বত্রই পৌছাতে হবে। সকল স্থানে যেতে হবে। মানুষের দ্বারে দ্বারে জনপদে দেশে দেশে ইসলামের দাওয়াত ছড়িয়ে দিতে হবে। এটা একজন দায়ী ইলাল্লাহর কাজ। আমি সে দায়িত্বই পালন করছি মাত্র। মানে তুমিও দাওয়াত দিচ্ছ? ক্রুনি বললো। হ্যাঁ।

কিন্তু তুমি তো স্টুডেন্ট।

দেখ ক্রুনি, এটা ইসলামের বৈশিষ্ট্য। প্রত্যেক ব্যক্তি ইসলামের প্রচার ও প্রতিষ্ঠার কাজে অংশ গ্রহণ করবে। যেখানে থাকুক তার কর্মক্ষেত্রই হবে ইসলাম প্রচারের কেন্দ্রবিন্দু, দ্বীন প্রতিষ্ঠার কর্মসূচী গ্রহণের কার্যালয়। আচ্ছা ক্রুনি, তুমি তো আমার দাওয়াত গ্রহণ করতে পার? ইসলামের শান্তির বাণী কেমন লাগে দেখ।

নো সেট্টার আমি আরো স্টাডি করবো। কোন কিছু পর্যবেক্ষণ ছাড়া গ্রহণ করলে মিথ্যে সন্দেহের অশুভ দ্বন্ধ থাকে ওতে। কিন্তু সঠিক বিশ্লেষণ এবং সুন্দর অভিব্যক্তি মানুষকে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌছায়। আমি ভেবে দেখছি তোমার দাওয়াত গ্রহণ করতে পারি কিনা। তবে আমি তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী হিসাবে বলছি, সুইডেনে তোমার শত্রু অনেক। সরকারী গোয়েন্দা তোমার পিছনে লেগে রয়েছে। দেখ- শেষ পর্যন্ত তুমি আবার জেলের ভাত না খাও। আমি এ ব্যাপারে খুব আশঙ্কা করছি।

এমন সময় লরেন হ্যাপি ও আন্দালিব কোথেকে এলো। ক্রুনিকে দেখে সমস্বরে বললো- আমরা সবাই তোমাকেই খুঁজছি। তুমি ইদানীং একাকী থাকতে পছন্দ কর। বললো, কন্ডোলিসা।

হঠাৎ সাত্তারের প্রতি নজর পড়তে কন্ডোলিসা বললো-এ্যারাবিয়ান ক্যামেল এখানে কী করে এলো?

লরেন বললো-আমাদের দেশে দেখি এদের শক্ত ঘাঁটি রয়েছে, কি আশ্চর্য! এরা তো দেখছি বিশাল নেটওয়ার্ক গড়ে তুলেছে।

ক্রুনি বললো, এরা তো আর বাঘ নয় আমাদের খেয়ে ফেলবে। বরং এদের তৎপরতা ধর্মীয় দিকেই তো সীমাবদ্ধ। তাছাড়া খ্রিস্টধর্ম ইউরোপে সম্পূর্ণরূপেই

ক্ষমতাহারা; ক্ষয়িষ্ণু এ ধর্ম এখন খ্রিষ্ট যুবকদের কাছে এক অবাঞ্চিত যন্ত্রণা। দুর্বল ও অসহায় রুহানী ডাক্তার মাত্র।

কন্ডোলিসা বললো, ছাড় তো তোমার বুদ্ধি বৃত্তিক ডিসকাশন।

হঠাৎ সাত্তারের দিকে সক্রোধে তাকিয়ে আন্দালিব বললো, আরে এতো দেখছি রাজাকারের শালা না। এদেরকে মেরে বস্তা ভরে নদীতে ফেলে দেয়া দরকার।

ক্রুনি বললো, ছি! তোমার কান্ট্রিমেন। তাছাড়া সেট্টারের ধারণা হাউ নাইট এন্ড লজিক তুমি চিন্তা করছো– একটা ক্ষুদ্র জাতীয়তাবাদী চেতনা নিয়ে বাংগালী জাতীয়তাবাদ নামে পরিচিত। আর সেট্টার ভাবছে ইসলামের সার্বজনীন রূপ নিয়ে। তোমার ধারণা আঞ্চলিক আর সেট্টারের চিন্তাধারা আর্ন্তজাতিক ইসলামী সাম্যের উপর প্রতিষ্ঠিত।

আন্দালিব ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে ক্রুনির দিকে। হ্যাঁ না আর কিছু বলছে না।

ক্রুনির কথায় যে সত্য লুকিয়ে আছে আন্দালিব তা বুঝতে পেরেছে কিনা তা স্পষ্ট না হলেও এটা বুঝা গেল যে, আন্দালিব একটা বিদেশীনি খ্রিষ্টান ছাত্রীর হাতে চপেটাঘাত খেল চরমরূপে।
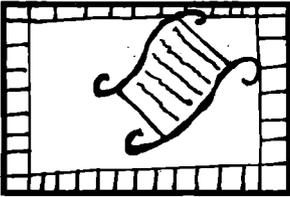
আইরিন আন্দালিবের নামে ডিভোর্স লেটার পাঠিয়ে দেয়। অনেক ভেবে চিন্তে তাকে এ সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছিল। নিজকে সে এখন খুব হালকা মনে করে। গবেষণার কাজে আইরিনের সময় চলে যায়। রাতদিন গবেষণা। প্রতিষ্ঠানের পরিসর বেড়েই চলেছে। কিন্তু আইরিনের জীবনের পরিসর ছোট হয়ে আসছে। তবু চিন্তা নেই। পিয়ন গিরিবালা আইরিনকে অত্যন্ত সম্মান করে। মাঝে মাঝে অফিস চত্বরে দু'জনের মধ্যে কথা হয়। গিরিবালা তার অতীতের কথা বলে। কী

করে স্বামী ভারতে গিয়ে আর ফিরে আসেনি। কেমন করে বড় মেয়ে কন্ডোলিসাকদেবী মারা গেল, একমাত্র ছেলে রণবীরদেবকে স্বামী কিভাবে রাতের অন্ধকারে চুরি করে নিয়ে গেল।

এসব করুণ কাহিনী বলে আর ফুপিয়ে কাঁদে। সে কান্নার মাঝে বিরহের একটা বেদনাঘন চিত্র বিমূর্তরূপ ধারণ করে।

আইরিন মনোযোগ দিয়ে শুনে সে হৃদয় বিদারক কাহিনী। মাঝে মাঝে আফসোস করে। কখনো সান্ত্বনা দেয়। আবার নিজের কাছে ডেকে কিছু একটা দান করে।

গিরিবালার বয়স চল্লিশ পেরিয়ে যায়নি, যৌবন তার বার্ধক্যের মাঝামাঝি সময়। চুলে পাকা ধরেনি। শরীরের স্বাস্থ্য ভাল, আই এ পাশ করেছে। সুশিক্ষিতা এবং ধর্মভীরু গিরিবালা আইরিনকে খুবই ভালবাসে। ইসলাম ধর্মের প্রতি তার প্রগাঢ় আস্থা।

আলোচনা প্রসঙ্গে গিরিবালা একদিন আইরিনকে বলে– আপা আপনে বুঝি ইসলামী আদর্শ বাস্তবায়নে কাজ করেন?

হ্যাঁ। আপনার দরকার কী এতে? গম্ভীর স্বরে জিজ্ঞাসা করে আইরিন।

দরকার মানে ইতস্ততঃ করছিলো গিরিবালা।

বলুন। কী বলবেন জলদি্ বলুন, থামলেন কেন গিরিবালা মাসী। মানে আমি এটাকে মনে প্রাণে ভালবাসি।

সত্যিই! আপনি হেরার আলোর সন্ধানে নেমেছেন? অবশ্য এটা বিচিত্র নয় বাংলার সবুজ ভূখণ্ডে মুসলমান ছাড়াও অন্যান্য ধর্মাবলম্বী অনুসারীগণ এই পথে নেমেছে। সমর্থক রয়েছে হাজার হাজার।

হ আপা আমরা হিন্দু। এদেশে সংখ্যালঘু। আমাদের দাবী-দাওয়া কেউ শুনতে চায় না। কেউ আমাদেরকে ভোটে ব্যবহার করে, কেউ বেঈমানী করে আমাদেরকে তোষামোদে মাথায় উঠায় যখন সময় ফুরিয়ে যায় এমন জোরে আছাড় মারে ঈশ্বরও তখন দেখে না।

বলুন, গিরিবালা মাসী-আপনার কথায় অনেক জানার আছে। আরো কিছু দাবী আছে আপনাদের যা ইসলামী নীতিমালার সাথে মিলবে। সে দাবীগুলো একজন সৎ মানুষ হিসাবে বেঁচে থাকার– বুঝলেন আপা?

সেটা কেমন? বলুন দেখি।

মানে সেটা হলো সুদ বন্ধ, ঘুষ নির্মূল, মদ, জুয়া, হাউজী নিষিদ্ধ, অশ্লীলতা পরিহার, নৈতিকতা ভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা, শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস দূর, বুঝলেন আপা এগুলো আমাদেরও দাবী। আমরাও চাই এগুলো সমাজ থেকে দূর হোক। শান্তি আর কল্যাণ ঈশ্বর আমাদের দান করুন।

তাহলে তো তোমরা ইসলামী আদর্শ বাস্তবায়নকারীদের সাথে ইস্যুভিত্তিক ঐক্যমতে কাজ করতে পারো।

তা পারি আপা। কিন্তু আমাদের মধ্য দালাল আছে। দুষ্কৃতিকারী আছে। এরা শুধুই স্বার্থ চায়। তবে ব্যারিস্টার নিখিলেশ দত্তের মত লোকেরা ইসলামী সমাজ বাস্তবায়নের গুরুত্ব বুঝে গেছে।

যাক তুমি ইসলামী সমাজ বাস্তবায়নের সমর্থক ফরম পূরণ করেছো? অবাক হয়ে প্রশ্ন করলেন আইরিন।

হ্যাঁ। অনেক আগে ফরম পূরণ করেছিলাম।

তোমার কাজ কী? তুমি সংগঠনের কী কাজ কর?

প্রথমত একজন হিন্দু হিসাবে আমার কাজ, দ্বিতীয়ত একজন ইসলামী সমাজ বাস্তবায়নের কর্মী হিসাবে আমার কাজ।

হিন্দু হিসাবে আমি হিন্দু ধর্মীয় মতাদর্শ প্রচার করি। কোনরূপ বিদ্বেষ ও অবিশ্বাস যেন ছড়াতে না পারে তা দেখি, আর মানুষে মানুষে জাতিতে জাতিতে ভগবানের সমান দৃষ্টি ভঙ্গিকে তুলে ধরি।

ইসলামী সমাজ বাস্তবায়নের কর্মী হিসেবে হিন্দু-মুসলিম উভয়ের মাঝে দাওয়াতী কাজ করি। তাছাড়া আমি একটি ওয়ার্ডের দায়িত্বে আছি।

কী বললে? একজন হিন্দু হয়ে মুসলমানদের মধ্যে দাওয়াতী কাজ করেন? অবাক হয়ে প্রশ্ন করলো আইরিন।

তা করি, এটা আমার সাংগঠনিক কাজের অংশ।

কিভাবে? কিভাবে করেন গিরিবালা মাসী?

মুসলমানদের বলি ইসলামী সমাজ বাস্তবায়ন করা ফরজ। আপনারা দ্বীনের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ুন, দেখবেন সকল সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।

এতে তোমার লাভ?

দেখুন আপা, বাংলাদেশে আমরা হিন্দুরা লাভ হিসাব করেই চলি। অবশ্য কী হিসাব করি জানি না। আমি বিশ্বাস করি ইসলামী সমাজ বাস্তবায়নে যদি সুদ

উচ্ছেদ হয়ে যায় আমাদের হিন্দু সমাজের লাভ হবে, তারা যদি মদ নিষিদ্ধ করে, ইয়াবা বন্ধ করে আমাদেরও উপকারে আসবে। এরা যদি শোষণ বন্ধ করে তাহলে আমরাও সুখ-শান্তি পাবো। যৌতুক বন্ধ করলে আমরাই বেশী উপকৃত হবো।

শুনে খুশী হলাম। এবার বলুন আপনার স্বামী কী কারণে আপনাকে ফেলে ভারতে চলে গেছে?

দেখুন আপা, পুরুষ মানুষ বড়ই নতুনত্ব সন্ধানী। কোন সম্পত্তি যদি পুরুষের কাছে একবার পরিত্যক্ত হয় আর কখনও তা মনে স্থান পায় না। যদিও পায় তা শূন্য ভোল্টেজের বিজলী বাতির মত মিট মিট করে। তাই বিশটি বছরের স্মৃতি ভুলে যাওয়া একজন পুরুষের পক্ষে সম্ভব হয়েছে। আর আমার পক্ষে এটা অসম্ভব। আমি ঈশ্বরের কাছে অভিযোগ করেছি ঈশ্বর যদি ন্যায় বিচার করেন। তার এ জুলুমের শাস্তি তাকে দেয়।

অনেকক্ষণ কথা বলার পর আইরিন যোহরের নামাযের জন্য অফিসের ফ্লোরে জায়- নামাজ বিছিয়ে দাঁড়িয়ে যায়। এমন সময় গিরিবালা বলে– আপা, যদি কিছু মনে না করেন তাহলে একটা কথা প্রশ্ন করবো?

বলুন।

এভাবে উঠলে বসলে লাভ কী? তাছাড়া নামাজের জন্য উঠা-বসা শর্ত কি? একবারে বসে ধ্যান করলেও তো চলে।

তুমি বুঝবে না গিরিবালা। তবে এটা মনে রাখ স্রষ্টাকে রাজী করানোর জন্য অনেক ধর্মমতের পদ্ধতি বিশ্বে প্রচলিত। কিন্তু ইসলামের এ পদ্ধতির উপরে আর কোন পদ্ধতি নেই। ইসলামই পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা। আল্লাহ তায়ালা বলেন, "ইন্নাদ্বীনা ইনদাল্লাহিল ইসলাম।" কথাগুলো বলেই নামাজে দাঁড়িয়ে যায় আইরিন। নামাযে দাঁড়ানো অবস্থায় ক্রিং ক্রিং করে টেলিফোন বেজে উঠে।

গিরিবালা ফোন ধরে হ্যালো, আপনি কে?

আমি আন্দালিব বলছি।

কাকে চান?

তোমার আপামনিকে।

হ্যাঁ, আপা নামায আদায় করছেন।

ওপাশ থেকে টেলিফোনে ভেসে আসছিল আন্দালিবের কণ্ঠস্বর- আইরিন তো মৌলবাদী দীক্ষা নিয়েছে দেখছি। ওহ্ মাই গড। এজন্যই তো সে আমার রুচি আচার-আচরণ পছন্দ করেনি। কখন সে লাইফ এনজয় করবে?

অনেকক্ষণ টেলিফোন বাজার পর নামায শেষ করে আইরিন। গিরিবালা আইরিনকে রিসিভার দিয়ে বলে, নিন আপা আন্দালিব স্যারের টেলিফোন। আইরিনের হাতে রিসিভার দিয়ে গিরিবালা খেয়ে আসি বলে প্রতিদিনের নিয়মে চলে গেল।

হ্যালো ব্রাদার।

তুমি আমাকে ব্রাদার বলছো?

ইয়েস। গম্ভীর কণ্ঠে বললো আইরিন।

কেন? আমি তোমার স্বামী নই? অবাক হয়ে আন্দালিব জানতে চাইলো।

নো।

হোয়াই?

কারণ তোমার মধ্যে স্বামী হওয়ার যোগ্যতা নেই। তাছাড়া আমি ডিভোর্স লেটার পাঠিয়ে দিয়েছি পেয়েছ কিনা জানি না। তবে এই তোমার সাথে আমার জীবনের শেষ কথা। আর কখনো টেলিফোন করবে না। কোনদিন করবে না।

শালার রাজাকার- ধমক দেয় আন্দালিব।

খবরদার! আমি একজন বিজ্ঞানী। সাবধান হয়ে কথা বল। তাছাড়া একজন মুক্তিযোদ্ধার মেয়ে। বলতে না বলতেই রিসিভার রেখে দিল আইরিন। আবার ক্রিং ক্রিং বিরক্ত হয়ে রিসিভার হাতে নেয় আইরিন।

হ্যালো, হ্যালো!!

আইরিন তোমার ডিভোর্স নামায় আমাকে অপমান করার ভাষা রয়েছে।

তোমার আবার অপমানিত হওয়ার চিন্তা কেন? যে বিদেশের ফ্রি সেক্স এরিয়ায় পড়ে থাকে, যার নামাজ নেই, রোযা নেই, আল্লাহ ও রাসূল (সঃ) কে যে ভুলে গিয়েছে, যার নাম নিলে শয়তানও পালায়, যে কলগার্ল নিয়ে মত্ত থাকে, ইউরোপের মদে সিক্ত হয় যার অপবিত্র কণ্ঠ, যার মাঝে মনুষত্বের লেশ মাত্র নেই, একটা যুবতী মেয়ের সাথে শত শত ছবি যে উঠাতে পারে আবার তা আপন স্ত্রীর নামে পাঠাতে পারে সে একটা ইভিল সান, শয়তানের চেলা এবং মানবরূপী পিচাস।

তাছাড়া–

আইরিন আমি তোমাকে হত্যা করবো, মৌলবাদী, সংকীর্ণমনা, সাম্প্রদায়িক, রগকাটা, সন্ত্রাসী, ঘাতক, স্বাধীনতাবিরোধী শক্তির সাথে থেকে তুমি দেখছি সাহসী হয়ে গেছ। কিন্তু বলে রাখছি তোমাদের প্রত্যেক ক্যাডারের তালিকা আমরা লিস্ট করে রাখছি। শীঘ্রই অপারেশনে যাব। এ ব্যাপারে ইস্রাঈলী গোয়েন্দা মোসাদ, সি. আই. এ. এবং কে জি. আমাদের সহযোগিতা দেবে। তখন বুঝা যাবে তোমার----। চোখের সামনে পেলে আমিই তোমাকে প্রথম গুলি করবো।

খামোশ আন্দালিব। তোমার মত ইসলাম বিদ্বেষী কুলাঙ্গারের তালিকাও আমরা করতে জানি। কিন্তু ইসলাম তা অনুমোদন করে না।

কিন্তু।

বল।

তুমি একদিন না হয় একদিন ইসলামের ছায়ায় ফিরে আসতে পারো, আল্লাহর নাম ধরে ডেকে সাহায্য চাইতে পার। না হয় এমন পরিণতি তোমাকে বরণ করতে হবে যা চোখে দেখবে, কানে শুনবে না।

আন্দালিব বলে, আমি আল্লাহকেও বিশ্বাস করি কিনা সন্দেহ যদিও করি তা এখন প্রায় নিঃশেষ, তোমার ফতুয়ায় আমার কাজ হবে না। তোমার মত মৌলবাদীরা ফতুয়া দেওয়ার ব্যাপারে ওস্তাদ। তাহলে ইসলামী নাম ধারণ করে আছো কেন? তুমি তো দেখছি দ্বিতীয় সালমান রুশদী।

ইয়েস, সেটাই কথা। আইরিন কথা বাড়াবাড়ি করা কি ঠিক হবে? আমি তো নামে পরিচিত নই। আমার প্রগতিশীল চিন্তা আমার জন্য যথেষ্ট। আমি উচ্চ শিক্ষিত, হ্যান্ডসাম, গ্লেমার বয়। তাছাড়া লোড কিলার ইমেজ আমার।

হ্যাঁ তোমার জন্য তা যথেষ্ট হতে পারে। তোমার মত ইসলাম বিদ্বেষীরাই ইসলাম, আলেম, ওলামা, পীর মাশায়েখের বিরোধিতা করতো। তোমার মত জাহেলই পারে ইসলামী নাম ধারণ করে মুসলিম জাতির শিকড় কাটতে। এ ব্যাপারে তোমার মত সকল ঘাদানিকের একই সমান্তরাল চিন্তা। যাক ওসব, তুমি কি আমাকে তোমার এখনও আপন ভাবো? তাহলে ভুল করবে আন্দালিব। যে আল্লাহর হতে চায় সে কখনো জালিমের হতে পারে না।

হঠাৎ লাইন কেটে গেল। আর আইরিন নিজে নিজে বলে– উহু! এমন জালিম, এমন গাদ্দার মানুষ হতে পারে? হে আল্লাহ্ তাকে হেদায়াত দিন।

না তার জন্য দোয়া করা উচিত। তার জন্য দরদ দেখানো উচিত। আমি তাকে অভিশাপ দেবো না। না কোন দিন দেবো না। তবে আমার জীবনের প্রথম স্বপ্ন– যাক আলহামদুলিল্লাহ, ওগো আল্লাহ আপনিই একমাত্র ভালো মন্দ জানেন। জানি না আমার জীবনের জন্য কি নেয়ামত আপনি বরাদ্দ করে রেখেছেন অনাগত ভবিষ্যতের অনিশ্চিত দিনগুলোতে।
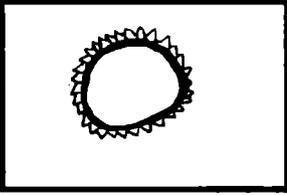
দিন যায়, সময় এগিয়ে চলে ভবিষ্যতের চাকা ঘুরে মুহূর্তের ট্রেনে চড়ে। সোহেলী রহমান মানসিকভাবে ভেঙ্গে পড়েন। কারণ আন্দালিব পরিষ্কার বলে দিয়েছে আইরিনের মত মেয়ে যখন আমাকে অপমান করে তখন আমি আপনাকে হ্যাঁ আম্মু আপনাকেই দোষারোপ করতে পারি। আর কোন বিয়ে আমার জন্য নয় আম্মু।

আন্দালিবের এ নির্দয় উচ্চারণ সোহেলী রহমানের বুকে সেলের মতো বিদ্ধ হয়। তবু সমগ্র ব্যথা অন্তরে অবরুদ্ধ রেখে মাদ্রাসার কাজ করে যান। কর্তব্যে অবহেলা হয় না। প্রতিদিন অফিস করেন খোলামনে। কিন্তু অন্তর অগ্নেয়গিরি হয়েই থাকে।

মহিলা মাদ্রাসায় বিশ বছর ধরে অধ্যক্ষ পদে অধিষ্ঠিত আছেন তিনি। সুপ্রতিষ্ঠিত টাইটেল মাদ্রাসা। প্রায় ১২০০ ছাত্রী। আবাসিক সুযোগ সুবিধাসহ শারীরিক ও চিত্ত-বিনোদনের ব্যবস্থা রয়েছে। সুরম্য প্রাচীর ঘেরা মাদ্রাসার পুরো চত্বর। কয়েকজন দানবীর এবং সমাজকর্মী মাদ্রাসার জন্য সকল জমি, নির্মাণ খরচ বহন করেন।
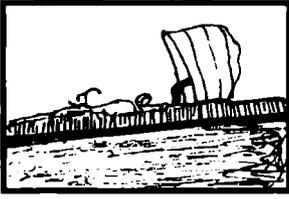
মহিলা মাদ্রাসার গভর্নিং বডিতে যে পাঁচজন সদস্য-সদস্যা আছে তাদের মধ্যে তিনজন ইসলামী সমাজ বাস্তবায়নের সমর্থক। অন্য দু'জন কট্টর ইসলামী সমাজ বাস্তবায়নের বিরোধী। বরং এরা ষড়যন্ত্র করছিলো মাদ্রাসার নাম বদলিয়ে এটার নাম স্বাধীনতা স্মৃতি মহিলা কলেজ করতে। এরা তো এমনও বলে যে, মাদ্রাসা শিক্ষা তুলে দেওয়া উচিৎ। যেমন তারা বলে- মাদ্রাসায় নাকি ভিক্ষুক আর সন্ত্রাসী তৈরী হয়।

দীবা খন্দকারকে শাস্তি দেওয়ার কারণে গভর্নিং বডির ঐ দুই সদস্য, যারা ইসলামী সমাজ বাস্তবায়নের বিরোধী তারা তাদের রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের সাথে গোপনে বৈঠকে মিলিত হয়। আর এতে সিদ্ধান্ত হয় মুহ্‌তারামা সোহেলী রহমানকে দীবা খন্দকারের গায়ে হাত তোলার কারণে চাকরি থেকে বরখাস্ত করতে হবে। এ কারণে এ লক্ষ্যে বাকি তিনজন যারা ইসলামী সমাজ বাস্তবায়নের সমর্থক তাদেরকে যে কোন উপায়ে কিনে নিতে হবে তাদের অজান্তেই। একজনকে সিঙ্গাপুরে ম্যান পাওয়ার সাপ্লাইয়ের লোভ দেখিয়ে, একজনকে চেয়ারম্যান প্রার্থীর কথা বলে অন্যজনকে একটি কলেজের অধ্যক্ষ করার আশ্বাস দিয়ে রাজি করতে হবে। যেভাবে হোক আগামী কয়েক মাসে সিদ্ধান্ত কার্যকর করতে হবে।

দুজন শিক্ষিকা প্রতিনিধি মাওলানা হামিদা পারভীন জান্নাতী এবং বিশিষ্ট তাফসিরবিদ মাওলানা খোদেজা আক্তার আরাবী সোহেলী রহমানকে আশ্বাস দিলেন। দেখুন আপা, কিছুই করতে পারবে না, বললেন মাওলানা জান্নাতী।

তা আমিও ভাবছি। কিন্তু আমাদের তো শক্তি অল্প।

কেন? আমরা ভোটে এগিয়ে। আসুক তারা। যে কোন এজেন্ডা আমরা প্রাণ দিয়ে প্রতিহত করবো বললেন খোদেজা আরাবী।

তা আমাদের করা উচিৎ। সাংগঠনিক সিদ্ধান্তের জন্যও অপেক্ষা করতে হবে।

জ্বি। সেজন্য আমাদের অপেক্ষা করতে হবে, বললেন জান্নাতী।

ওদের চক্রান্ত হচ্ছে এটাকে গার্ল কলেজ করা। তারপর এর মধ্যে স্বাধীনতা ভাষ্কর্যের নামে মূর্তি স্থাপন করে মাদ্রাসা শিক্ষালয়টিকে ধর্মনিরপেক্ষতার আস্থানালয়ে পরিণত করা।

ঠিক বলেছেন মুহ্‌তারামা আপা। এমন একটা ষড়যন্ত্রের ছক ধরে তারা এগিয়ে আসছে। ইনশাআল্লাহ্‌ আমরা প্রস্তুত।

ইতিমধ্যে ম্যানপাওয়ার সাপ্লাইয়ের লোভে একজন শয়তানের খপ্পরে ধরা পড়লেও চেয়ারম্যান প্রার্থী আর অধ্যক্ষ পদে যাদের লোভনীয় অপার দিল তারা তা প্রত্যাখ্যান করেছে।

গভর্নিং বডিতে তখন ইসলামী সমাজ বাস্তবায়ন গ্রুপ শক্তিশালী। এদের ৫ ভোট আর তাদের ৩ ভোট। দীবা খন্দকারের ঘটনাকে কেন্দ্র করে যে ষড়যন্ত্র তারা করতে চেয়েছিল তা সফল হয়নি। মাঠে মারা গেছে তাদের ষড়যন্ত্রের নীল নক্‌সা।

সোহেলী রহমান আল্লাহর শোকরিয়া আদায় করলেন। তিনি মাদ্রাসাকে আরো সুসংহত করার প্রয়াস পেলেন। দুটো নতুন হল এবং ১টি হেফজ খানা প্রতিষ্ঠা করলেন। তাছাড়া নতুন শিক্ষিকাও নিয়োগ করলেন তিনি।

একদিন সকালবেলা-সোহেলী রহমান মাদ্রাসায় যাওয়ার তাড়া নেই। শুক্রবার মাদ্রাসা বন্ধ। সময় প্রায় শেষ। এমন সময় সোহেলী রহমান জানালা দিয়ে দেখতে পেলেন কে যেন আসছে সাদা জীপে করে। ধীরে ধীরে গাড়ী থেকে নামলেন। নেমেই সোজা সোহেলী রহমানের রুমে ঢুকে দ্রুত ছুটে এসে সালাম করলো– আচ্ছালা-মুআলাইকুম। আম্মা কেমন আছেন? আমি গতরাতে আপনাকে স্বপ্নে দেখেছি, আপনি কাঁদছেন। তাই পাগল হয়ে ছুটে এলাম। আম্মা আমাকে কি বদদোয়া করেছেন। আমি তো আপনার খেদমত করতে পারিনি। আমায় ক্ষমা করুন।

জড়িয়ে ধরলেন সোহেলী রহমান আইরিনকে, মা আমি বেঁচে আছি। বেঁচে থাকবো। আমার আল্লাহ আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছেন– আলহামদুলিল্লাহ। তুমিও আমাকে ভুলে যাও, মা আমি বড় একা বড়ই ভাঙ্গা বুক আমার। এ বয়সে আমার আর কোন সাধ নেই। আমি এখন শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করতে চাই।

না আম্মা, আমায় মাফ করুন আমি আপনাকে নিতে এসেছি। আন্দালিব হয়তো আর ফিরে আসবে না। কেননা ও হয়তো সুইডেনে চিরদিন থেকে যাবে।

কি বল মা! আশ্চর্য হলেন সোহেলী রহমান।

হ্যাঁ। ঠিক বলছি। কারণ আন্দালিব আপনাকেও অস্বীকার করতে চায়। তার সাথে টেলিফোনে আমি বুঝতে পেরেছি। আপন মাকে অস্বীকার এতো অবিশ্বাস্য আম্মা! তবে আমি প্রতিজ্ঞা করছি আপনাকে ছেড়ে আমি কোথাও যাবো না। আপনার স্নেহের বন্ধন ছিন্ন করে আমি জীবনে কোন সুখ পেতে চাই না। আমার আম্মু বেঁচে নেই। অনেকদিন আম্মুর আদর পাইনি। কিন্তু আপনি ..... আর বলতে পারলো না আইরিন, একটু পরে বললো, বলুন আমার সাথে যাবেন?

কী যে বলো আইরিন, আমার বিষয়-সম্পত্তি বাগান বাড়ী ছেড়ে গেলে এগুলো তো মানুষ দখল করে নিয়ে যাবে। তাছাড়া এগুলোতে দু এক হাজার টাকার সম্পদ নয়। কোটি কোটি টাকার সম্পদ।

না আম্মা আপনাকে আমি একা থাকতে দেব না। তাছাড়া কাজের মেয়ে নাকি টাকা-পয়সা নিয়ে পালিয়েছে? এমন দুষ্ট মেয়ে রাখলেন কেন? কাজের মেয়ের কথা কে বলেছেরে মা? এ ঘটনাতো অনেকদিন হয়েছে?

আব্বু বলেছে? খুব আফসোস করেছে আব্বু।

কই তোমার আব্বু তো দেখতে আসেনি।

আব্বু খুব ব্যস্ত তাই আমাকে পাঠিয়েছেন। আর আপনার কাছে সালাম বলেছেন। তাছাড়া–

বল মা।

তাছাড়া আপনাকে নেওয়ার পরামর্শ আব্বুই দিয়েছেন। কারণ একাকী আপনি থাকার চেয়ে আমাদের সাথে থাকলে আমরা খুশী হতাম। আমার বেয়াই সাহেব বলেছে। এতো আমার জন্য খোশ খবর। আমার খোশ নসীব।

আচ্ছা মা আমি ভেবে দেখছি।

না, আজকেই আপনাকে সিদ্ধান্ত দিতে হবে– আব্বু রাগ করবেন।

বললাম তো ভেবে দেখবো মা, আচ্ছা আন্দালিব কি তোমার কাছে ডিভোর্স নামা পাঠিয়েছে?

হ্যাঁ। আনমনা হয়ে জবাব দিল আইরিন।

কী বলেছে?

কী আর বলবে মা, আন্দালিব আমাকে মৌলবাদী মুক্ত চিন্তা বিরোধী বলে গালি দিয়েছে। আর বিশ্রী ভাষায় কতগুলো গালি গালাজ করেছে।

তাই নাকি? আচ্ছা শুনলাম তুমি নাকি সুইডেনে যাচ্ছ বিজ্ঞান করফারেন্সে?

হ্যাঁ আম্মা। আপনি কিভাবে শুনেছেন?

পত্রিকায় দেখেছি। কবে যাচ্ছো?

আগামী মাসের প্রথম সপ্তাহের দিকে।

কোন সংগঠন ম্যানেজ করেছে?

জ্বী আম্মা তরুণ পদার্থ বিজ্ঞানী ইয়েল বার্গ একটা সংস্থা করেছে। সংস্থার নাম দিয়েছেন সাইন্টিফিক ক্লাব।'

ইয়েল বার্গকে তুমি চেন কী করে মা? ওতো ইহুদী বা খ্রীষ্টান মনে হয়।

হ্যাঁ, চিনি বৈকি। ইহুদী বৈজ্ঞানিক।

তোমার সাথে পরিচয়?

আমি একবার মালয়েশিয়া সফর করেছিলাম। ওখানে আমার বিজ্ঞান প্রজেক্ট প্রথম পুরস্কার পায়। সে অনুষ্ঠানে ইয়েল বার্গও উপস্থিত ছিলেন। তিনি আমার সাথে মত বিনিময় করলেন দীর্ঘক্ষণ। পরস্পর আলাপ হলো দু'ঘণ্টার মত। আমার বিজ্ঞান প্রজেক্ট সম্পর্কে ভদ্রলোকের ধারণা হলো, সে জানলো আমি মুসলমান বিজ্ঞানী। তিনি মন্তব্য করলেন, আমি জানতাম মুসলিম মেয়েরা পর্দার অন্তরালে ধুকে ধুকে মরে। চুপে চুপে জীবনের মঞ্চ থেকে বিদায় নেয়। আজ আমার সেই ধারণা ভুল প্রমাণিত হলো আইরিন, সত্যিই আমার ভুল ভাংলো।

কুরআন যে বিজ্ঞান চর্চার সূচনা করেছিল সেই কুরআনের প্রচারক মুসলমানরা রইলো শতাব্দীর পর শতাব্দী পিছনে। প্রচারক মুসলমানরা যদি বিজ্ঞান চর্চা বন্ধ করে দেয় তাহলে কুরআনের আলো থেকে বিশ্ববাসী বঞ্চিত থেকে যাবে।

আইরিনের দীর্ঘ বক্তৃতা মনোযোগ দিয়ে শুনছেন সোহেলী রহমান। প্রবল আগ্রহ নিয়ে বললো- বল মা, তুমি আরো বল। আমি আজ গর্বিত তোমার কৃতিত্বে। আমি দোয়া করি আল্লাহ তোমার নাম- যশ আরো প্রসারিত করুন।

বিজ্ঞানী ইয়েল বার্গ সুইডেন গিয়ে এশিয়ার সেরা বিজ্ঞানীদের তালিকায় আমার নাম। তার প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞান জার্নালে না আসার প্রয়োজন নেই। তবে

ইয়েল বার্গ যথেষ্ট প্রাজ্ঞ, মেধাবী এবং বুদ্ধি দীপ্ত মানুষ। তাছাড়া তিনি সুইডেনের আরো একটি বিজ্ঞান সেমিনারে আমায় দাওয়াত দিয়েছেন।

কবে যাবে?

মাস তিনেক পর।

তাহলে মা কথা দাও আমার আন্দালিবের ঠিকানায় ওর কাছে যাবে। আর তাকে বলবে–

আমার অসুবিধা হলেও ঠিক আছে কথা দিলাম। যাবো বললো আইরিন। বেয়াই সাহেব কি এ সু-খবর শুনছেন?

তা তো শুনবে, কারণ আব্বু সব সময় আমার সুখ্যাতি শুনে গর্ব বোধ করেন।

খাওয়ার সময় হয়ে গেল। বেলা অনেক হয়েছে। আজ আমি পাক করে তোমাকে খেতে দেবো। আমার খাওয়া আজ মা আপনাকে কেমন.....। আমার আন্দালিবের কিছু পছন্দনীয় খাওয়া রয়েছে আমি ওগুলো পাক করে তোমার মাধ্যমে দিতে চাই। নেবে মা নেবে তুমি?

হ্যাঁ। নেবো। সে আমার সৌভাগ্য মা।

আর ৫ হাজার ডলার তাকে দেবে। এ নাও, টাকা ঠিক আছে মা।

আইরিন ইলিশ ভাজা, সাল্‌লাত, মুরগীর গোস্ত, মশুরীর ডাল এমন করে পাকালো যার খুশবু বাতাসের কানে কানে মুখরিত হয়ে পড়লো। সে কি সুঘ্রাণ।

খেতে খেতে মিসেস সোহেলী রহমান বললো– আমি তো এমন পাক দেখিনি। তুমি তো দেখি একজন সুদক্ষ গৃহিণী। আল্লাহ এ গুণও তোমাকে দিয়েছেন?

সোবহানাল্লাহ্! সব কিছু আল্লাহ তায়ালারই প্রশংসা। মানুষের আত্মপ্রচার করার কোন সুযোগ নেই। সব কিছুই মহান আল্লাহ তায়ালার দান।

সোহেলী রহমানের কাপড়, মশারী, বালিশের কভার, বেড কভার, তোয়ালিয়া, বোরকা, হাত মোজা, পা মোজা পরিষ্কার করে ধুয়ে দিল আইরিন। এগুলো শুকিয়ে ইস্ত্রি করে রেখে দিল আলনায়। এ যেন কত যুগ পুরনো গৃহবধু। কত মমতায় ভরা আসমানী নেয়ামত।

যাবার সময় শ্রদ্ধা মাখা সুরে আইরিন বললো- আম্মা আমি আবার আসবো। আপনি ভেবে দেখবেন কিন্তু। যেতে ভুল করবেন না। একে-বারে না হয় কয়দিনের জন্য যাবেন। আমি নিরাশ হয়ে দুঃখ পেলে আপনি শেষে কাঁদবেন। আমার চোখের পানি সে তো আপনারই বেদনার রূপ; আপনারই স্নেহের ঘাটতি আম্মা।

গাড়ী পর্যন্ত এগিয়ে দিলেন সোহেলী রহমান আইরিনকে। আইরিন নিজেই গাড়ী ড্রাইভ করছিলো। গাড়ীতে উঠতে উঠতে আইরিন বললো- দুধটুকু গরম করে রেখে দিয়েছি। ওটা যেন আবার আস্ত থেকে না যায় গাড়ী চলতে শুরু করেছে।

সোহেলী রহমান মনে মনে আবৃত্তি করেছে- মা আইরিন তুমি আমাকে কাঁদায়ে গেলে। তোমায় তো পোষ মানাতে পারলাম না। এ আমার জীবনে একমাত্র দুঃখ।

গাড়ীর শো শো আওয়াজে কথাগুলো মিলিয়ে গেল। অসীম শূন্য আকাশে হিল্লোলিত বাতাসের কার্নিসে।
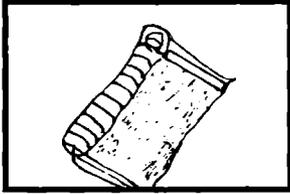
ক্রনি আজ কোথাও যায়নি। সাত্তারের দেওয়া ইসলাম পরিচিতি বইটা মনোযোগ সহকারে পড়ছিলো উর্দূ থেকে ইংরেজি অনুবাদ করা। প্রতিটি লাইনের প্রতি সুতীক্ষ্ম দৃষ্টি ফেলে শিকারী বাজপাখীর মতো কী যেন খুঁজছে ক্রনি। হয়তো বা অচেনা স্রষ্টার চেনা হুকুমের পরিচয় পেয়ে ক্রনির জীবন প্রশ্নবোধক চিহ্নে পরিণত হয়েছে। না হয় ইসলামের চরম সত্যে সে নিজেকে মিলিয়ে দেখছে। এমন সময় কন্ডোলিসা এলো। চঞ্চল, এলোমেলো চুল এবং যৌবনের ছেলেমী অভিনয় করে কন্ডোলিসা বললো-হ্যালো ক্রনি! ক্রিকেট খেলা। ভুলে গেলে?

ইংল্যাণ্ড বনাম পাকিস্তান।

চল্। বাহ! শোয়েব আক্তারের বোলিং যেন আকাশের উল্কা পাতের দৃশ্য। আর তো কিং অফদা বল। বুঝলে? চল চল ক্রনি।

না আমি যাচ্ছি না তুমি যাওগে।

ইস্, চল বলছি। তোমাকে টিভির সামনে যেতেই হবে। এ বলে হাত ধরে টান মেরে ক্রনিকে ঝাঁকুনী দিল।

না। যাবো না। দুষ্টমী ছাড় বলছি কন্ডোলিসা। না হয় তোমায় মজা দেখাবো।

তুমি কী করছো? এবার অনন্য উপায় হয়ে অসহায়ভাবে বললো কন্ডোলিসা।

তুমি দেখছো না বই পড়ছি? ব্লাইন্ড কোথাকার।

কী বই, ফরাসী সাহিত্যে বোমান্টিসিজম? নাকি রুশ সাহিত্যে গণ বিপ্লব?

দূর, রাখতো প্যাচাল। আমাকে পড়তে দাও। আমি যেটা পড়ছি এটা তোর জন্য বিষ। তাই তোকে বিষপান করতে দেব না। বুঝলি পাগলী।

না আমাকে বলতে হবে কী বই। হঠাৎ বইয়ের কভার দেখে কন্ডোলিসা নাক ছিটকিয়ে বললো- ওহ্ মাই গড ! এ দেখছি মৌলবাদ চর্চা! ছিঃ ক্রনি বিংশ শতাব্দীর মানুষ মধ্যযুগে ফিরে যাবে কেন? তাছাড়া সুইডেনের মত দেশে তুমি ইসলামী মৌলবাদ চর্চায় লিপ্ত! এতো জঘন্য কথা। আই কেন নট টলারেট ইট।

তোমার কী তাতে? আমি যাই পড়ি তোমার মাথা ঘামাবার প্রয়োজন নেই।

হ্যাঁ, আমার মাথা ব্যথা আছে। একশবার, হাজার বার আছে।

যেমন? বিস্ময়ে জানতে চাইলো ক্রনি।

যেমন ধর তোমার আগ্রহ মৌলবাদের বিস্তৃতি বাড়াবে। তাছাড়া ইসলাম একটা ধর্ম হলো! কালেমা, নামাজ, রোজা, হজ্জ, যাকাত ব্যস এটাতো ইসলাম। খুন খারাবী, সন্ত্রাস, হাত কাটা, দোর্‌রা মারা, পাথর মারা- যতসব আদিম মানসিকতা, এর মধ্যে তুমি আবার কী রহস্য পেলে ক্রনি। প্রগতিশীল, আধুনিক প্রজন্মের জন্য কী উপাদান পেলে?

হ্যাঁ অনেক রহস্য পেয়েছি। ইসলাম নয় শুধু ইসলাম ধর্মের একজন সাধারণ অনুসারী সেট্‌টারের রহস্যের ভূবনে আমি আজো কোন কূল কিনারা পাচ্ছি না। আর ইসলাম তো বিশাল সমুদ্র। রিয়েলী সেট্‌টার একটা জীবন্ত আডোলজি। সে কুরআনকে অধ্যয়ন করে। আমি ভেবে এটাই পেয়েছি যদি কুরআন একজন

ব্যক্তির জীবনে এত অনুপম গুণের সমাবেশ ঘটাতে পারে তাহলে আল-কুরআন হচ্ছে আদর্শের একমাত্র মডেল।

যেমন?

যেমন মদপান করে না, নারীদের উত্যক্ত করে না। সিগারেট পান করে না গার্লফ্রেণ্ডদের সাথে বাজে আলাপ করে না, ওদের সাথে বোনের মত পুতঃপবিত্র আচরণ করে। সব সময় অজু করে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকে, কাউকে গালি দেয় না। কথা কম বলে, সব সময় কী যেন পড়ে, নিয়ম মত চলে, ওয়াদা ভঙ্গ করে না, মানুষকে ভালবাসে, সিমপ্লি খায়, সব্জি, সস, চপ, বিস্কুট রুটি এগুলো খায়। বিলাসিতা করে না। আর কত বলবো, এটা যদি একটা মুসলমানের বাহ্যিক আচরণ হয় তাহলে ইসলাম যে আরো কত এক্সসিলেন্ট আমি ভেবে পাইনা। তাই আমি আরো রিসার্চ করার কথা ভাবছি।

তাহলে তুমি ক্রিকেট খেলা দেখবে না। তুমি না পাকিস্তানী খেলোয়াড় শোয়েব আক্তার, মোহাম্মদ ইউসুফ, শহীদ আফ্রিদীর একনিষ্ঠ ভক্ত। নিরাশ হয়ে বললো কন্ডোলিসা।

যাও তো আজ আমার ভালো লাগে না। তাছাড়া শোয়েব আক্তারের উপর আমার আর আকর্ষণ নেই। কথায় কথায় ও মেজাজ তুলে এইতো সেদিন দক্ষিণ আফ্রিকায় ম্যাচ খেলতে গিয়ে আসিফকে ব্যাট দিয়ে পিটিয়ে নিষিদ্ধ হলো। তোমার তো সাত্তারকে ভালো লাগবে তোমার সব এট্রাকশন সাত্তারকে ঘিরেই।

তবে জেনে রেখো ব্রুনি–

সাত্তার ভালোবাসতে জানে না, তার ভিতর রোমাণ্টিকতা আই মিন জীবন সম্পর্কে সে কিছুই জানে না। তাছাড়া নারীকে তো সে এড়িয়ে চলে। আস্ত একটা বুদ্ধ সাত্তার। নীচের দিকে তাকিয়ে ধীরে ধীরে হাঁটে যে লোকটা তার কাছে তুমি পৌরষত্বের কী পেলে ব্রুনি?

দেখ কন্ডোলিসা যারা সৎ জীবন যাপন করে তারা সুপুরুষ হয়। ইসলামের নবী (সা) একাই চল্লিশজন পুরুষের শক্তি রাখতেন। ইয়েস ওয়ানহানড্রেড পোছিবল। যাঁর জীবনে মিথ্যা নেই, অন্যায় নেই, কুচিন্তা নেই, জুলুম নেই, অসত্য নেই, অসুন্দর নেই, হতাশ নেই, সংকট নেই। তাঁর পৌরুষেই তো মানবীয় শক্তির প্রকাশ থাকবে এতে বিচিত্র কি? শক্তি তো শক্তিমান লোকদের

মানায়। শক্তি কখনো একজন দুর্বলের জন্য আর্শীবাদ হতে পারে না বরং তার জন্য এটা বার্ডেন।

ক্রুনি তোমার জন্য আমার ভয় হয়। তুমি এমনভাবে কথা বলছো মনে হয় তুমি ইখওয়ানুল মুসলিমীনের সদস্যা।

চুপ! বাড়িয়ে কথা বলবে না। আমি কী তা আমিই জানি, মানুষ নিজের সম্পর্কে নিজেই ভালো জানে। তোমাকে প্রচার কাজ করতে হবে না। আর আমি তোমাকে তোমার চেয়ে ভালো জানি। কেননা যারা বাকপটু তাদের বিবেক দিয়ে ওজন করতে হয় না। সামান্য দৃষ্টিপাতই যথেষ্ট।

আমি চললাম ক্রুনি তবে তুমি সাত্তারের প্রেমে পড়েছো, মনে রেখো মৌলবাদীর মধ্যে লাইফ এনজয় একটুও পাবে না। তাছাড়া ওদের প্রেমটা সংকীর্ণ-ছোট গলি পথ, তুমি দুঃখ পাবে। যেতে যেতে বললো কন্ডোলিসা। আর রাস্তায় নেমে গুনগুনিয়ে গেয়ে উঠলো গানের কলি।

আই এম বাড

আইকেন ফ্লাই, আইকেন ক্রাই

ও--- ও-- আই রান এণ্ড ট্রাই।

এমনি সময় ব্যতিব্যস্ত হয়ে লরেন ক্রুনির রুমে প্রবেশ করে। ক্রুনি দুঃসংবাদ! একটা দুঃসংবাদ । খবর পেয়েছো। তোমার সাত্তারই দুঃসংবাদের শিরোনাম বুঝলে?

কী সে দুঃসংবাদ!

সাত্তারকে গোয়েন্দা পুলিশ ধরে নিয়ে গেছে। সম্ভবত আলজেরিয়ার ইসলামপন্থীদের সাথে জড়িত থাকার দায়ে।

তাই নাকি? চমকে উঠে ক্রুনি। আবার প্রশ্ন করে সেট্‌টার কি পালাতে চায়নি? কী তার অপরাধ তা জানো লরেন?

হ্যাঁ, আলজেরিয়ার ইসলাম পন্থীদের জন্য চাঁদা, শুভাকাঙ্খী সংগ্রহ করছিল, তাছাড়া কাশ্মীর, ফিলিস্তিন, ফিলিপাইনের মতো মুসলিম মুহাজিদদের জন্য ফাণ্ড কালেকশন করছিলো।

এটা কি সঠিক? প্রমাণিত না হলে?

হ্যাঁ, হানড্রেড পারসেন্ট নিশ্চিত। প্রমাণিত তো হবে বৈকি। তোমার সাত্তার ডেন্‌জারম্যান। তার বাহ্যিক আলখেল্লা ছদ্মবেশের কৌশলমাত্র।

সেট্টার এখন কোথায় কোন কারাগারে বলতে পারো লরেন?

সাউথ প্রভেনসিয়াল জেলে। সাত্তার বড় ফেনাটিক। অস্ত্র রাখে ওরা। গোপন অস্ত্র। সমগ্র ইউরোপে ওদের আধিপত্য।

ছিঃ লরেন ওমন কথা বলো না। সেট্টার একটা নিরীহ্ সাধারণ ছাত্র। আমি তাকে জানি। সে এত নরম স্বরে কথা বলে, মনে হয় স্রষ্টা তার কণ্ঠে সরাসরি কানেকট্ রক্ষা করছেন। আমি জীবনেও তার মত মানুষ দেখিনি। শান্ত, ভদ্র, কোমল, আবেগহীন, সাহসী, অন্য ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। এমন ব্যক্তিত্ব আমার জীবনে আর কেউ চোখে পড়েনি।

তুমি তো দেখছি সাত্তারকে নির্দোষ প্রমাণ করবে? রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা আইনকে তুমি অস্বীকার করতে চাও? যাক সাত্তারকে দেখতে যাবে? আমার তো মনে হয় বিদেশী একটা সন্ত্রাসী ছাত্রের জন্য তুমি সুইসাইড করবে। তোমার মানসিক যা অবস্থা!

হ্যাঁ! অবশ্যই যাবো। শুধু কি তাই তার মুক্তির জন্যও উকিল নিযুক্ত করবো। একজন নিরীহ্ ধর্ম প্রচারককে নির্যাতন এ মানবাধিকার বিরোধী, মানুষের বিবেক বিরোধী এবং সকল দেশের সকল কালের কার্টেসির খেলাপ বুঝলে।

এরি মধ্যে আন্দালিব ঘরে প্রবেশ করে। সাথে একটা ঘাম যুক্ত চিঠি হাসতে হাসতে ব্রুনির শরীর ঘেঁষে গিয়ে বসলো। চিঠিটা এগিয়ে দিয়ে বললো, আগামীকাল আমাদের বাঙ্গালী উৎসব।

বেঙ্গালী ফেস্টিবল। নাও তোমার ইনভাইট কার্ড। ইউমাস্ট গো ব্রুনি, লরেন বললো, আমাকে যেতে দেবে তো?

ইয়েস। ইউ গো উইথ ইউর ফ্যামিলী লরেন।

ব্রুনি খুলে দেখে তাতে লেখা আছে–

সুধী,

আসছে ২১শে ফেব্রুয়ারী সুইডেনের প্রবাসী বাঙ্গালীদের উদ্যোগে বাংলাদেশ সংস্কৃতিক পরিষদ এর পক্ষ থেকে বাঙ্গালী উৎসব। এতে আপনি বা আপনারা আমন্ত্রিত। অনুষ্ঠানে প্রধান মেহমান থাকবেন বাংলাদেশের জনপ্রিয় লেখিকা তাসলিমা নাসরীন।

সভাপতিত্ব করবেন জনপ্রিয় ও পরিচিত লেখক সালমান রুশদী।

চিঠিটা ভাঁজ করে রেখে দিয়ে ব্রুনি বললো, তাসলিমা নাসরিন, সালমান রুশদী তো বিতর্কিত। বাংলাদেশ ছেড়ে ভারতে পালিয়েছে তাসলিমা। সেখানেও বিতর্কিত। যাক সেট্টারকে ইনভাইট করেছো?

নো।

কেন?

কারণ সাত্তার বাঙ্গালী জাতি সত্তা বিরোধী।

তবে সেট্টার কোন জাতীয়তার?

বাঙ্গালী জাতীয়তা হলেও তার এমন কোনো আহা মরি ডিগ্রি নেই যা সুইডেনের মত দেশের মানুষ আকৃষ্ট হয়ে যায়। তারচে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূতকে নিমন্ত্রণ করা উচিত। ভারতের বাজার পেতে হলে বাংলাদেশকে আমাদের দরকার।

ঠিক বলেছ। কিন্তু তাসলিমা, রুশদী বিশ্বময় আলোড়ন তুলেছে ধর্মীয় গোড়ামীর বিরুদ্ধে, নারী স্বাধীনতার পক্ষে তাছাড়া ইসলামী মৌলবাদীদের মুখোশ উন্মোচন করেছে। লরেন বললো।

দেখ লরেন, মুসলিম বিশ্ব একেবারে খেলনার বস্তু নয়। ৫৪টা রাষ্ট্র নিয়ে পৃথিবীর বিশাল ভূভাগ তাদের নিয়ন্ত্রণে। কয়েকটি সাগর মহাসাগর নেট বাণিজ্য তাদের করায়ত্তে। পেট্রোল বা স্বর্ণের খনি ,তামা, মুক্তা এসব তো মুসলিম বিশ্বের ভূখণ্ডেই পাওয়া যায়। তাছাড়া তাদের রয়েছে বিপুল জনশক্তি। চীনকে যদি আমরা সম্মান করি তাদের জনসংখ্যা ও কর্মদক্ষতাকে, জাপানকে যদি ভয় পাই তাদের প্রযুক্তির কারণে, ভারতকে যদি তোষামোদ করতে পারি তাদের সমর সম্ভারের কারণে, ইস্রাইলকে যদি সম্মান দেখাতে পারি তাদের এগ্রেসিভ আইমিন অগ্রাসী শক্তির কারণে। রাশিয়াকে যদি মাথায় তুলতে পারি তাদের পারমাণবিক শক্তির কারণে, বসনিয়ার পাঠকদের যদি আমরা পশ্চিমারা গোপনে নীরব সমর্থন দিতে পারি ১২০ কোটি মুসলমানের স্বাধীন সার্বভৌম ৫৪টি রাষ্ট্রকে কেন আমরা সম্মান দেখাব না। তাদের ধর্মীয় মূল্যবোধে কেন আমরা আঘাত দেব। সুন্দর জীবন ব্যবস্থা ইসলামকে কেন মৌলবাদ বলে গালি দেব।

গুড আইডিয়া ব্রুনি। এটাকি আমাদের মানে ইউরোপ আমেরিকার কূটনৈতিক পরাজয় নয়? আমি বিশ্বাস করি মুসলমানদের ধর্মীয় উৎসবগুলোতে

পশ্চিমা শাসকগণের বাণী দেওয়া উচিত। একজন ইসলামী চিন্তাবিদ মৃত্যুবরণ করলে তাদের পক্ষ থেকে পজেটিভ কমেন্ট আসা উচিত। যেমন কিছুদিন আগে–

বল,

লরেন বললো– কিছুদিন আগে ফিলিস্তিন, ইসলামী সমাজ বাস্তবায়নের নেতাকে গুলি করে মারা হলো। পশ্চিমা রাষ্ট্র প্রধানগণ একটা বিবৃতি দিল না। আমি মনে করি এটা পশ্চিমাদের ইসলাম ও মুসলমানদের আণ্ডার কস্টিমেইট করার ঘৃণিত কৌশল। এমনটার পরিণতি কখনো শুভ নয়। তবে যারা মুসলিম মৌলবাদী বলে গালি দিতে পারে তাদের জন্য পশ্চিমা রাষ্ট্রগুলো বিবৃতি দিতে কার্পণ্য করে না। দেখনি কয়েকদিন পূর্বে পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রীকে হত্যা করা হল।

তোমার কি স্মরণ আছে ইরানে ইসলামী বিপ্লবের সময় আমরা পশ্চিমারা শুধু ইরানকে গালি দিতে দিতে হয়রান হয়ে পড়েছিলাম। আর বলেছি ইরান মধ্যযুগে ফিরে যাচ্ছে। হাত কাটা সঙ্গেসার করা এবং বোরখার আবরণে ইরান ডুবে যাবে। আর এখন ইরান সামরিক শক্তি প্রতিযোগিতায় অগ্রসরমান পারমাণবিক শক্তি অর্জনে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। জাপান কি আমাদের পশ্চিমাদের থেকে কূটনীতি কম বুঝে?

মানে?

মানে আমেরিকা যখন ইরানের পারমাণবিক শক্তি অর্জনে বাঁধা স্বরূপ বাণিজ্যিক নিষেধাজ্ঞা আরোপ করলো জাপান তাতে সায় দিল না। তা ছাড়া-

বল ক্রনি।

তাছাড়া জাপান হচ্ছে ইরানের অন্যতম অর্থনৈতিক বন্ধু, তাহলে এর অর্থ কি এ নয়, একটা মুসলিম দেশে কোন সরকার এলো মৌলবাদী না ধর্মনিরপেক্ষ, জাতীয়তাবাদী না সামরিক স্বৈরাচার এ ব্যাপারে আমাদের মাথা ঘামানো সময় ক্ষেপণের লক্ষণ।

হ্যাঁ। দেখ, জাপান ইরানকে স্বীকৃতি দেওয়ার অর্থ কি? তার মানে এ নয় কি? জাপান ইরানের ইসলামী বিপ্লবকে মেনে নিয়েছে। ইসলামের শরীয়াত তাদের কাছে কোন বিষয় নয়। অথচ আমরা পশ্চিমারা এখনও ইসলাম এবং মুসলমান সম্পর্কে ফ্রি হতে পারিনি। কি একটা হীনমন্যতা, কি একটা সাম্প্রদায়িক মনোভাব আমাদেরকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। তাই একটু বিবেক

খেয়াল করলে দেখবে মুসলিম রাষ্ট্রে অমুসলিম স্বাধীনতাকামীদের আমরা স্বাধীনতাকামী বলি অথচ একই দাবীতে কিছু কিছু অমুসলিম রাষ্ট্রে মুসলমানরাও স্বাধীনতার জন্য আন্দোলন করছে। যেমন- কাশ্মীরের মুসলমান আন্দোলন করছে, তাদেরকে আমরা স্বাধীনতাকামী না বলে কাশ্মীরের বিচ্ছিন্নতাবাদী বলে গালী দিচ্ছি। আবার....................

তাই নয় কি লরেন?

লরেন হাসলো শুধু।

তাহলে বুঝা গেল আমরা পশ্চিমারাও এক ধরনের গোপন মৌলবাদের ধারণা পোষণ করি যা ইতিমধ্যে আয়নার মত স্পষ্ট প্রমাণিত হয়েছে। ইংল্যাণ্ডের প্রধানমন্ত্রী জন মেজর তো ঘোষণা দিয়েই দিয়েছে আমরা ইউরোপে কোন মুসলমান রাষ্ট্র সহ্য করবো না।

তাহলে কি বুঝা গেল, মুসলমানরা মৌলবাদী না আমরা? মুসলমানরা সংকীর্ণ না পশ্চিমারা?

ব্রুনি তুমি সব কথা ঠিক বলেছো। আমি বিশ্বাস করি মুসলমানরা একটা পরাশক্তি হতে পারতো। সে উপায় উপকরণ তাদের ছিল, প্রযুক্তি জনশক্তি এবং টেকমোক্রেট পরাশক্তি হওয়ার প্রাথমিক উপকরণ কিন্তু।

মুসলমানরা বড় অদ্ভুত জাতি। এরা শিয়া, সুন্নী, ওহাবী, হানাফী ইত্যাদি গোবর চাটা করে নিজেরা নিজেরা এত বেশী আত্মকলহ করে যে শয়তানেরও তাতে হাসি পায়। লজ্জায় অবনত হয় শয়তানের শির। তাই নয় কি?

হ্যাঁ।

দেখ, মুসলিম রাষ্ট্র প্রধানদের যদি ঐকমত্য থাকতো আর সাধারণ মুসলমান যদি ইসলামী সমাজ বাস্তবায়নে ভোট দিত তাহলে একই চেইনে মুসলমান চলে আসতো। চেইন অফ কমাণ্ড তৈরী হলে আমরা পশ্চিমারাও অনার করতাম তাদেরকে। কিন্তু এখন তো তাদের মাঝে চেইন অফ কমাণ্ড নেই। বরং ইরাক যদি কাঁদে, সৌদি আরব হাসে। ইরান যদি বেকায়দায় পড়ে আমীরাত মজা পায়। পাকিস্তান যদি ভারতের হুমকির মুখোমুখি হয় বাংলাদেশ তামাসা দেখে। তুরস্ক যদি কুর্দী বিদ্রোহে নাস্তানাবুদ হয় সিরিয়া দর্শকের ভূমিকা পালন করে। শিয়াবাদী মিছিল করে সুন্নীরা তখন দরূদ পড়ে। ওহাবীরা যদি কাশি দেয় লা মাজহাবীরা ধমক দেয়। আলজেরিয়ায় গৃহযুদ্ধ বাঁধলে মরক্কো, তিউনিসিয়া ইস্রাইলের সাথে

আঁতাত করে ইসলাম উৎখাতের শপথ নেয়। বল এমন বিচিত্র মতাদর্শ এমন দেশ তুমি দেখেছো? এদের বিপর্যয় তো অনিবার্য। কি বল ক্রুনি।

তবুও একটা আশার আলো মুসলমানদের ভিতরে কাজ করছে এ শতাব্দী ইসলাম বিজয়ের শতাব্দী।

যেমন?

যেমন বিশ্বে ইসলামী সমাজ বাস্তবায়নের অগ্রযাত্রা।

সে অগ্রযাত্রা তো ধীর এবং অন্তর্মুখী।

না, লরেন সে অগ্রযাত্রা তো প্রচণ্ড গতিময়, এতো তীব্র উত্তাল উর্মি মালার মত ধাবমান। তা বিশ্বে একটা বিপ্লব আনবেই আনবে। যেমন তুরস্কের কথাই ধর-ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্রে কীভাবে ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে!

এটা কিসের সংকেত। মুসলমানগণ তাদের খেলাফত ফিরে পাবার এ সত্যিই সুবর্ণ সুযোগ। তাছাড়া এদের একটা ট্রাস্টি কোম্পানী রয়েছে যা ইসলামী সমাজ বাস্তবায়নের জন্য অর্থ যোগান দেয়। সেই কোম্পানীর পুঁজির পরিমাণ ২০ কোটি ডলার। অনুমান করে দেখ বিশ্বে ইসলামী সমাজ বাস্তবায়ন কত নিকটে, কত আসন্ন।

লরেন মাথা ঝোঁকে সায় দিল। আচ্ছা আজ উঠি। আমার আবার গীটার বাজাতে হবে এক অনুষ্ঠানে। লরেন চলে গেল।

ধীর পদক্ষেপ বিকশিত ব্যক্তিত্বের চাপ, স্বর্গীয় দ্যুতির ঝলক সাত্তারের চোখে মুখে।

একটু দ্রুত লয়ে এসে ক্রুনির রুমে ঢুকতেই বললো, গুড আফটার নুন ক্রুনি। বসতে বসতে 'ইসলাম পরিচিতি' বই পড়া শেষ হয়েছে? ক্রুনি তোমরা দেখি পাশ্চাত্যের ইহুদী খ্রিষ্টানরা শুভ কামনারও প্রতি-উত্তর ভুলে গেছ।

কেন যাবো না? আমরা তো সেক্স অভিজ্ঞতা নিয়েই ব্যস্ত। ফ্যাশনের মাঝে আত্মহারা, সংগীতে আত্মনিমগ্ন। সত্যিই আমরা ইউরোপীয়রা ধর্মের খুঁটিনাটি সব আমাদের জীবন থেকে নির্বাসিত করে দিয়েছি। তোমার দেওয়া বইটি আমার পড়া শেষ। প্লিজ আরো বই দাও। আমি অবাক হচ্ছি। এতো সুন্দর জীবন ব্যবস্থাকে পশ্চিমারা কেন ব্যঙ্গ করছে?

আজ তোমার জন্য "ঈমানের হাকীকত" বইটি নিয়ে এসেছি। যা আমাকে আলোকিত পথ দেখিয়েছিল। আমি মুসলিম হয়েও নামায ছাড়া ইসলামের আর কোন কিছুই বিশ্বাস করতাম না। আমাদের দেশের লক্ষীপুরের মিজানুর রহমান মোল্লা আর দেবরাম পুরের হাফেজ আবদুল কাদির এই বইটির মাধ্যমে আমার ভুল সংশোধন করেছিলেন। এই নাও তোমার জন্য বইটি নিয়ে এসেছি। এটিও বিংশ শতাব্দীর ইসলামী রেনেসার পথিকৃত এক দার্শনিকের লিখিত। এক্সিলেট বই ক্রনি।

ক্রনি হাত বাড়িয়ে বইটি নিল আর বললো, সেট্টার তোমরা মুসলমানরা যদি ইউরোপে সত্যিকারভাবে ইসলাম তুলে ধরতে পারো। এক দুই দশকের মধ্যে ইউরোপ হবে ইসলামের ভূখণ্ড। তারপর একটু থেমে বললো- সেট্টার তোমাকে একটা ভিন্ন কথা জিজ্ঞেস করবো বলে অনেকদিন ধরে ভাবছি। আমার মনে হয় তুমি মাইণ্ড করবে না। আর আমি এটা জানি যারা ইসলাম ড্রিল করে ওরা সংযমী এবং ধৈর্যশীল হয়। যাক আমি বলবো?

বল সে কথা কী? তবে তোমার কথার মধ্যে অবশ্যই ক্রিয়েটিভ কিছু থাকতে হবে।

হ্যাঁ, ক্রিয়েটিভ তো বটেই! আচ্ছা ইসলাম ধর্মে ভালোবাসা কি নিষিদ্ধ সেট্টার? আমার তো মনে হয় এ ব্যাপারে তোমাদের শরীয়াত একটা কেয়ারফুল সেন্সর করে রেখেছে।

নো রাইট নিষিদ্ধ নয়। তবে শর্ত আরোপ করেছে। সে শর্তগুলো যুক্তিভিত্তিক, বিজ্ঞানধর্মী, অর্থপূর্ণ এবং মানুষের বিবেক বুদ্ধির বৃত্তে পরীক্ষিত।

যেমন! বিস্ময়ে জানতে চাইলো ক্রনি।

যেমন ধর, কোনো মেয়ে যদি অন্য কোনো ছেলেকে ভালোবাসে তা যাচাই করে দেখতে হবে এর পিছনে জৈবিক কারণ কতটুকু রয়েছে। যদি জৈবিক কারণ

থাকে তাহলে এটা হারাম। শুধু হারাম নয় এটা ব্যভিচার। এটার জন্য চরম শাস্তির বিধান রয়েছে। যেমন ব্যভিচার সম্পর্কে আল্লাহ পাক কুরআনে বলেন–

আয্যানিয়াতু ওয়ায্যানি ফাজলিদু কুল্লাওয়াহিদীম মিনহুমা মিয়াতা জালদাহ!!!

আর যদি পাত্র ও পাত্রী বিয়ের উপযুক্ত হয় পরিবারে মুরুব্বীদের আর্থিক সমস্যা না থাকে, ব্যক্তিগতভাবে পাত্র যদি সক্ষম হয়, পুরুষের সকল বৈশিষ্ট্য যদি পাত্রের কাছে বিদ্যমান থাকে তাহলে একে অপরকে যাচাই করে বিয়ের প্রস্তাব দিতে পারে এবং পাত্র-পাত্রী একান্তে মতবিনিময়ও করতে পারে। তবে ব্রুনি একটা কথা তোমাকে মনে রাখতে হবে– ইসলাম বিয়ের পরই ভালোবাসার ছাড়পত্র দেয়। স্ত্রীকে যত পার ভালোবাস, স্বামীকে যত পার আপন করে নাও। তোমাদের ইউরোপের মানুষ আজ বন্ধনহারা। যে হারে ডিভোর্স, নারী নির্যাতন, ঘর ভাঙ্গা বাড়ছে আমার তো মনে হয় ইসলামই সে শূন্যস্থান পূরণ করবে।

হাউ প্রক্সিলেন্টল। আহ্ হাউ নাইচ কমেন্ট!

তাহলে আমি আর তুমি দু'জন বিয়ে করেই ফেলি। মাফ কর সেট্টার। আমাদের ইউরোপের..... মেয়েদের শরম একটু কম। অবশ্য তোমাদের বাংলাদেশের মেয়েরাও কম না। আমার এক বান্ধবী তো তার বাবাকে বলেছে আমার জন্য বর ঠিক কর না হয় আমিই বেছে নেব।

হ্যাঁ কী যেন বলতে চেয়েছিলে ব্রুনি? আমি কিন্তু তোমার কথা বুঝতে পেরেছি। হ্যাঁ যদি বল সেট্টার আমার তো মনে হয় আমাকে তুমি সাইজ করতে পারবে না। কারণ একজন দায়ীকে আল্লাহই পারে তুমি এনজেল।

ইসলাম ধর্মে সামনাসামনি সুনাম করা নিষেধ আছে। প্লিজ স্টপ ব্রুনি, আমাকে গুনাহগার বানাবে না। এমন কথা বললে আমি আর আসবো না।

আহ্ তাহলে ঠিক আছে আমি নীরবে নীরবে তোমার সুনাম করবো, গোপনে গোপনে তোমায় স্মরণ করবো, হৃদয়ে হৃদয়ে তোমার ছবি আঁকবো।

না আমি আর বসবো না কারণ তুমি হলে অন্য সাইডের লোক। প্লিজ তুমি কিছু খাও তো। এতক্ষণে ডায়ালগ করলে পেটের ক্যাটালগ ঠিক থাকে নাকি? ব্রুনি ভিতরের রুমে গিয়ে নাস্তা তৈরীতে লেগে গেল।
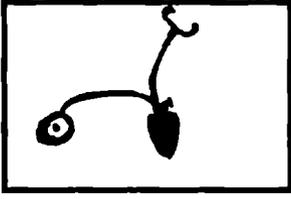
আন্দালিবের রোগ ডাক্তাররা ধরতে পারছে না। কী যে হলো আন্দালিবের, চিকিৎসার পর চিকিৎসা করা হচ্ছে। বন্ধু-বান্ধব, শুভাকাংখী গার্ল ফ্রেণ্ডস বাঙালী পরিষদ প্রত্যেকে আপ্রাণ চেষ্ট চালাচ্ছে -আন্দালিবের রোগ চিকিৎসা করার জন্য। আসলে এ রোগ মাতৃ অভিশাপের, এ রোগ উদ্দাম চলার পরিণতি; আদ সামুদ জাতির উপর পতিত গজবের পুনরাবৃত্তি। এ শাস্তি আন্দালিবের উপর নয় সমগ্র ইউরোপের উপর নেমে আসতে পারে। আন্দালিব এক মাস প্রায় শুয়ে আছে। উঠতে পারছে না। কেউ ধরে বের করেও নিতে আসে না। একাকী নিঃসঙ্গ। ইউরোপে কাজের মেয়ে পাওয়াও কঠিন। আন্দালিবের মত ধনী পিতার সন্তান আজ সর্বহারা। এটাই নিয়তি। আজ তুমি আনন্দে লাফা-লাফি করছো কাল দুঃখের সাগরের যাত্রী। একজন মুসলমানকে এটা মনে রাখতে হয় আমৃত্যু।

একদিন বাথরুমে সেন্সলেচ হয়ে ঢলে পড়ে যায় আন্দালিব; কয়েক ঘণ্টা হুশ ছিল না। ওখানেই পড়ে থাকলো অসহায়ভাবে। কোন লোক বাথরুমে আসলো না। বিজয় স্মরণীর ব্যাংক-ভবন ভেঙ্গে পড়ার মতই মনে হয়। চাপা পড়ে হুশ থাকলেও বের হতে পারেনি শ্রমিক, উদ্ধার কর্মীর অভাবে। পঁচা গলা যে লাশ বের করা হয় ৪/৫ দিন পরে। আর আন্দালিবের বাথরুম তো প্রাইভেট, ওয়েল প্রটেকটেড। হুশ যখন ফিরে এলো খুড়িয়ে খুড়িয়ে রুমে এলো। কিন্তু ময়লা আবর্জনা বিশ্রি দুর্গন্ধ এবং দুড়ুম করে পড়ার সময় নাক ফেটে যে রক্ত বের হয়ে এসেছিল ওগুলোয় সোঁদা সোঁদা গন্ধ। সব মিলিয়ে আন্দালিবকে দুনিয়ার সবচেয়ে অসহায় মানুষ মনে হলো। যার পদচারণায় মুখরিত ছিল পার্ক রেস্তোরা ফ্রি সেক্স এরিয়া, সমুদ্র সৈকত, হোস্টেল, মোটেল, জার ক্লাব সেই আন্দালিব আজ এত অসহায়। এ যেন জীবন নাটকের শেষ অধ্যায়। মানব পরিণতির মর্মান্তিক শিক্ষা। হঠাৎ কন্ডোলিসা ঘরে ঢুকে আন্দালিবকে দেখেই খিল খিল করে হেসে বললো– ও মাই গড এই আন্দালিব তোমার কী হয়েছে! তুমি দেখছি বাথরুমের ময়লা সব ঝেড়ে নিয়ে এসেছো তোমার বডিতে করে। একি তুমি

ম্যাড! আমি তো দেখছি তুমিই- এখন বাথরুম হয়ে গেছো। একি! ফুল ম্যাড। হা-হা হা বিকট হাসি হাসতে থাকে কন্ডোলিসা।

চুপ কর কন্ডোলিসা। বকবক করবে না। আমার পরিণতি দেখে তোমার শিক্ষা নেওয়া উচিত। আজ আমার ভীষণ খারাপ লাগছে। আমি মনে হয় বাঁচবো নারে কন্ডোলিসা! অতি করুণভাবে বললো আন্দালিব।

ডাক্তার দেখিয়েছো?

তাতো অনেক আগে দেখালাম। আজকেও একটু আগে এসে দেখে গেলেন।

কী বলেছে?

বলেছে তোমার অবস্থা মোটেই ভালো নয়। আমরা মেডিক্যাল টীম গঠন করে তোমার রিপোর্ট-এক কপি তোমার কাছে পাঠাবো। তুমি রেস্টে থাক। আর তোমার রিলেটিভদের খবর দাও। কন্ডোলিসা, তুমি তো আমার সেক্স রিলেটিভ। প্লিজ আমার কাছে একটু থেকো। আমার ভয় করছে ভীষণ।

আচ্ছা যাকগে ভালো হয়ে যাবে? ভয় কর না? মৃত্যুকে এতো ভয় কর। আমি তো তোমাকে ভারতীয় লেখক রুশদির মত ভাবতাম। কেমন করে বুঝলে আমি রুশদীর মত হব কন্ডোলিসা।

তোমার স্বাস্থ্য এখনও অটুট রয়েছে। দেহের টেম্পার কমেনি। ও হ্যাঁ তোমাকে রুশদী মনে করতাম এজন্য যে, আমাদের ইউরোপীয়দের থেকে তুমি অধিক আধুনিক আর ইসলাম বিরোধী ছিলে। আমরা যদি বয় ফ্রেন্ডদের শিষ দিয়ে ডাকি তুমি গার্লফেণ্ডদের কান ধরে নিয়ে এসো। বুঝলে বন্ধু। আর ইসলামকে যদি আমরা মধ্যযুগীয় বলি তুমি আরো জোরে ইসলামকে আক্রমণ করে বল, ইসলামের দিন ফুরিয়ে গেছে।

তাই নাকি? খুশিতে পাগল হয়ে যাওয়ার মত অবস্থা আন্দালিবের। আন্দালিব মনে করলো এটা তার মডার্ণ নীতির নিশ্চয়তা প্রদান করা হচ্ছে।

হ্যাঁ, আচ্ছা তুমি কাপড়গুলো বদলাবে না?

তা ভাবছি। কিন্তু কী করে বদলাবো।

তাহলে আমি ক্লিনারকে টেলিফোন করছি।

ক্লিনার লাগবে কেন? তুমি আমাকে ধর। আমি কাপড় খুলে নিই।

নো নো আন্দালির এটা খুব বিশ্রী বলেই রিসিভার ধরে কন্ডোলিসা ফোন করতে শুরু করে দেয় জোরে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে- হ্যালো হ্যালো !

হ্যাঁ কাকে চান।

ক্লিনার জুয়ান ফুয়াংকে।

আমিই জুয়ান।

প্লিজ ইউ কাম হারি আফ রোড নং-২ হাউজ নং থ্রী নাইন সিক্স, রুম নং এলেভেন সুরাকান ভিলা। প্লিজ কাম।

জুয়ান ফুয়াং গাড়ী করে এলো, শা করে নেমে সোজা আন্দালিবের রুমের সাথে ওয়াশিং এর সকল উপকরণ। পুরো ওয়াস করে দুগন্ধযুক্ত কাপড়গুলো নিয়ে চলে গেল জুয়ান।

আন্দালিব ফিস ফিস করে বললো, আচ্ছা কন্ডোলিসা, তুমি কি আমাকে ভালোবাস? আমি যে তোমাকে খুব খু-ব মানে বুঝলে?

হোয়াই? ব্রুনি তো।

নো, সি ইজ হোপলেচ। তাছাড়া ব্রুনির মেনটালিটি ভিন্ন।

সত্যি করে বল তুমি আমাকে ভালোবাসো কিনা? আমার জীবনে একটু ভালোবাসা প্রয়োজন।

দেখ আন্দালিব, তোমাদের বাঙালী ছেলেরা নারী দেখেই মনে করে এ বুঝি আমার হয়ে গেল। তোমার দেখি সে একই রোগ। আমি তো তোমার গার্লফ্রেণ্ড মাত্র। এ তুমি কেন বুঝ না?

না কন্ডোলিসা সোজা কথা বল। আমি আজ মৃত্যু শয্যায়। তাছাড়া বড় একাকী। আমার মনে ঘর করতে ইচ্ছা করছে। আ-মি-আ-ইয়ে আমি কথা বলতে পাচ্ছি না। কিন্তু জীবনকে শেষবারের মত একটু ট্রাই করে দেখি, তুমি কথা দাও।

আন্দালিব তুমি জীবনকে নিয়ে কী ভাবছো জানি না। কিন্তু আমি মনে করি জীবন অবাধ থাকাই ভালো। একটা নির্দিষ্ট গলিপথ সব সময় বৃহত্তর অভিলাষকে পথ করে দিতে পারেনা। আমি তোমাকে ভালোবাসি এটা নিশ্চিত কিন্তু আমাকে তুমি ষোলআনা পাবে না। আর আমাকে নিয়ে তুমি ঘর করেও সুখী হবে না। আমি বহির্জগতের মানুষ। প্রেম মন এসব আমি বুঝি না।

দুটো দিন আমার কাছে থাকো। আমি অনুভব করতে চাই নারী হৃদয়ের কুসুম কোমল হাতের পরশ; সত্যিই আমি তখন ভালো হয়ে যাবো। তোমার সান্নিধ্যে ভালো হয়ে যাবো।

শেষ কথা বললো আন্দালিব, আমার মাথায় পেইন করছে।

এমন সময় হাসপাতালের একটা বেয়ায়ার আন্দালিবের মেডিক্যাল রিপোর্ট নিয়ে এলো।

আন্দালিবকে হাতে দিয়ে বললো, আমি যাচ্ছি আপনি পরে যোগাযোগ করবেন আমাদের কনসাল্ট্যান্টের সাথে।

আন্দালিব রিপোর্ট পড়েই ঘুরে পড়ে গেল। কন্ডোলিসা দৌড়ে এসে আন্দালিবকে ধরে ফেললো। একি তুমি এমন করছো কেন আন্দালিব। এতো ইমোশন ভালো নয়।

আন্দালিবকে শুইয়ে দিয়ে কন্ডোলিসা নিজেই রিপোর্ট পড়তে শুরু করে। মাথায় হাত রেখে জিভ কেটে, শব্দ করে চিৎকার দিয়ে বললো, এইডস!

এইডস ভাইরাস! আমি যাইগা। আমি কেটে পড়ি আর আসবো না! ও মাই গড আমাকে রক্ষা করতে হবে। রক্ষা কর মসীহ্। রক্ষা কর মেরি। এ বলে কন্ডোলিসা নিমিষেই গেইট পার হতে যাচ্ছিল।

রুম থেকে আন্দালিবের অসহায় কণ্ঠস্বর শুনা যাচ্ছিল, কন্ডোলিসা আমাকে ফেলে যেও না। আমি যে একা। আমি একাকী মরে যাবো। আমাকে সেবা করবে কে? আমার একটা লাইফ পার্টনার প্রয়োজন। ঠিক আইরিনের মত। আমার আইরিনের মত। আজ আমি বুঝতে পারলাম, ইউরোপের মেয়েদের হৃদয় বলতে কিছু নেই। শুধুমাত্র হৃদয়পিন্ডই তাদের অনুভূতির নিয়ন্ত্রক শক্তি। এই যা। একটা স্বার্থপর মেয়ে কন্ডোলিসা। আইরিন আমার কাছে একটি ফোন কর। একটি ফোন....... কেঁদে কেঁদে আইরিন তুমি সত্যিই মমতাময়ী। তুমিই তো লিখেছিলে- আন্দালিব, আল্লাহ ও রাসূলের (সাঃ) নির্দেশ স্বামীর অনুগত থাকা।

এমন সময় প্রাণী বিজ্ঞানী ইয়েল বার্গ এবং আইরিন আন্দালিবের রুমে ঢুকে। সুইডেনের বিজ্ঞান সেমিনার শেষে সোহেলী রহমানের অনুরোধ থাকায় আন্দলিবের ঠিকানা নিয়ে এসেছে। বোরকায় আইরিনের মুখ ঢাকা। সুদুর সুইডেনে বোরকা পরে, কোনো অপরিচিতা নারী আন্দালিবের রুমে আসবে এতো চিন্তার বাইরে। চিনতে পারেনি আন্দালিব আইরিনকে। এর আগে কেউ কাউকে মুখোমুখি দেখেনি। কারণ দু'জনের বিয়ে তো হয়েছে টেলিফোনে। বাংলা ভাষায় কথা হচ্ছিল দুজনের তাই ড. ইয়েল বার্গও বুঝে উঠতে পারছে না।

আইরিন বললো, আপনি আমাকে হয়তো চিনবেন না– আমি আমার পরিচয় দিচ্ছি না। তবে প্রথমেই বলছি আপনি কতদিন ধরে অসুস্থ?

এ ধরুন দুই মাস। কিন্তু আপনি কে? পরিচয় দিন, প্লিজ পরিচয় দিন।

জ্বিনা, পরিচয় প্রয়োজন নেই। আপনাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাই।

না আমি ডাক্তারের কাছে যাবো না।

কেন?

আমি এইডস্ রোগী। গিয়ে আর কোনো লাভ নেই।

তারপরও চিকিৎসা প্রয়োজন। প্রতিরোধ দরকার। এ নি-ন, আপনার মা সোহেলী রহমান আপনার জন্য খেজুরের গুড়, ভাজী সীমের বিচি, পাকা আমের আমসী, নারিকেলের শাসের চিড়া, কবুতরের গোস্ত ভাজি এবং কাছকি মাছের ড্রাই তরকারি দিয়েছে। আপনি নাকি এগুলোকে খুব পছন্দ করেন। হাত বাড়িয়ে আন্দালিব এগুলো নিয়ে নিল।

আপনাকে যে এখন চিকিৎসার জন্য যেতে হবে।

না আমি যাবো না। ড. ইয়েল বার্গের দিকে তাকিয়ে, আচ্ছা উনি কে?

উনি হচ্ছেন ড. ইয়েন বার্গ। বিশিষ্ট পদার্থ বিজ্ঞানী, আর আজকে আপনার মেহমান।

কিন্তু আপনারা কেন এসেছেন? প্লিজ রহস্যটা বলুন। বলুন বলছি।

জ্বি না বলা হবে না।

আচ্ছা আপনার নাম কি আন্দালিব নয়?

হ্যাঁ। একি! আপনি আমার নামও জানেন?

আপনার মায়ের নাম সোহেলী রহমান। বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে আপনার জন্ম; যেখানে কিছুদিন পূর্বে সিডর সবকিছু কেড়ে নিয়েছে। আপনি মৌলবাদী বামপন্থি রাজনীতি করতেন। ইসলামের শরীয়াতকে নিয়ে ঠাট্টা করতেন।

হ্যাঁ। তবে আপনি কি যাদু শিল্পী, টেরিপ্যাথি জানেন?

নো, ওগুলো জানতে যাবো কেন? এমনিতেই আপনার মতো লোকদের নাড়িভূড়ি চেনা যায়।

আচ্ছা আপনি কি পি. এইচ. ডি করতে এসেছেন?

আন্দালিবের প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে আইরিন বললো, ও আচ্ছা ক্রনিকে চিনেন? সেতো আপনার গার্লফ্রেণ্ড– সী সোরে, বারে, পার্কে কত ছবি তুলেছেন দু'জনে।

কী যে বলেন–

হ্যাঁ ঠিক বলছি। আচ্ছা কন্ডোলিসাকে চিনেন? সে আপনার জীবনের ঐতিহাসিক গার্লফ্রেণ্ড। তাকে নাকি আপনি পাশে পাশে রাখতেন।

কেন? আপনি কী করে জানেন?

কন্ডোলিসাও আপনার ওয়াইফ এর ভূমিকায় অভিনয় করেছিল। না আর বলছি না। আপনি রাগ করবেন। কম্যুনিস্ট তো আপনারা।

আমার বিরুদ্ধে গণবিপ্লব শুরু করে দেবেন শেষে।

আচ্ছা আপনি এতো কিছু জানলেন কী করে? প্লিজ বলুন।

জ্বীনা বলা যাবে না। আমি বললেও লাভ হবে না। আচ্ছা বলুন তো আপনি একজন এইডস্ রোগী মৃত্যুর সম্ভাবনা নাইন্টিনাইন পারসেন্ট। আল্লাহ্‌র কথা স্মরণে আসে এই মুহূর্তে?

নাতো! এ মুহূর্তে আমার শুধু আইরিন নামের একটি মেয়ের কথা মনে পড়ে।

আমার অনুরোধ তাওবা করুন। আপনার আম্মা সোহেলী রহমানের কাছে একটা পত্র দিন আর ক্ষমা চেয়ে নিন। কেননা হাদীসে আছে, জননীর পায়ের নীচে সন্তানের বেহেশত। মাকে আপনি বড়ই কষ্ট দিয়েছেন। মায়ের আদর্শের সাথে বেইমানী করে, ইসলামকে দূরে ছুড়ে দিয়ে আপনি রুশদী তাসলিমার মত জঘন্য অপরাধ করেছেন।

আপনি একি রহস্যময় কথা বলছেন। আমার আম্মাকে চিনেন কী করে? আম্মা আমার ভালো আছে?

হ্যাঁ, রহস্যময় কথাই বলছি। আপনার সাথে এভাবে কথা বলা দরকার। আমি কি তওবা করতে পারি– তাকি কবুল হবে? আল্লাহ কি এত দয়ালু?

হ্যাঁ হ্যাঁ, আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হওয়া কবীরা গুনাহ। আল্লাহ কালামে মাজীদে বলেছেন, লা তাক নাতু মির রাহমাতিল্লাহ অর্থাৎ আমার রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না।

সময় অনেক হয়েছে আমরা উঠি। আপনার জন্য একটা হাসপাতালের সিট কনট্রাক করা হয়েছে। যত টাকা লাগে আমি বহন করবো।

আপনি বহন করবেন? কিন্তু কেন?

হ্যাঁ এটাই ইসলাম। যেভাবে কবিরা বলেন-
আমার এ ঘর ভাঙ্গিয়াছে যেবা
আমি বাঁধি তার ঘর,
আপন করিতে কাঁদিয়া বেড়াই
য মোরে করেছে পর।

বুঝলেন? আমি জানি আপনার বুঝতে কষ্ট হবে। যারা সারা জীবন ইসলাম বুঝতে চেষ্টা করেনি। সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতার পেশায় আপনাকে এতই নেশাগ্রস্থ করেছিল যে, আপনি আল-কুরআনের রাজ বুঝতেন না, সৎলোকের কথা বলা হলেই ইসলামকে গালি দিতেন। যাক সে অনেক কথা।

আচ্ছা আপনি কে? দেখতে মিশরীয় মহিলা কিন্তু, বাংলা ভাষায় কথা বলছেন যে? মিশরীয় মহিলারা ইখওয়ান করে, তারা না হয় ইসলামী সমাজ বাস্তবায়নে কাজ করছে কিন্তু আপনি? আপনি দেখছি ওদের মতোই ইসলামের পক্ষে কথা বলছেন!

হ্যাঁ, আমিও ঐ সমাজ বাস্তবায়নের কর্মী; যারা সৃষ্টিকর্তার বিধানের আলোকেই নিজেকে এবং সমাজকে সাজাতে চায়। আপনার জন্য যে হাসপাতালে সিট কনট্রাক করেছি এ নিন কার্ড। এ নিন প্রয়োজনীয় কাগজপত্র। আর এ নিন ১০ হাজার ডলার আপনার খরচের জন্য। আমি জানি বাংলাদেশ থেকে আপনি পড়তে এসে সবকিছু খালি করেছেন সুইডেনের নারীদের পিছে দৌড়ে। তাই হাত খালি। আপনি নিরস্ত্র হয়ে এখন মৃত্যুর অপেক্ষায়।

হ্যাঁ ঠিক বলেছেন। আমার হাতে কোনো টাকা নেই। সিগ্রেট খেতে পারি না। আ-আমি সিগ্রেটের বদলে আমার আঙ্গুল চুষি। বুঝলেন? সব বুঝি বদ অভ্যাসও তাহলে আছে?

হ্যাঁ। একজন লোক যখন খারাপ কাজের অভ্যাস করে দুনিয়ার সকল মন্দই তার মধ্যে অনায়াসে চলে আসে। আমিও তাই। যাক আরো টাকা লাগলে এ ঠিকানায় লিখবেন। নিন, আন্দালিব ঠিকানা নিয়ে পড়তে থাকে–

ড. আইরিন ।

প্রযত্নে কোরআনিক হার্ট এণ্ড সাইন্টিফিক রিসার্চ সেন্টার।

আর পড়তে পারলো না। চিৎকার করে বলতে লাগলো, তুমি তু তু তুমি আইরিন ! আমার আইরিন! খুশীতে পাগল হয়ে চিৎকার করতে লাগলো।

না। আপনার আইরিন নয়। গুনাহ্ হবে একথা বললে। এখন আমি আর আপনার আইরিন নই। চললাম, আল্লাহ হাফেজ। আগামীকাল ফ্লাইট। পরশু ঢাকা পৌঁছে যাবো ইনশাআল্লাহ দরজায় যেতে যেতে বললো আইরিন।

আন্দালিব খুড়িয়ে খুড়িয়ে কয়েক পা এসে জানালা দিয়ে উঁকি মেরে বললো, আইরিন আইরিন আমিও যাবো আগামীকালের ফ্লাইটে– ঢাকা যাবো। ঢাকায়।

কিন্তু কে জানে আন্দালিব তার জীবনের বাকী দিনগুলোতে জন্মভূমি ঢাকার বিমান বন্দর দেখবে কিনা, নাকি জীবনের হাসি-খুশী এ রঙ্গমঞ্চ থেকে আন্দালিব হারিয়ে যায় মৃত্যুর অনন্তপথে। দূরে– বহুদূরে।

সাত্তার অনেক দিন ধরে বন্দী জীবন যাপন করছে। তার বিরুদ্ধে রাষ্ট্রীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গ, মৌলবাদের প্রচার, সুইডেনের ধর্মনিরপেক্ষনীতির আবমাননার অভিযোগ রয়েছে।

জেলখানায় আরো যে সব দেশের মুসলিম বন্দীরা ছিল সেগুলোর মধ্যে মিশর, আলজেরিয়া, তিউনিসিয়া, ইরাক, ফিলিস্তিন, মরক্কো, জর্ডান ও তুরস্ক অন্যতম।

মিশরের আবদেল হানি ইউনুস, বাংলাদেশের আব্দুর রহিম জেহাদী ও ফয়সল সাত্তার, আলজেরিয়ার জাইনুল খায়রাত তোফা, তিউনেশিয়ার খাত্তাবী, মরক্কোর বুদি ইসমাঈল, জর্দানের তারিক আল ইমাম এবং তুরস্কের খোয়াত খাইরুল পাশা যেন একটি পরিবার। এরা নিজ নিজ দেশে ইসলামী সমাজ

বাস্তবায়নে উদীয়মান ছাত্রনেতা ছিল। জনপ্রিয়তার শীর্ষে এদের নাম দেশের সর্বত্রই ছড়িয়ে পড়েছিল। এদের মধ্যে বাংলাদেশের ফয়সল সাত্তার এবং আলজেরিয়ার তোফার সাথে এত সুগভীর সম্পর্ক গড়ে উঠে দুজন যেন অনেক দিনের চেনা। একটি বৃন্তে দুটি ফুল। দ্বীনি ভাই হিসাবে দু'জন দু'জনকে হৃদয় দিয়ে মহব্বত করে।

তোফা তার নিজদেশ আলজেরিয়ার অভিজ্ঞতা বর্ণনা প্রসঙ্গে বললো– আমরা আলজেরিয়ানরা ইসলামী সমাজ বাস্তবায়নকে ফরজ মনে করে ময়দানে নেমেছি। ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী সমাজ রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে আমরা লড়াই অব্যাহত রেখেছি। তাছাড়া আছে সামরিক স্বৈরতন্ত্র। আচ্ছা তোমাদের বাংলাদেশে ইসলামের ভবিষ্যত প্লিজ একটু বলবে সাত্তার?

তোফা জানতে চাইলে সাত্তার বললো, আমরা বাংলাদেশের মুসলমান বিশাল একটি মূর্তিপূজক দেশের আবেস্টনীতে বন্দী আছি। তিন দিক দিয়ে ব্রাহ্মণ্যবাদী ভারত তাই আমাদেরকে সুকঠিন চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করে এগুতে হয়। মেপে মেপে চলতে হয়।

আরো বললো। আমাদের দেশের লোক ধর্মপ্রিয় এবং সেন্টিমেন্টাল।

একটা কিছু করার ক্ষমতা রাখে। ইসলামী সমাজ বাস্তবায়নের সেই ক্ষেত্র দিন দিন তৈরী হচ্ছে ইনশাআল্লাহ।

আচ্ছা, তোমাদের দেশ নাকি পাকিস্তানকে ঘৃণা করে?

কেন? আমরা তো মুসলিম বিশ্বের ঐক্য চাই। পাকিস্তান কেন-বিশ্বের প্রতিটি মুসলিম রাষ্ট্রকে আমরা গুরুত্ব দিয়ে থাকি– সেই রাষ্ট্র যে মতাদর্শের হোক না কেন। তুরস্কের গণতান্ত্রিক সরকার আমাদের কাছে যে মর্যাদা পাবে আমেরিকার মদদপুষ্ট হামিদ কারজাই সরকারও সেই আস্থা পাবে। আমরা ইরানকে মনে করি আমাদের দ্বীনি কাফেলার সহযাত্রী, সৌদি আরবকে মনে করি পবিত্র কাবার সম্মানিত খাদেম, মিশরকে মনে করি মুসলিম শিক্ষার পীঠস্থান। মধ্য এশিয়াকে মনে করি আপনজন, আর পাকিস্তান কে মনে করি পারমাণবিক শক্তি অর্জনকারী ইসলামী স্বার্থের মুসলিম দেশ।

সত্যি সাত্তার, তোমার কথায় ঐক্যের এক অপূর্ব সূত্র রয়েছে।

থাকবে না কেন? একজন মুসলমান সে যে আদর্শে বিশ্বাসী হোক তাকে সর্ব প্রথম বুঝতে হবে–তোমার শত্রুকে চেন, বন্ধুর সাথে পরিচিত হও। অথবা না বুঝে মুসলিম মিল্লাতকে ধ্বংস করো না।

গুড আইডিয়া সাত্তার। অনেক মুসলমান একথা বুঝতে চায় না। ইসরাঈল আমাদের দুশমন। ভারত ইসলামী সমাজ বাস্তবায়নের চিহ্নিত শত্রু। যাক তোমার কি মনে হয় আমরা ছাড়া পাবো?

সম্ভবত ছাড়া পেতে পারি। কারণ সুইডেনের নাগরিক আমার দাওয়াত গ্রহণকারী লাইমিয়া ক্রুনি বিচারক নিযুক্ত করেছে। ইউরোপের সেরা বিচারক।

ক্রুনি কি মুসলমান হয়েছে?

সব ওকে। শুধু মুখে উচ্চারণ বাকী। এমনকি তার মুসলমান নামও সিলেক্ট হয়েছে তাহলো উম্মে জান্নাতুল ফেরদাউস। তবে তা গোপন।

তার মানে?

হ্যাঁ। মানে আছে। মানে হলো ক্রুনি মনের দিক থেকে এতদূর অগ্রসর হয়েছে যে মুসলমানদের স্বার্থরক্ষা, কুরআনের আদর্শ প্রচার এবং ইসলামী সমাজ বাস্তবায়নে জোরদার গতি তৈরীতে ঐকমত্যে এসেছে। এবং এটাকে সে মৌলবাদ বলতে নারাজ।

আলহামদুলিল্লাহ্! বড় একটা কাজের কাজ করেছো সাত্তার। আল্লাহ তোমাকে এর জন্য উত্তম জাযা দান করুন। এ দোয়া আমি করছি। ক্রুনির মত প্রতিভাদীপ্ত কোটিপতির মেয়ে এবং নিজস্ব শিল্প কারখানার মালিক সুইডেনে আমাদের বড় প্রয়োজন।

ক্রুনি সম্পর্কে তুমি জানলে কী করে?

কেন তুমিই তো বলেছ।

কোর্টে বিচার শুরু হয়েছে আটককৃত ইসলাম পন্থীদের। ক্রুনির নিযুক্ত প্রখ্যাত বিচারক এ্যালান স্টুয়ার্ট যুক্তির পর যুক্তি দিয়ে যাচ্ছেন।

মাননীয় আদালত ! আমার মক্কেল নিরীহ ধর্ম প্রচারক মাত্র। কোন অসৎ উদ্দেশ্যে আমার মক্কেল লিপ্ত ছিল না, থাকতে পারে না।

সম্মানিত আদালত, যে সমস্ত অভিযোগে আমার মক্কেল ও তাঁর সহকর্মীদের অভিযুক্ত করা হয়েছে তা বানোয়াট, কল্পিত এবং সাজানো। বিশ্বব্যাপী মুসলমান

সম্প্রদায় বসবাস করছে কিন্তু এমন কোন প্রমাণ রয়েছে কি না যে, পৃথিবীর কোন সংখ্যালঘু মুসলমান ঐদেশের সার্বভৌমত্ব ক্ষুণ্ন করছে– জাতির স্বার্থ বিসর্জন দিচ্ছে? তাহলে শ্রীলংকায় যা ঘটছে বলতে হবে মুসলমান তাতে জড়িত? এমনিভাবে কাশ্মীর ফিলিস্তিন আর বসনিয়ার উদাহরণ সামনে পেশ করা যায়। সংখ্যা গরিষ্ঠ হয়েও তারা গণহত্যার শিকার। বস্তুত, মুসলমানরা ষড়যন্ত্র, জাতিহিংসা এবং নির্মম তথ্য প্রচারণার শিকার। সেই ষড়যন্ত্রেরই অংশ হিসাবে আমার মক্কেল ও তার সহকর্মীবৃন্দদের বিবাদী করা হয়েছে।

মাননীয় আদালত, যদি মুসলিম প্রচারকদের বহিষ্কার করা হয় সুইডেনের মাটি থেকে তাহলে বৌদ্ধ ভিক্ষু, বৈষ্ণব, হিন্দু ধর্ম প্রচারক খ্রিষ্টান মিশনারী নেট ওয়ার্ক, কাদিয়ানী আহমদিয়া গ্রুপ এদের তৎপরতা বন্ধ করে দেওয়া উচিত। কেননা এটা সুইডেনের সংবিধানের সুস্পষ্ট লংঘন।

সম্মানিত আদালত, আমি আদালতের উপর পূর্ণ আস্থা রেখেই বলছি যদি পিউরিস্টদের সাথে এমন আচরণ করা হয় তাহলে মুসলিম বিশ্বের সাথে সুইডেনের কূটনৈতিক সম্পর্ক নাজুক আকার ধারণ করবে। এটা অবিশ্বাস করার কোন উপায় নেই যে, মুসলমান সমাজকে এখনও তাদের আলেম সম্প্রদায় নেতৃত্ব দিচ্ছে। একটা সন্তানের নাম রাখার ব্যাপারে একজন মুসলিম ছুটে যায় আলেমদের কাছে; সামান্য অযু ছুটে যাওয়ার মাসআলাও শিখে নিতে হয় আলেমদের নিকট থেকে। তাহলে আমাকে এটা বিশ্বাস করতে কষ্ট হয় না যে আলেম সম্প্রদায় মুসলিম বিশ্ব নিয়ন্ত্রণ করছে। আর বৃহত্তম আলেম সমাজের গুরুত্বপূর্ণ অংশ হচ্ছে বিবাদী সাত্তার ও তার সহকর্মীবৃন্দ। সুতরাং আল আজহার, মদিনা, মক্কা, দেওবন্দ কোন রকমে যদি ক্ষিপ্ত হয় তাহলে ইউরোপে কূটনৈতিক ভারসাম্য নষ্ট হবে।

বিরোধী জাজ কার্ল ট্রেড হুপার উঠে শুরু করলেন বক্তৃতা।

মাননীয় আদালত! ইসলামের সাথে সমগ্র ইউরোপে আজ মৌলবাদীদের চক্রান্ত চলছে। বিবাদী ফয়সাল সাত্তার এবং তার সহকর্মীবৃন্দ বিস্ফোরক দ্রব্য বহন, ষড়যন্ত্র এবং ইসলাম ধর্মের প্রচারণার নামে জনগণকে বিভ্রান্ত করার কারণে অভিযুক্ত। তাছাড়া এরা ইসলামের নাম করে মাফিয়া চক্রের সাথে জড়িত।

সম্মানিত আদালত, এর দৃষ্টান্ত স্থাপন করছি। কলম্বিয়ার হিরোইন সম্রাট মেডেলিন কাঁটারের সাথে এদের আঁতাত বড়ই বিপজ্জনক ছিল। এর প্রমাণ আমাদের কাছে রয়েছে। আফগানী, পাকিস্তানী এবং ইরানী মাফিয়া চক্র একই রুটে হিরোইন পাচার করতো ----।

উভয় পক্ষের সাড়ে তিন ঘণ্টার বিতর্ক শুনে প্রধান বিচারক অবশেষে রায় ঘোষণা করলেন, ফয়সাল সাত্তার এবং তার সহকর্মীর বিরুদ্ধে উত্তেজক কোন দ্রব্য বিস্ফোরক বহনের অভিযোগ প্রমাণিত হয়নি তাই তাদের খালাস দেওয়া হলো।

রায় শুনার সাথে সাথে কোর্ট চত্বরে আসামীপক্ষের সবাই সেজদায় লুটিয়ে পড়লেন। দু'রাকাত শুকরিয়া নামাজ আদায় করলেন সাথে সাথে। এ দৃশ্য দেখে কোর্ট চত্বরে আগত শত শত নারী পুরুষ, বৃদ্ধ, যুবক ইসলাম ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়লেন। বাইরে অপেক্ষারত তরুণ মুসলমান যুবকরা শ্লোগান দেয়।

নারায়ে তাকবীর।

আল্লাহু আকবার।

নো ইষ্ট নো ওয়েষ্ট

ইসলাম ইজ দা বেস্ট।

আকাশ বাতাস মুখরিত করে এ শ্লোগানের প্রতি শব্দের কম্পন ইথারে ইথারে ভেসে যায় দূরে অনেক দূরে। তরুণ ইসলামী সমাজ বাস্তবায়নের কর্মীদের কণ্ঠে ধ্বনিত এ বজ্র নিনাদ যেন শতাব্দীর ঘুম ভাঙ্গাবে। অলস ভিন্নমুখী মুসলিম যুবকদের ভুল ভাঙবে। এ-ই যেন শ্লোগানের- মর্মকথা।

ব্রুনি এ খবর শুনে সাত্তারের রুমে তাকে কংগ্রেজুলেশন জানাতে যায়। মনে তার খুশীর জোয়ার, সেট্টার মুক্তি পেয়েছে।

গুড্ ইভিনিং সেটটার আমি আনন্দিত।

আমি কৃতজ্ঞ ব্রুনি, সাত্তার বললো।

এতো সহজে ছাড়া পাবে এটা ছিল আউট অফ থিংকিং। যাক তোমার জন্য কিছু সুখবর নিয়ে এসেছি শুনবে? আমি জানি তুমি তা খুব পছন্দ করবে।

বল, বল দেখি ব্রুনি।

আমি আ-মি থেমে থেমে বলছিলো ব্রুনি।

হ্যাঁ বল, যা বলবে।

আমি তোমাকে ফলো করে জীবন থেকে অনেক কিছু বাদ দিয়েছি। জীবনের অনেক অপ্রয়োজনীয় এনজয় ছুড়ে ফেলে দিয়েছি।

যেমন?

যেমন ধর বয়ফ্রেণ্ডদের সাথে ঘুরি না, হোটেল-মোটেলে আড্ডা দিই না। সিগ্রেট পান ছেড়ে দিয়েছি, ড্রিংকিং করি না- ফ্রি মিক্সিং এ অংশ নিই না।

তাই নাকি? আলহামদুলিল্লাহ। শোকরিয়া শোকরিয়া ক্রনি।

এখন তুমি কি মুসলিম হয়ে যাবে? নাম তো আমি সিলেক্ট করে রেখেছি।

তা ভাবছি। বল নামটা কি? তবে কী তুমি আমাকে কথা দেবে- আমাকে তোমার জীবন সঙ্গিনী করবে।

এসব অসম্ভব। তবে মুসলিম হলে তোমার নাম হবে উম্মে জান্নাতুল ফেরদৌউস।

ঠিক আছে। বেশ সুন্দর নাম। কিন্তু তুমি যে অসম্ভবের কথা বললে? কারণ আছে। ইসলামের পবিত্র দাওয়াতের সাথে প্রেমের অপবিত্র শব্দ যুক্ত করা অন্যায়, মহাপাপ। আমাকে মাফ কর।

না-করবো না, কখনো করবো না, যে নাম হৃদয়ে বিদ্ধ হয় তা খুলে নিতে হলে হৃদয় রক্তাক্ত হয়ে যাবে।

দেখ ক্রনি, তোমার জন্য একটা পরামর্শ হলো কুরআন আরো বেশী পাঠ কর। বেশী করে হাদীস চর্চা কর।

আমি তোমাকেও স্টাডি করতে চাই। এটা কি পাপ হবে?

তা হবে কেন। তবে আমাকে তুমি গোনাহ্গার করবে। কিন্তু তুমি গোনাহ্গার হওয়ার সম্ভাবনা নেই।

কারণ কী?

তুমি তো এখনও মুসলিম নও। তাই তোমার আবার পাপ পুণ্য। তাহলে আজকেই আমাকে তোমার ধর্মে অন্তর্ভূক্ত করে নাও।

সাত্তার বললো-আলহামদুলিল্লাহ। এই তো চাই। বল, কালিমায়ে তাইয়েবা লা ইলাহা ইল্লালাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ!

হুবহু উচ্চারণ করলো ক্রনি। তারপর বললো- আমি এখন কোথায় যাবো? ফ্যামিলি যদি এটা জানতে পারে আমাকে খুন করবে।

তুমি রাজধানীর ইসলামী সমাজ বাস্তবায়ন সেন্টারে উঠতে পারো। ওখানে আমার বন্ধু তৌহিদ হাসান খানকে আমার কথা বললে দ্রুত হেল্প পাবে। তাছাড়া ওখানে নওমুসলিম পুণর্গঠন সেলও রয়েছে। কোন অসুবিধে নেই। থাকা-খাওয়া, স্টাডি, পেপার-পত্রিকা-সব আছে।

ও কে ওখানে যাওয়ার সিদ্ধান্ত কয়েকদিনের মধ্যে নিচ্ছি। তুমি কি দেশে চলে যাবে সেট্টার?

হ্যাঁ, আব্বা-আম্মা তো দুশ্চিন্তা করবে। তবে যাওয়ার অনুমতি দিলে তবেই যেতে পারি।

তার মানে?

মানে হলো আমি ইসলামী সমাজ বাস্তবায়নের কথা বলছি। ওখানে আমার কোন মতামত নেই। আমি আনুগত্যের রোবট মাত্র। শপথ করা সৈনিক কুরআনের এ আয়াত পড়ে আমি শপথ নিয়েছি। ইন্না ছালাতি-----------

তাহলে ইসলামী সমাজ বাস্তবায়ন সংস্থার আনুগত্য করতে হয়?

হ্যাঁ-আনুগত্য করা ফরজ। সংস্থার প্রধানের আনুগত্য করা ইসলামী সমাজ বাস্তবায়নের কর্মীদের গুরুত্বপূর্ণ করণীয়।

তাহলে আমি কি অপেক্ষায় থাকবো?

তা তুমিই জানো ক্রুনি।

তবে অপেক্ষার মাঝে বেদনা বেশী। দিন গুণে রাখার যন্ত্রণা তীব্র, তাই একথা আমি তোমাকে বলছি না।

ডাঃ চার্লস হার্ডভার্ড বললেন-হ্যালো কন্ডোলিসা আপনার লাশ সরিয়ে নেবেন না? আজ দুদিন হয়ে গেল। পচে দুর্গন্ধ ছুটছে। মেডিসিনে পয়সা লাগে।'

হোয়াই আমি কেন নেব? এতো আমার কান্টিমেন- নয়-এতো "বারগালীবয়"।' তাকে আমি চিনি না। শুধু মানবতার কারণে হাসপাতালে নিয়েছি। বুঝলেন ডাক্তার। তাছাড়া আমার ক্লাশ মেট এই যা।

তা তো বুঝলাম। কিন্তু লাশ তাহলে আমাদের সিদ্ধান্তেই আর পুলিশের নির্দেশে গলিয়ে ফেলা দরকার।

হ্যাঁ একশ বার তাতে আমার কী?

আচ্ছা কন্ডোলিসা হু ইজ। মৃত্যুর দু'তিন মিনিট আগে রোগী আন্দালিব আইরিনকে ডেকেছিল। কী করুণ স্বরে শান্তভাবে ডাকলো, ঐ মেয়েটিকে। কিন্তু কে সে?

হ্যাঁ, ঐ নামে ওর রিলেটিভ থাকতে পারে। না হয় তার নিজ দেশীয় গার্লফ্রেণ্ড অন্যমনস্ক হয়ে বললো কন্ডোলিসা।

ডাক্তাররা শেষ পর্যন্ত আন্দালিবের লাশ এসিড দিয়ে জ্বালিয়ে ফেললো। নিঃশেষ হয়ে গেল একটি জীবন। উদ্যত লোহ প্রাচীরের মত যে জীবন তা সামান্য এসিডের বিশক্রিয়ায় গলে গলে মিশে গেল অনন্তে। বুঝলে তো মানুষের জন্য অনেক উপদেশ রয়েছে এতে।

আন্দালিবের মৃত্যু কন্ডোলিসাকে কোন বেদনা দেয়নি। এক ধরনের হৃদয় হীনা মেয়ে সে। ঘর বাধার তাড়া নেই, কিন্তু পুরুষের প্রতি প্রবল আকর্ষণ বোধ রয়েছে। সে আকর্ষণ আন্তরিক নয়– জৈবিক; মমত্ব বোধের নয়– স্বার্থের, তাই তো আইরিনের দেওয়া ১০ হাজার ডলারের উদ্ধৃত ২ হাজার ডলার আন্দালিবের ব্যবহৃত জিনিষপত্র, ঘড়ি, লকেট, গাড়ী সব কন্ডোলিসা আত্মসাৎ করে নিয়েছে।

লরেন এ নিয়ে প্রতিবাদ করলে দু'জনের মধ্যে তর্ক লাগে। শেষ পর্যন্ত পুলিশে খবর দেয় লরেন, আন্দালিবের পরিত্যক্ত জিনিষপত্রাদি সিজ করে নিতে। পুলিশ প্রস্তুতি নেয়। কিন্তু কন্ডোলিসা মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে বলে আমার স্বামী মরেছে, আর তোমরা জিনিষপত্র নিতে এসেছো। একি মগের মুল্লুক পেয়েছ? আমার স্বামীর পরিত্যক্ত জিনিষপত্র আমার হবে না? সে কি লরেনের হবে। বৈধ কাগজ-পত্র দেখানোর কথা বললে পুলিশ বললো– না তা দেখানো লাগবে না।

পুলিশ শেষটায় বিফল হয়ে চলে গেল। অবশ্য সাথে কিছু উপরি পাওনা।

তবে এ নিয়ে লরেন ও কন্ডোলিসার মধ্যে ঝগড়ার ইতি হয়নি। বরং তা এমন রূপ লাভ করলো যে, কোন মুহূর্তে তা ভয়াবহ হিংস্র রূপ নিতে পারে।

আন্দালিবের ব্যবহৃত একটি দামী লকেট ছিল যা মুক্তা ও অন্যান্য দামী পদার্থে তৈরি ছিল। প্রায় ৫০ হাজার ডলার খরচ পড়েছে। একটা ভাঁজের পাশে দণ্ডায়মান উঁচু মাথাটায় প্রায় ২০টি মুক্তা এবং পরশমনি পাথর সংযুক্ত ছিল।

লকেট নিয়ে লরেন আর কন্ডোলিসার মধ্যে দ্বন্দ্ব চরমে উঠে।

একদিন এ নিয়ে কথা কাটাকাটি হয়। তুমুল বিতর্ক চলছিল দুজনের মধ্যে। হুমকি ধমকি তীব্রভাবে চলছিল।

আমি তোমার মত ছোট লোক আর দেখিনি।

আমিও তোমার মত স্বার্থপর দেখিনি।

খবরদার।

স্টপ।

ইউ স্টপ। এক পর্যায়ে লরেন ছুরি বসিয়ে দেয় কন্ডোলিসার বুকে। 'আ' একটা আর্তচিৎকারে রুমের বাতাস ভারী হয়ে যায়। ঢলে পড়ে কণ্ডোলিসা মৃত্যুর শীতল শয্যায়।

এ ঘটনায় লরেন দেশান্তর হয়ে যায়। আর কোন দিন লরেনকে পাওয়া যায়নি কিন্তু কন্ডোলিসার লাশ ড্রেনে অতি সংগোপনে ফেলে দেয় লরেন। পঁচে গলে মিশে যায় মাটির সাথে কন্ডোলিসার লাশ। খুনের দায়ে হুলিয়া জারী হয় লরেনের নামে। লরেন আন্তর্জাতিক মাফিয়া চক্রের সাথে জড়িয়ে পড়ে। মিশে একাকার হয়ে যায় অপরাধী চক্রের মিছিলে।

লরেন আর কন্ডোলিসা নামে কোন নাম মানব সমাজে আর উচ্চারিত হয় না। এরা যেন না ফোটা দুটি ফুল, না বলা দুটি ঘটনার করুণ গল্প।
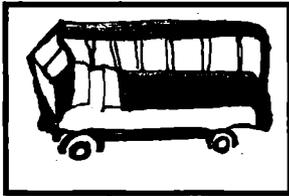
আম্মা! আমি গাড়ী নিয়ে এসেছি। চলুন। শ্রদ্ধা মিশিয়ে আইরিন বললো।

হ্যাঁ মা, আমি যাবো সিদ্ধান্ত নিয়েছি। তবে মাদ্রাসার কিছু কাজ বাকী আছে। চার্জ বুঝিয়ে দিয়েছি। এখনও কয়েকটা সিগনেচার বাকী। আচ্ছা মা, তুমি যে সুইডেন গিয়েছিলে আন্দালিবের সাথে দেখা করেছ?

হ্যাঁ! আমার ওয়াদা রক্ষা করেছি। এরপর কোনো চিঠি পেয়েছেন?

হ্যাঁ। একটা চিঠি পেয়েছি।

কবে?

কয়েক মাস হলো।

কী বলেছে–

কেঁদে কেঁদে লিখেছিলো আমি যেন ক্ষমা করে দেই।

ক্ষমা করে দিয়েছেন আম্মা?

তা তো অবশ্যই দিয়েছি।

আচ্ছা আন্দালিব তোমার সাথে ভালো ব্যবহার করেছে?

হ্যাঁ আম্মা উত্তম ব্যবহার করেছে।

দেশে আসতে বলনি?

চিঠিতে আসার কথা কিছু লিখেনি?

তেমন কিছু লিখেনি। শুধু এটুকু লিখেছে আমি যেন ক্ষমা করে দেই। বিপজ্জনক এক রোগে নাকি সে আক্রান্ত। এ বলে কাঁদতে থাকে সোহেলী রহমান। দু'চোখে বেদনার অশ্রু গড়িয়ে পড়ে।

হ্যাঁ– রোগে আক্রান্ত আন্দালিব, আম্মা আপনি দোয়া করুন আল্লাহ্তায়ালা যেন তাকে হেদায়াত দান করেন; কঠিন রোগের সেফা করে দেন।

আচ্ছা, আন্দালিব কি শুকিয়ে গেছে মা?

তেমন শুকিয়ে যায়নি তবে চেহারা বিবর্ণ হয়ে গেছে। দেখলেই তা বুঝা যায়।

আমার আন্দালিবের দেখা শুনা করে কে? আমার আন্দালিবের পাশে বসে– না– আমি না হয় সুইডেন যাবো। আমি চলে যাবো–

আম্মা আমি আন্দালিবের কাছে যেতাম না। তাছাড়া তার সাথে দেখা দেওয়া ও আমার জন্য শরীয়ত কভার করে না। তবুও আপনার অনুরোধ রক্ষা করতে গিয়ে আমি একটা–না--- মা– আমি তোমার গুনাহ মাফের জন্য দোয়া করি। কিন্তু মা, এ যে মায়ের মন। আল্লাহ্ জীবনের সকল দরদ শুধু মায়েদের বুঝি দিয়েছেন। মায়ের বুকের ভিতর যেন আল্লাহ নিজের রহমান নামের আংশিক বিকশিত করার ইচ্ছা করেছেন। তাই তো এতো ব্যথা, এতো যন্ত্রণা। দুনিয়ার সবচেয়ে খারাপ, সবচেয়ে দুশ্চরিত্র ছেলের জন্য তার মা একমাত্র মঙ্গলাকাঙ্খি, সে মা-ই হলো ঐ কুখ্যাত সন্তানের আশ্রয় নেবার সুশীতল বৃক্ষ ছায়া। মা আমার মনে হয় আমার আন্দালিব বেঁচে নেই।

কাল রাতে আমি এক ভয়ানক স্বপ্ন দেখেছি।

কী স্বপ্ন আম্মা?

আমি দেখলাম কতগুলো লোক আমার আন্দালিবের লাশ কবরে নিয়ে যাচ্ছে। আমি শুধু চোখের পানি ছেড়ে দিচ্ছি– চোখের পানিতে আমার দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে গেছে। শেষে দেখলাম আমি অন্ধ। চোখে দেখি না। আমি একা এক ঘরে পড়ে আছি। কেউ নেই। শুধু আমি একা। একি দুঃস্বপ্ন দেখলাম মা– একি আজব স্বপ্ন!

আম্মা শান্ত হোন। জীবনে যা হবার তা হবেই। আপনি বা আমার অদৃষ্টের প্রতি কোনো হাত নেই। আল্লাহু আ'লীমুম বিযাতিছ্ছুদূর।

আচ্ছা মা আন্দালিবকে তুমি চিকিৎসার জন্য আমার দেওয়া ৫ হাজার ডলার দিয়েছ? আমি ভাবছি আন্দালিবের পিতার প্রায় ৫ কোটি টাকার সম্পদ আছে, আমি এ সম্পদ কী করবো। সে টাকা পেয়ে খুশী হয়েছে মা। আমি চিন্তা করছি আগামীকাল বিশ হাজার ডলার পাঠাবো। আচ্ছা, আরো একটা কথা বলি মা, আমার সমস্ত সম্পদ ইসলামী সমাজ বাস্তবায়নের জন্য ওয়াকফ্ করে দিতে চাই।

আন্দালিবের জন্য টাকা পাঠাতে পারেন। তবে আপনার ৫ হাজার ডলারের সাথে আমিও ৫ হাজার ডলার তাকে দান করেছি।

সত্যিই মা! সত্যি। আচ্ছা মা তুমি আন্দালিবকে আবার গ্রহণ করতে পারো না? আদর ঝুলিয়ে জানতে চাইলো সোহেলী রহমান।

নীরব আইরিন। শরীর কেঁপে উঠলো মাথায় পাক খেয়ে গেল। মনের ভিতরে মোচড় খেল। আন্ধজগতের সমস্ত কাঠামো যেন দুমড়ে মুচড়ে পড়ে খান খান হয়ে যাবে। আবেগে ঠোঁট কেঁপে কেঁপে উঠছে। রাগে অভিমানে চেহারায় লাল টকটকে আগুনের ফুলকি দেখা যাচ্ছে।

একি সম্ভব! ইসলাম কি মানুষের ব্যক্তি স্বাধীনতার উপরে তালা লাগিয়ে দেয়? ইসলাম তো নারীদের মুক্তির দিশা, বাঁচার উপায় আম্মা।

না-মা তা দেয় না। অবশ্য এ ব্যাপারে আধুনিক মেয়েরা বুঝতেই চায় না। আইরিনের কঠোর মনোভাব দেখে সোহেলী রহমান প্রসঙ্গ পাল্টিয়ে বললেন– আধুনিক মুসলিম শিক্ষিতা মেয়েরা ইসলামের এ সার্বজনীন রূপ সম্পর্কে অজ্ঞ। একবার তো এক মেয়ে এসে শেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর কাছে

অভিযোগের সুরে বললো– তার পিতা তাকে নাকি এমন পাত্রের কাছে বিয়ে দিচ্ছে যা তার মোটেই পছন্দ নয়।

মহানবী (সাঃ) তৎক্ষণাৎ মেয়ের পিতাকে খবর দিলেন এবং কড়া কড়ি আদেশ করলেন মেয়ের পিতাকে– যাও, মেয়ের মতামতকে গুরুত্ব দাও।

আইরিন একটু স্বাভাবিক হলে সোহেলী রহমান আবার বললেন– আমরা উপন্যাসের মাধ্যমে কথা বলছি। আমরা অন্তত বাংলাদেশের শিক্ষিতা মুসলিম মেয়েদের কাছে এ আবেদন রাখবো ইসলামকে দয়া করে ভালো করে জেনে নিন। যদি 'জানা' বেড়ে যায় তাহলে 'মানাও' বেড়ে যাবে। কারণ কোন কিছু সম্পর্কে না জানার কারণে ঐ বস্তু ভালো হলেও বাজার দর পায় না। ঠিক না মা? তুমি আমার কথায় রাগ নিও না। আমি শুধু– যাক ড্রাইভার এসেছে তো?

হ্যাঁ মা ও পেট্রোল নিতে পেট্রোল স্টেশনে গেছে। এক্ষুণি এসে পড়বে।

আইরিন নিজ হাতে সবকিছু গোছাতে গোছাতে বললো– একজন কেয়ারটেকার বাড়ীর জন্য আমি ঠিক করে দেব। আর কিছু দারোয়ান। মাঝে মাঝে আমিও এসে দেখে যাবো। আর আম্মা–

হ্যাঁ মা আমি তো আসবোই।

জিনিষপত্র গোছাতে গোছাতে একটা ছবির প্রতি আইরিনের দৃষ্টি পড়ে। দশ এগারো বছর বয়সের কিশোর একজন বয়স্ক লোকের সাথে নামাজে সেজদারত। আইরিনকে ঐদিকে তাকিয়ে থাকতে দেখে সোহেলী রহমান বললো– কী দেখছো মা ওমন করে?

একটা ছবি দেখছিলাম, দেখুন আম্মা– আইরিন ছবিটা মেলে ধরলো অনেক দিনের পুরনো ছবি। মাঝে মাঝে দাগ পড়ে গিয়েছে।

ছবির দিকে দৃষ্টি দিয়েই চিৎকার দিয়ে উঠলো সোহেলী রহমান। এ আমার আন্দালিবের ছবি। তার আব্বা আরমান রহমানের সাথে নামাজ পড়ছে মা। তুমি কোথায় পেয়েছ! কতদিন আমি এ ছবি খোঁজ করেছি। যাক– আলহামদুলিল্লাহ।

ছবিটা সোহেলী রহমান নিজ হাতে নিয়ে নিল। এমন সময় আইরিন বললো– মা ইসলামের কিছু অংশ মানার এবং কিছু অংশ বাদ দেওয়ার ব্যাপারে কুরআনে আল্লাহ পাক কঠিন হুসিয়ারী উচ্চারণ করেছেন। পবিত্র কালামে পাকে আল্লাহ বলেন-

'তবে কি তোমরা কুরআনের কিছু অংশকে বিশ্বাস কর, আর কিছু অংশকে অবিশ্বাস কর! যারা এরূপ করে পার্থিব জীবনে তাদের লাঞ্ছনা ও দুর্গতি ছাড়া আর কোনো পথ নেই। কিয়ামতের দিন তাদের কঠোরতম শাস্তির দিকে পৌঁছে দেয়া হবে। আর মহান আল্লাহ তোমাদের কাজ- কর্ম সম্পর্কে বে-খবর নন। **সূরা আল বাকারা-৮৫**

তা মা এ আয়াত আমি জানি। ঘরের সমস্ত ছবি আমি নিজের হাতে ছিঁড়েছি। এমনকি তোমার শ্বশুর জান আর আমার অনেক দুর্লভ ছবি দুমড়ে-মুচড়ে ছিঁড়ে ড্রেনে ফেলে দিয়েছি। কিন্তু মা আমার আন্দালিবের একটু স্মৃতি– অতটুকু কচি মুখ, চমৎকার পাঞ্জাবী পায়জামা টুপি– এ ছবি আমার................।

হ্যাঁ মা আমি আজই সালাতুত্ তাসবীহ্ পড়ে তওবা করবো। তবে মা আর একটিবার আমাকে দেখতে দাও একটি বার মা আমার আন্দালিব হাসান আলী রহমানের ছবিটা দেখি।

আচ্ছা আম্মা, আন্দালিব বুঝি নামাজ পড়তো।

হ্যাঁ মা আমার আন্দালিব পাঁচ ওয়াক্ত নামাজই শুধু নয়– তার আব্বার সাথে তাহাজ্জুত আদায় করতো।

সেই আন্দালিব এমন হলো কেন?

তা আমারও প্রশ্ন মা আমারও প্রশ্ন। অনেকের প্রশ্ন। কিন্তু আমি বিশ বছর শিক্ষকতা করে যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছি তা কি বলবো মা?

হ্যাঁ আম্মা, আপনার কথা আমি মনোযোগ সহকারে শুনছি। সোহেলী রহমানের নামাজের কাপড় ভাঁজ করতে করতে বললো আইরিন। চেয়ারে বসে কথা বলছিলো সোহেলী রহমান।

মা-আইরিন– একজন মুসলিম সন্তান কেন রুশদী হয়, কেন তাসলিমা নাসরীন হয়, কেন ই বা দাউদ হায়দার হয় তা আমি অনেক ভেবে দেখেছি।

কী ভেবে দেখেছেন আম্মা?

আসলে ঐ যুবক-যুবতী মুসলিম সন্তানরা নষ্ট হয় যে কারণে তাহলো– পিতা-মাতার অবহেলা, ইসলামী শিক্ষার অভাব, সামাজিক পরিবেশ, অপসংস্কৃতি, রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব, বিদেশী মতবাদ, নারী, মাদকাশক্তি এবং কঠোর নিয়ন্ত্রণের অভাব। তাছাড়া দেশে কুরআনের নীতিমালা বাস্তবায়নের অভাবে যুবক-যুবতীদের ভালো মানে গড়ে তোলার স্কীম নেওয়া যাচ্ছে না।

ঠিক। ঠিক বলেছেন– এগুলো দূর করার উপায় বলবেন আম্মা?

এগুলো দূর করার একমাত্র উপায়– দেশে পিউর ইসলামী সমাজ বাস্তবায়ন করা। সবকিছু গোছানো হয়েছে মা? যা পারো তা করে নাও– আগামীকাল তোমার পিয়ন গিরিবালা আর তোমাদের বাসার কাজের লোক কিসমত আলীকে পাঠালে তারা বাইরের ব্যগান বাড়ী নারকেলের চারা এবং অন্যান্য ফ্লাওয়ার গার্ডেন প্লানগুলো দেখে যাবে। আর বাইরের গেইটে আরো দুটি তালা লাগিয়ে দেবে।

দু'জন গাড়ীতে করে রওয়ানা দিল। গাড়ী ছুটে চলেছে। ড্রাইভ করছেন আইরিন, চলন্ত অবস্থায় সোহেলী রহমান জানতে চাইলো, মা আইরিন, তুমি যে গাড়ী চালাচ্ছো– এ শরীয়ত কভার করবে তো মা?

কী যে বলছেন আম্মা। আল্লাহ আর রাসূল (সাঃ)-এর আদেশ পালন করে কোন কাজ করতে ইসলাম নিষেধ করেনি।

গাড়ীর শা শা শব্দে কথাগুলো নিমিষে মিলে গেল।
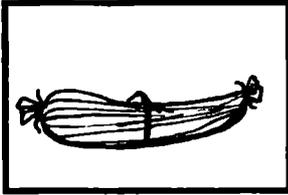
শিল্পপতি এস. এ. খানের প্রথমা স্ত্রী জনাবা ফাতেমা জান্নাত শাহনুর কয়েক বছর আগে ইন্তিকাল করেন।

সোহেলী রহমান আসায় তাদের দু'জনের মধ্যে অবসর সময় বেশ আলাপ জমে। এ আলাপের বিষয় বস্তু দেশে দেশে ইসলামী সমাজ বাস্তবায়ন। কাশ্মীরের ভবিষ্যৎ আরব ইস্রাঈল শান্তি চুক্তি করার প্রতিক্রিয়া, শান্তি বাহিনীর অশান্তি সৃষ্টি এবং বিদেশী অপসংস্কৃতি আমদানী ইত্যাদি।

এস. এ. খান তার বাসার সম্মুখেই একটা মক্তব, একটা ইবতেদায়ী মাদ্রাসা, একটা নূরানী মাদ্রাসা, মসজিদ এবং মুসলিম দরিদ্র মেয়েদের জন্য সেলাই প্রশিক্ষণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেছেন। এটা পরিচালিত হয় একটা ট্রাস্টি বোর্ডের

মাধ্যমে। মসজিদের ইমাম সেই ট্রাস্টি বোর্ডের নির্বাহী পরিচালক। ভদ্রলোকের নাম মাও: সুফী আবদুল বারী। খুব আল্লাহওয়ালা ও আধ্যাত্মিক লাইনের লোক। এস. এ. খান সুফী সাহেবের মুরীদ। মাঝে মাঝে দোয়ার জন্য ছুটে যান।

একদিন বাসায় ইমাম সাহেব এবং এস. এ খান বিভিন্ন প্রসঙ্গে আলাপ করছিলেন। কথা প্রসঙ্গে আইরিনের শ্বাশুড়ির কথা উঠলো। সুফী সাহেব রাগ না করে বলেন, জনাব খান শাদী মোবারকের চিন্তা করেছেন?

না তো?

তাহলে আইরিনের শ্বাশুড়ি কেমন হয়।

প্রথমে একটু বাধ দিলেও পরে বললেন, আইরিনের কাছে প্রস্তাব দেবে কে? আর আমার আইরিনকে বুঝবে কে ?

দেখুন, এসব দায়-দায়িত্ব আমার। আপনি শুধু মুখে সাড়া দিন।

আচ্ছা আলাপ করে দেখুন না আইরিন কী বলে– আমার একমাত্র মেয়ে। তাছাড়া আপনি তো তাকে জানেন।

হ্যাঁ আলাপ করে দেখবো তাহলে।

কয়দিনের মধ্যে আলাপ করবেন।

খান সাহেব– পুরুষদের নারীটান বুড়া কালেও হ্রাস পায় না।

শুধুই হাসলেন পীর সাহেবের কথায়। কিছুই বললেন না।

খুব ধুমধাম করে বিয়ে সম্পন্ন হলো– শিল্পপতি এস. এ. খান ও মাওলানা সোহেলী খানের মধ্যে।

আইরিন খুশী হয়ে আল্লাহর শোকরিয়া আদায় করে। যাক একজন মা পাওয়া গেল।

একদিন আইরিন বললো, আম্মা আমি আপনাকে সম্পূর্ণ নতুন নামে ডাকবো?

কেন মা, সোহেলী রহমান জানতে চান।

কারণ আমি আপনাকে আরো কাছে পেতে চাই। আপনার অন্তরে প্রবেশ করতে চাই। আম্মা মায়ের স্নেহ-মমতা যে কত পুষ্টিকর সন্তানের জন্য, তা আমি খুব বুঝতে পারছি।

পাগলী মেয়ে! কী নামে ডাকবে সেটা বলো।

শুধু একটি শব্দ।

বল কী সে শব্দ।

'মা'। একথা বলেই জোরে একটা নিঃশ্বাস ফেললো আইরিন আর বললো– আজ চৌদ্দটি বছর 'মা' শব্দ উচ্চারণ করতে পারিনি। জানেন আমার 'মা' ফাতেমা জান্নাত নামটা আমি ব্যথা ভরা এ মনে খোদাই করে রেখেছি। তাই মা বলেই ডাকবো। এ নাম যেন বেহেশতী সুধায় ভরা, আল্লাহর রহমতে ঘেরা, এ নাম যেন মন-প্রাণ স্পর্শ করে।

রাখ তো তোমার অত গল্প। যে নামেই ডাক আমি খুশী।

আইরিন হেসে বললো– আমি জানি, মাম্মি, আম্মি এমি এগুলে [illegible]াকলে?

ছি: ছি: মা এ নামে ডাকলে আমি তোমার সাথে কথাই বলবো না।

কেন মা? ও নামগুলোতে নিউ প্যার্টানের একটা ছোয়া আছে তো!

থাকতে পারে মা তবে এটা বিদেশী সংস্কৃতির বিষাক্ত মারণাস্ত্র।

হ্যাঁ মা মারণাস্ত্র।

তা কী করে হয়?

হ্যাঁ মা সংস্কৃতি দিয়েই একটা জাতিকে পরাজিত করলে কোন পরমাণু বোমার প্রয়োজন হয় না। পশ্চিমারা তাই করছে।

আচ্ছা মা, একটা কথা বলবো?

বল।

তুমি কি কোন ইংরেজের নাম নুরুল ইসলাম দেখেছ। কোন আমেরিকান এর নাম আবদুর রহমান দেখেছ?

জিনা, এটা অসম্ভব।

কিন্তু মুসলমানের নাম অ্যালেক্স আলমি, লেনিন আজাদ, এজামস হক, টুরিন সুলতান রয়েছে, এটা ঠিক নয়?

হ্যাঁ মা ঠিক।

যাক মনে হয় বুঝতে পেরেছো। আমরা ইসলামী সমাজ বাস্তবায়নের কর্মী, আমরা যদি সচেতন না হই তাহলে আমাদের দুর্বলতাই ইসলামী সমাজ বাস্তবায়নের বুকে ছুরিকাঘাতরূপে পতিত হবে।

কথা বলতে বলতে সোহেলী খান ও আইরিন দু'জনেই পারিবারিক পাঠাগারে ঢুকছিলেন।

আইরিনদের পারিবারিক পাঠাগারের নাম 'ফাতেমা জান্নাত স্মৃতি পাঠাগার'। এ পাঠাগারে সংরক্ষিত রয়েছে সাড়ে পাঁচ হাজারের মত বই। পৃথিবীর দুর্লভ বই সংগ্রহে আইরিন অপ্রতিদ্বন্দ্বি। তার এ ব্যাপারে রয়েছে অবিশ্বাস্য নেশা।

সোহেলী খান ভিতরে ঢুকে চেয়ারে বসে কারেন্ট পত্রিকা পড়ছিলো আর আইরিন ঘুরে ঘুরে বই বাছাই করছিলো। একটা বই বাছাই করে আইরিন হাতে তুলে নিল। সোহেলী খানের পাশের চেয়ারে বসতেই তিনি বললেন– তোমার হাতে ওটা কি বই আইরিন?

এটা পৃথিবীর সাড়া জাগানো বই। আপনি পড়েননি মা?

না তো নাম দেখি।

আইরিন বললো– প্রখ্যাত মার্কিন গবেষক, বিজ্ঞানী, পণ্ডিত মাইকেল হার্ডের লিখিত 'দি হানড্রেড'। বইটি প্রকাশের পিছনে বিরাট ইতিহাস মা?

কী সে ইতিহাস মা?

মাইকেল. এইচ. হার্ট ছয়মাস ধরে পরিশ্রম করে বিশ্ববিখ্যাত পণ্ডিতদের নিয়ে পৃথিবীর একশ মনীষীর তালিকা তৈরী করেছেন। ঐ তালিকা যারা তৈরী করেছেন তারা কট্টর ইসলাম বিদ্বেষী ইহুদী, খ্রিষ্টান পণ্ডিত। কিন্তু মজার কথা হলো– বিশ্বের একশত মনীষীর মধ্যে আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-কে এক নম্বর স্থানে রাখলেন ঐ ইউরোপীয় পণ্ডিতরা।

বইটার কপি তুমি কোথা থেকে সংগ্রহ করেছো?

ইউরোপ থেকে।

আর কপি আছে?

না মা নেই।

কেন?

কারণ বইটি প্রকাশের পর নবী (স)-এর মর্যাদা যখন বিশ্বময় প্রচার পেতে লাগলো এবং ইসলাম সম্পর্কে বিভ্রান্ত খ্রিষ্টান ইউরোপ যখন শেষ নবী (সাঃ) এর মনীষার পরিচয় জানলো ঠিক তখনি ওদের দেশ থেকে বইটা নিষিদ্ধের আওয়াজ উঠলো। তবে শুনেছি এখন আমাদের দেশে বাংলা অনুবাদ করে বিভিন্ন প্রকাশক বিক্রি করছেন।

কী বল মা। বইটা নিষিদ্ধ?

হ্যাঁ শুধু নিষিদ্ধ বললেই যথার্থ হবে না। বরং ইউরোপীয়রা এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে বইটি থেকে কেউ উদ্ধৃতি দিতে পারবে না। নতুন কপি ছাপাতে পারবে না। মোট কথা বইটি ছাপানো, বিলি করা এবং সব রকমের প্রচার প্রপাগাণ্ডা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

জিভ কাটলেন সোহেলী খান। তারপর রাগ ঝেড়ে বললেন– ছিঃ এতো বড় সংকীর্ণতা! তাহলে তো দেখছি বর্তমান বিশ্বে মৌলবাদী শক্তি থাকলে ইউরোপ ও আমেরিকা আছে।

তা ঠিক বলেছেন মা। কিন্তু তারা মুসলমানদের মৌলবাদী সাম্প্রদায়িক জঙ্গী উগ্র বলে কেন?

এটা তাদের জাতিগত রোগ। তাছাড়া এ গল্প কি তুমি শুননি– এক ঘরে চোর ঢুকেছে। গভীর রাত। গৃহস্থসহ পরিবারের সবাই ঘুমে অচেতন। চোর দামী জিনিষপত্রগুলো গোছ-গাছ করে আস্তে আস্তে দরজার দিকে এগিয়ে গেল। বাইরে আঁধার। খুব ভুতুড়ে আঁধার। হঠাৎ গৃহস্থ টের পেল। হারিকেন জ্বালালো। চোর তখন দৌড়ে পুকুর পাড়ে চলে গেছে। গৃহস্থ চোরকে ধরার জন্যে দৌড়াতে শুরু করে। কিন্তু চোর এত চালাক; হাতের গাট্টি জঙ্গলে রেখে সেও চেঁচাতে লাগলো, চোর চোর বলে এবং গৃহস্থকে আচ্ছা তরফে পিটাতে লাগলো। গ্রামের মানুষও পেটাতে থাকে। গৃহস্থের প্রাণ যায় যায় অবস্থা। এমনি সময় চোর সুযোগ মত পালিয়ে গেল। কিন্তু গৃহস্থ এমন মার খেল একটা হাত চিরদিনের জন্য ভেঙে গেল। কী বুঝলে মা?

মুচকি হাসলো আইরিন। এবং বললো- ইউরোপীয়রা আমাদের মৌলবাদী বলার অর্থ হচ্ছে ওরা মৌলবাদী দর্শনে বিশ্বাসী। আমরা মুসলমানরাও যেন তাড়াতাড়ি মৌলবাদী দর্শনে শিক্ষা নিই। এটাই যেন ওরা বলছে। এটাই যখন ওরা আমাদের দীক্ষা দিতে চাচ্ছে আর আমাদের যুবক-যুবতীরা তা লুপে নিচ্ছে।

ঠিক বলেছ বুদ্ধিমতী মেয়ে। ইউরোপীয়দের এ উল্টা দোষারোপ একদিন বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে ইন্‌শাআল্লাহ। হয়তো সেদিন বেশী দূরে নয়- যেদিন আমাদের দেশের মুসলিম যুবকরা ইউরোপের কোন ফুটবল টীমের আগমন উপলক্ষ্যে বলবে ঐ, ঐ যে মৌলবাদী ইংল্যাণ্ডের টীম এসেছে। যতসব মৌলবাদ। খুব জোরে হেসে দিল আইরিন। আর বললো- এখন তো পাকিস্তানের ক্রিকেট টীম ইংল্যাণ্ড গেলে ওরা বলে মৌলবাদী টীম এসেছে।

সোহেলী খান বললো-ওমন করে হাসতে নেই মা। অতো জোরে হাসা ঠিক না। ইসলামে অট্রহাসি নিষিদ্ধ। কারণ এতে অহংকার থাকে এবং মৃত্যুর ভয় চলে যায়।

আমি দুঃখিত মা আসতাগফিরুল্লাহ ..... আমি দুঃখিত। আল্লাহ মাফ করুন।

মা আইরিন আমার আন্দালিবের কথা তোমার মনে আছে ?

আপনার আন্দালিবকে ভুলে যাওয়া উচিত।

কেন মা?

কারণ আমি আপনাকে যে আন্দালিবের কথা ভুলে যেতে বলছি সে আন্দালিব ছবিতে নামাযরত আন্দালিব নয় ; সে আন্দালিব হচ্ছে ইউরোপীয় সংস্কৃতির অপসন্তান - বিকৃত রুচির আন্দালিব।

হু- হু করে কেঁদে উঠলেন সোহেলী খান আর বললেন- যে আন্দালিবের কথাই বলনা কেন তার অন্তর তো একটাই - দুই আন্দালিবের জন্যেই আমার প্রাণ কাঁদে। ছবির আন্দালিবের জন্য প্রাণ কাঁদে যদি বড় হয়ে আমার আন্দালিব এমন নামাযী হত। এমন আল্লাহওয়ালা হত। আর-

আর ইউরোপীয় ধাঁচের আন্দালিবের জন্য প্রাণ কাঁদে এজন্য– আন্দালিব যে পথ দেখিয়ে দিয়ে গেল এপথে যদি বাংলা দেশের কোন মুসলিম তরুণ -তরুণী পা বাড়ায়।

হ্যাঁ মা তাহলে নিশ্চিত ধবংস। এদের উপর আল্লাহর হাবীব (সঃ) এর অভিশাপ।

যাক মা আন্দালিবকে আমি ভুলে যেতে চাই । তবে–

বলুন মা-

তবে তোমাকে একটা শর্ত পালন করতে হবে।

বলুন । কী সে শর্ত?

আমার আন্দালিবের স্মৃতি রক্ষার্থে তুমি দ্বিতীয় বিয়ে করবে না।

কিন্তু আম্মা আপনি আসার আগে ড. ইয়েল বার্গের সাথে আমার যে বিয়ের ফাইনাল হয়ে রয়েছে?

সত্যিই !

হ্যাঁ মা

সেকি মুসলমান হয়েছে?

জ্বী মা ।

তোমার আব্বা তাতে রাজী?

হ্যাঁ আব্বাই তো প্রস্তাব দেন ।

তাহলে তুমি কোথায় থাকবে ?

কেন বাংলাদেশে ধানমণ্ডিতে।

না কি আবার সুইডেন চলে যাও ।

না মা, ডঃ ইয়েলবার্গ একেবারে চলে আসবেন বাংলাদেশে।

তাহলে তুমি আমায় ফেলে যাবে না মা আইরিন। ফেলে যাবে না।

না মা কখনো যাবো না।

আচ্ছা ভাই । সেট্টার নামে কাউকে চেনেন? সেট্টার নামে কেউ এখানে ছিল?

না তো ।

আচ্ছা সে এখন কোথায় বলতে পারেন?

সেট্টার নামে কাউকে আমি চিনি না।

হি ইজ আন নোন টু মি।

প্লিজ ভাই আরেকটি কথা এটা তো বিদেশী ছাত্রদের হোস্টেল। বাংলা দেশের কেউ আছে এখানে ?

হ্যাঁ থাকতে পারে, থাইল্যান্ডের হোয়াই অং পো বললো।

আচ্ছা বাংলাদেশ কি আপনার নিয়ার কান্টি ।

নো বাট।

বলুন।

মানে বেশ দূরে নয়- বার্মার পরেই বাংলাদেশ।

হে বন্ধু ইউ। আচ্ছা ঐ ঐযে ছোট পথ। ওটা দিয়ে ভিতরে যাওয়া যাবে।

হ্যাঁ যেতে পারেন। যেতে যেতে কয়েকটি আলীশান বিল্ডিং পার হলো ক্রুনি। নেইম প্লেট দৃষ্টিতে পড়লো ক্রুনির।

জাকির আহম্মদ হাজারী

৩৩৩ নং বাংলাদেশী ছাত্রাবাস

সুইডেন।

ক্রিং ক্রিং

কে?

প্লিজ দরজা খুলুন।

আপনি।

আমি লাইসিয়া ক্রুনি - স্টুকেটস জার্নালীজম এর থিসিস স্টুডেন্ট।

বলুন কী চান?

আপনি বাংলাদেশী ? নাম?

ইয়েস ? নাম জাকের আহম্মদ হাজারী।

ও হাউ গ্লোড। আলহামদুলিল্লাহ।

আরে! আপনি দেখছি বিদেশীনী অথচ আলহামদুলিল্লাহ বললেন?

তাতে কী হলো?

মানে কথায় কথায় মাশাআল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, ছোবহানাল্লাহ বললে আমরা ধরে নিই এ আস্ত একটা মৌলবাদী। ক্রুনি মনে মনে বুঝে নিল হাজারীকেও আন্দালিবের ঘাদানি ভূতে পেয়েছে। তাই বললো- আপনাদের বাংলাদেশ থেকে আসা সকল ছাত্র-ছাত্রী দেখি আপন ধর্মকে ঘৃণা করেন। এটা আপনার রোগ? আচ্ছা ও সব বাদ। সেট্টারকে চেনেন ?

সেট্টার! হ্যাঁ-তাকে চিনি । কিন্তু কেন প্রয়োজন? সেতো জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর অসুস্থ হয়ে পড়েছে। এখন কোথায় নাকি চিকিৎসা করছে। আমি যতদূর জানি একটু সুস্থ হলে চলে যাবে।

আপনি ঠিকানা জানেন?

জী না।

একটা বিষণ্নতার ছোবলে ক্রুনির অন্তর নীল হয়ে গিয়েছে। অজানা আশঙ্কায় মনে জন্মেছে হতাশার কালো মেঘ। তাহলে সেট্টার কোথায়! তাকে তো

পেতেই হবে ক্রনিকে। কিন্তু বিশাল সুইডেনের কোন জনপদে কোন শহরে সেট্টার কাতরাচ্ছে আর বলছে ক্রনি তুমি কালেমা পড়। কুরআন স্টাডি কর। হাদিস পড়।

কিন্তু জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর সেট্টার তো ক্রনির নিজস্ব ফ্লাট বাড়ীতে যাওয়ার কথা । যায়নি কেন সে্টটার । তাহলে সে কি ক্রনিকে ভুলে গিয়েছে? না সেটটার কোন সন্ত্রাসী নয় আর কোন আজব স্বার্থপর পুরুষ নয়। সে দায়ী ইলাল্লাহ। তাকে একশত ভাগ বিশ্বাস করা যায়। অন্তত সুইডেন থেকে বিদায় নেবার প্রাককালে এতটুকু বলবে- ক্রনি দোজখের পথ থেকে তুমি বেহেশ্তের রাজপথে চলেছো অনন্তের মঞ্জিলে। তোমার সাথে আমার দেখা হবে বেহেশতের ফুলশয্যায়।

কিন্তু ক্রনি কী করবে এখন! কোন ঠিকানাও রাখেনি সাত্তারের, সুইডেনের নির্দিষ্ট ঠিকানা সেটটারের আপাতত নেই। তাহলে ক্রনি কেন বর্বরতার শিকল ভেঙেছে। আদিমতার নাগপাশ ছিন্ন করে লাখো বিশ্বাসের দর্পকে চূর্ণ করে সাত্তারের কাছে নিজের সকল সত্তা উৎসর্গ করেছে।

না ক্রনি তার পরিবারেও আর স্থান পাবে না। তা হলে ? কী করবে ক্রনি- তার মুখ থেকে শুনুন তাহলে-

না আমি খুঁজে বের করবো সেট্টারকে কারণ আমি নামায শিখবো, রোজার নিয়ম জানবো । স্বামী স্ত্রীর হক সম্পর্কে জানবো। আর অনেক পুরুষকে নয় একজন পুরুষকে ভালোবাসতে শিখবো। সে হলো আমার সেট্টার।

না আমি স্বামী -স্ত্রীর হক সম্পর্কে জানবো। না আমি এটা ভালো করে জানবোই। হঠাৎ ক্রনি চিৎকার দিয়ে বলে উঠলো - শোকরিয়া। আলহামদুলিল্লাহ। পেয়েছি। আমার সেট্টারের ঠিকানা পেয়েছি। আমার ভ্যানিটি ব্যাগেই রয়েছে। হ্যাঁ ভ্যানেটি ব্যাগের পকেটে হাত দিতে দিতে বিছমিল্লাহির রাহমানির রাহীম। আল্লাহ! ওগো প্রভু তুমি আমাকে নিরাশ করো না। আমার সেট্টারের ঠিকানা আমায় খুঁজে পাবার সুযোগ দাও।

হ্যাঁ পেয়েছি। এ- এ- এই তো সেট্টারের ঠিকানা। হাসি-খুশি ও আত্মতৃপ্তির নেশায় সিক্ত হয়ে পড়তে থাকে ক্রনি ।

ফয়সল সাত্তার

প্রযত্নে ....

বাঁশখালী, চট্টগ্রাম।

হ্যাঁ এটাই আমার সেট্টারের গ্রামের ঠিকানা। তাহলে আমি কী করবো। কী করতে পারি।

হ্যাঁ- সুইডেনের রাস্তায়- রাস্তায়, অলিতে-গলিতে, জনপদে-জনপদে আমি খুঁজবো সেট্টারকে। আল্লাহর অপূর্ব সৃষ্টি সেট্টারকে।

এক বছর-

দু'ই বছর-

চার বছর-----

এভাবে কয়েক বছর দেখে শেষে আমি হ্যাঁ আমি পাড়ি দেব সুদূর বাংলাদেশের চট্টগ্রামের বাঁশখালীতে। গিয়ে খুঁজে বের করবো যা আমার সেট্টারের আদি পৈতৃক বাসস্থান। হ্যাঁ, আমি সেখানেই যাবো। এখন থেকে আমাকে প্রস্তুতি নিতে হবে। স্বর্ণ-অলংকার, গয়নাপাতি, ডলার, ঘড়ি, চেইন সবকিছু মিলিয়ে ৫০ লক্ষ ডলারের সম্পদ আর ডলার আমাকে ড্যাডির কাছ থেকে সংগ্রহ করে নিতে হবে। অবশ্যই ড্যাডিকে বুঝানো যাবে না। কারণ ২০ কোটি ডলারের মালিক আমার ড্যাডি- এইচ ডাব্লিউ মরগ্যান। আচ্ছা ও যাক আমি চলমান। হ্যাঁ আমি চলে যাব। একটি বার দেখবো আমার সেট্টার এর পবিত্র জন্মভূমি। ও হ্যাঁ আমার ৫০ লক্ষ ডলার আমি সেট্টারকে দেব বাংলাদেশে ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার কাজে ব্যয় করতে। হ্যাঁ এ দান আমাকে করতেই হবে। যাই আমি- চলি তাহলে। আর দেরী সয় না। না দেরী নয়-চলি।

তোমরা কী পেয়েছো? আমার বুজে আসে না। সারাদিন উঠানে বসে বসে বাজে আলাপ ? আসলে মেয়েলোক একত্র হলেই শয়তানও আড্ডা মারে। কড়া সুরে

বললেন মাওলানা আব্দুল কাদির। সাত্তারের মা বিবি খাদিজা, আমেনার মা রহিমা খাতুন, ছালেহার দাদী নেক্কার বিবি, আলেয়ার চাচী তাহেরের নেছা এবং সাত্তারের জেঠি আকলাতুন নাহার বসে গল্প করছিলো উঠানে। মাওলানা আবদুল কাদির সাহেবের ধমক খেয়ে সবাই মাথায় ঘোমটা টেনে দিল। এফাঁকে সাত্তারের মা বিবি খাদিজা বললো- আমরা মেয়ে লোক অবসরটা কাটাচ্ছি। আপনি আবার কী শুরু করলেন? আপনার জ্বালায় কোন দিক থেকে কোন দিকে ঢুকি।

না, আমার কথা হলো তোমাদের এভাবে গোল হয়ে বসলে পারিবারিক বৈঠকের নিয়তে বসতে হবে। এন্তেখাবে হাদীস, রিয়াদুস সালেহীন বা হাদীসের আলোকে মানব জীবন কিতাব থেকে তোমরা একজনে আলোচনা করবে, অন্যরা শুনবে। আমি কতদিন বলছি ইসলামী সমাজ বাস্তবায়নে পারিবারিক বৈঠক কত যে গুরুত্বপূর্ণ। ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বললেন মাওলানা আবদুল কাদির।

আচ্ছা আমরা কাল থেকে চালু করবো। আপনি কতক্ষণ বিশ্রাম করেন আমি আসছি। আবার আসরের সময় হয়ে যাবে। আপনি তখন চিৎকার মারবেন- কইগেলা লোটা দাও, পানি দাও, লাঠি দাও, তছবি দাও, সেন্ডেল দাও -এসব।

জলদি আসবে সাত্তারের মা আমার কাজ আছে।

ঠিক আছে।

মেয়ে লোকদের জটলা শেষ হলে সাত্তারের মা বিবি খাদিজা পান দিতে দিতে বললো- আচ্ছা সাত্তারের চিঠিটা আমারে আবার পড়ে শুনান তো দেখি। আমার কলজেটা ধড়পড় বন্ধ হয় না যে।

বললাম না সে অসুস্থ। গ্যাস্টিক আলসার। জেলে না খেয়ে না দেয়ে।

একটু পড়েন আপনার আল্লার কসম। আমার সাত্তার বাঁচি আসবে কিনা আমার কাছে .... কেমন খালি খালি লাগে আমার কাছে। মনটা যেন......... শূন্য। আমার কাছে ফিরে আসবে কি আমার সাত্তার।

পুরো চিঠি মাওলানা কাদির সাহেব পড়ে শুনালেন- বিবি খাদিজাকে। চিঠি শুনে কেঁদে কেঁদে সাত্তারের মা বললেন- আজ এক মাস গত হয়। চিঠির উত্তর দিলেন না। সাত্তার যেন আপনার সৎ ছেলে। আপনার সতিনের পোলা- আহারে কপাল।

আমি সময় পাই কই ? আগামীকাল ইন্‌শাআল্লাহ দেব। তুমি কবুতরের মত বকবক করবা না বলছি।

এমন সময় বাড়ীর বাইরে চিৎকার, ছেলেমেয়ের শোরগোল- মেহমান আইছে। ওহো মেহমান আইছে।

সত্যিই মেহমান এসেছে। আপাদমস্তক বোরকায় ডাকা। হাতমোজা পরা। পা মোজা লাগানো। চোখে কালো গ্লাস। একজন যুবতী মহিলা এসে মাওলানা আবদুল কাদির সাহেবের ঘরে ঢুকলেন। আবদুল কাদির সাহেব সবে মাত্র মসজিদে আসর নামায পড়তে গেছেন।

মেহমানকে দেখে সাত্তারের মা বিবি খাদিজা এগিয়ে এলেন। আশে -পাশের বাড়ীর ছোট ছোট ছেলেমেয়ের ভিড় দেখে ঘরের দরজা বন্ধ করে দিলেন- বিবি খাদিজা। আর বললেন কী পাইলি তোরা আমার ঘরে কি বর সাজায়? কী পাইলি।

আচ্ছা মা আপনার পরিচয়? জানতে চাইলেন সাত্তারের মা।

ভাঙা বাংলা ও ইংরেজী মিশিয়ে বললো- আই এম ইউর মেহমান।

উত্তরে তা'জ্জব হয়ে বসে রইলেন বিবি খাদিজা ও সাত্তারের চাচী আকলাতুন নাহার। এ কি বলছে! জিভ কাটলেন। চোখ মুখ উল্‌টায়ে একজন একজনের দিকে চাইলেন।

আচ্ছা মা তোমার নাম কী? বাড়ী কোথায়?

আমার নেইম লাইসিয়া ক্রনি। বাড়ী সুইডেনে। জবাব দিল মেহমান। এবার অবাক হয়ে বিবি খাদিজা বললো- মা তোমার কথা তো আমরা বুঝি না। এমন সময় বাহিরে আবার চিৎকার শুরু হলো। ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা জোরে শোরে বলছে- অহো সাত্তার ভাইয়া আসছে ! আচ্ছালামুআলাইকুম।

সমবেতভাবে সালাম দিল ছোট ছোট বাচ্চারা সাত্তারকে। ঘরে গিয়ে দেখে একি ! এতো ক্রনি! সাত্তার চিৎকার দিয়ে বলে উঠে- ক্রনি! ক্রনি!!

ক্রনি শান্ত স্বরে বলে- ইয়েস সেট্‌টার আমি চলে এসেছি। আমি আর যাব না। কখনো যাব না।

কিন্তু কেন?

মাওলানা আবদুল কাদির নামায পড়ে আসতে সব ঘটনা পথে জেনেছেন। সাত্তারের প্রশ্ন শুনে বললেন-ঠিক হয়েছে, ভালো হয়েছে আমরা মেয়েটাকে রেখে দেব। তবে মা তুমি মুসলমান হয়েছো তো?

সাত্তার বললো- হ্যাঁ আব্বা ' কুরআন তিলাওয়াতও করতে পারে'?

জ্বী। রুনি বললো। আচ্ছা মা একটু কুরআন তিলাওয়াত করে শুনাও দেখি!

রুনি শুরু করলো তিলাওয়াত- আউযু... বিসমিল্লাহির... ইউরিদূনা লিইয়ুতফিউ নূরাল্লাহি বি আফওয়াহিহিম...

বেশ বেশ মা বেশ হয়েছে। রুনির মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বললেন মাওলানা আবদুল কাদির-

আলহামদুলিল্লাহ্।

আজ
যেমন করে ফুল ফুটে সহাস্যে
আগামীকালও
তেমনি ফুটবে অনায়াসে।
এখন যেমন
বেদনার অশ্রুতে
নীল আঁখি
প্রত্যয়ের প্রদীপ জ্বালায়
আগামীতেও
নারীত্বের, পৌরষত্বের
কামনার
আর
প্রত্যাশার পাঁপড়িগুলো
ঝরবে।
কিন্তু লরেন, কন্ডোলিসা, সাত্তার, ব্রুনি
আর আন্দালিব কি খুজে পাবে
জীবনের শিকড়?

সমাহার পাবলিকেশন্স
ISBN 984-70005-0011-3